ব্রহ্মকমলের সন্ধানে
অঙ্কিতা
ছবি: সন্তু বাগ

ব্রহ্মকমলের সন্ধানে

ব্রহ্মকমলের সন্ধানে

ভ্রমণ উপন্যাস

অঙ্কিতা

ছবি – সন্তু বাগ

মন্তাজ

B a b a a ae Sa d a e

A a, Sa Bag

ইবুক প্রকাশ

প্রচ্ছদ

**পৃষ্ঠাবিন্যাস
ও বর্ণশুদ্ধি**

প্রকাশক **মন্তাজ**

মূল্য

ভূমিকা

ভ্রমণ কাহিনি নানারকম হয় কখনও সোজাসাপটা ভ্রমণের বর্ণনায় গন্তব্যস্থান এবং গন্তব্যপথের দরকারি বিষয়গুলি পাঠককে বা ভ্রমণরসিকদের অবহিত করাই হয় উদ্দেশ্য আবার কখনও ভ্রমণ কাহিনি হয়ে পড়ে আযত্নলালিত স্বপ্নকে স্পর্শ করার নিবিড় অনুভূতির খণ্ড প্রকাশ যাতায়াতের ঝড়ঝাপটা গৌণ হয়ে মূল বিষয় সেখানে হয়ে পড়ে ওই আবিষ্ট ভাব

কিন্তু আলোচ্য কাহিনি বড় অন্যরকম ব্রহ্মকমল দুর্গম হিমালয়ের কোলে ফুটে থাকা এক রহস্যময় পাহাড়ি ফুল এই ফুলের সৌন্দর্য হয়তো রহস্যময় দুর্গমতাকে অতিক্রম করে তাকে স্পর্শ করার এক অনির্বচনীয় স্বপ্নপূরণের মধ্যেই নিবিড়ভাবে উদ্ভাসিত হয় সেই ফুলের সন্ধানে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সঁপে দিয়ে লেখিকা বড় মরমিয়া বর্ণনায় যেমন নিজের গন্তব্যকে ধরেছেন, তেমনি বাদ দেননি ছোটখাটো মুহূর্তকেও বিন্দু এবং সিন্ধুর এই মহামিলনে বড় যত্নে গড়ে উঠেছে এক পরিপূর্ণ কাহিনিমালা নিসর্গের বর্ণনার আবেশে অবহেলিত হয়নি পথের দাবী আবার পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার বর্ণনায় ঢাকা পড়ে যায়নি পথের পাশে দুলতে থাকা ছোট ফুলগাছটিও এ কাহিনির ভাষা এবং নির্মেদ গতি পাঠককে চুম্বকের মতন আটকে রাখবে গল্পের সঙ্গে কাহিনির মাদকতার সঙ্গে অনুপান হিসাবে যথাযথ রঙিন ছবির প্রাচুর্য মানসভ্রমণে সহায়ক হবে

একজন ভ্রমণপিয়াসী প্রকৃতিভিক্ষুর জবানবন্দীতে এই কাহিনি হয়ে উঠেছে এক অনন্য অভিজ্ঞতার দলিল

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

Valley of Flowers
Route Map

Trekking Route	Tourist Place
Car Road	River & Lake

পূর্বকথা

অন্ধকারের মধ্যেও একটা অদ্ভুত আলো খেলে বেরাচ্ছে চারিদিকে সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখলাম ফুলটাকে খাদের ধারে হ্রস্বনালিকার উপরে অবস্থিত এক শ্বেতবর্ণ কমল পাপড়ি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো দেবপ্রিয় জিনিস বটে হাত বাড়ালাম ফুলটার দিকে, এই একটাই নেব চারিদিকে কত তো ফুটে আছে আমি শুধু একটাই তুলব নালিতে হাত লাগাতেই কি যেন হয়ে গেল পায়ের তলা থেকে সরে গেল মাটি আর আমি পড়ছি, পড়ছি পড়ছি... হাঁকপাঁক করে উঠে বসলাম বিছানায় উফফ্ কি স্বপ্ন!

এ প্রায় বছর দুয়েক আগেকার কথা কিন্তু তখন থেকেই আমি জানি ওই ফুলের জন্য আমাকে একবার যেতেই হবে সেই স্বর্গোদ্যানে ইংলিশে যার নাম ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস, গাড়োয়াল হিমালয়ের একপ্রান্তে পর্বতবেষ্টিত এক স্বর্গরাজ্য গল্প শুনেছি অনেক বিশেষ করে আমার বড়দা আর বৌদি যখন বেড়াতে গিয়েছিল ওখানে যাব যাব করে পেরিয়ে গেল দুটো বছর তাও হয়তো শেষ রক্ষা হত না কিন্তু মা-বাবা গত পুজোয় তাদের বন্ধুদের সঙ্গে সিমলা-কুলু-মানালি ঘুরে আসার পর আমার জেদ চাপল আমি হিমালয় যাবই যাব প্রথমে ঠিক হল এপ্রিল-মে-তে যাওয়া হবে সাংলা-কল্পা কিন্তু সঙ্গে যাওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না পাহাড়ি রাস্তায় এসইউভি বা টাটা সুমো জাতীয় গাড়ি চলে একটা আট-দশ জনের গাড়ির খরচ দুজনে বইতে হলে পকেটে প্রচুর টান ধরে তাই সাংলা-কল্পা অচিরেই বাদ হয়ে গেল একদিন জায়গার খোঁজে নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখে পড়ল ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস এই তো আমার সেই স্বপ্নের দেশ এখানেই যাওয়া হবে

এপ্রিল মাসেই দিল্লির প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেল আমি ততদিনে নেট ঘেঁটে প্রচুর জ্ঞান আহরণ করে ফেলেছি ওখানে যাওয়ার প্রকৃত সময় হচ্ছে জুলাই-এর প্রথম থেকে

অগাস্টের মাঝামাঝি কিন্তু আবার ব্রহ্মকমল দেখতে হলে অগাস্ট-সেপ্টেম্বরটাই বেটার সন্তুর ছুটি, ফুলের জন্মসময় সব বিচার করে ঠিক হল আমরা যাবো অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে
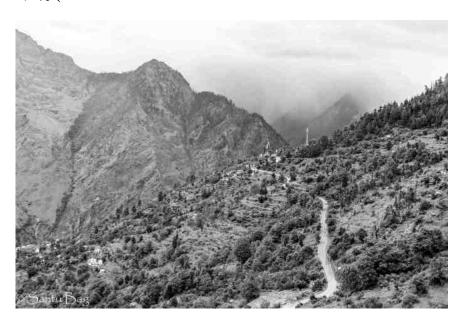
হিমালয়

যাওয়ার উৎসাহে আমি নেট ঘেঁটে যাবতীয় তথ্য ডাউনলোড করা শু করে দিলাম খুঁজে খুঁজে পড়তে শু করলাম সমস্ত ব্লগ একটা ট চার্ট বানাতে হবে সেইমতো ট্রেনের টিকিট কাটতে হবে আরও দুই মাস এইসব করতে করতেই কেটে গেল তখনও হোটেল বুকিং হয়নি বর্ষা পা রাখল জীবনে আস্তে আস্তে উৎসাহ কমতে লাগল ততদিনে আত্মীয়বন্ধুরা প্রায় সবাই জেনে গেছে আমরা বর্ষাকালে হিমালয়ে যাচ্ছি সমবেত নিষেধ আর উপদেশ অতিসাহসীর বুকের ভেতরেও কাঁপন ধরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট, সেখানে আমি তো নার্ভের গী যাওয়ার একমাস আগে থেকে আমার আর বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট নেই তার উপরে প্রচুর বৃষ্টিতে গাড়োয়াল হিমালয়ে ধ্বস আর বন্যাশঙ্কার খবর বার বার টিভি নিউজে আসছে ঠিক করা হল যদি হরিদ্বার গিয়ে দেখা যায় ওই টের হাল খারাপ তাহলে আমরা আর ওইদিকে না গিয়ে অন্য কোথাও ঘুরতে চলে যাব এমনকি এটাও ভাবা হল যে হরিদ্বারে যদি বন্যা হয়ে যায় তাহলে আমরা দিল্লী থেকে রাজস্থানের দিকে ঘুরতে চলে যাব

পুষ্পবতী নদী

যাওয়ার দুই হপ্তা আগে পর পর দুটো ঘটনা ঘটল আমার এক কলেজ ফ্রেন্ডের ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়ল, আর আমাদের প্রিয় বইপোকা বন্ধু নির্মাল্য অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেল এরপর থেকেই আমি একটা অদ্ভুত মানসিক অসুখে পড়লাম আমার খালি মনে হত লাগল আমি ওখানে গেলে মরে যাব ল্যান্ডস্লাইডে হোক, হড়পা বানে হোক, আমরা বাঁচব না বেড়াতে যাওয়া আর এক হপ্তাও দেরি নয় ব্যাগ গুছিয়ে রাখা আছে পাশের ঘরে আর আমার মনে হচ্ছে আমি সুইসাইড করতে যাচ্ছি কিন্তু কাউকে বলতেও পারছি না কাউকে যদি এইকথা বলি তাহলে তক্ষুনি যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে আমি জানি, অথচ আমার যেতেও দা ণ ইচ্ছা করছে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম বাঁচি বা মরি হিমালয়ের কোলে স্বর্গোদ্যানে ব্রহ্মকমলের আলিঙ্গনেই মরব দৃশ্যটা কল্পনা করেও মনে শান্তি আসছিল

অনেক ভাবনাচিন্তার পরে বিভিন্ন সমস্যার কথা মাথায় রেখে আমরা একটা ভ্রমণসূচি বানিয়েছিলাম আমরা হরিদ্বার থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার জন্য দু'দিন সময় হাতে রেখেছিলাম আবার নামার সময়েও দু'দিন হাতে রেখেছিলাম যদি কোনওভাবে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে যেন খুব মুস্কিলে না পড়তে হয় এইসব সাত-পাঁচেই দেখি ভ্রমণকাল আগত দ্বারে

আমাদের রুট চার্ট

ব্যাঙ্গালোর -> দিল্লী -> হরিদ্বার -> যোশীমঠ -> গোবিন্দঘাট -> ঘাঙ্গারিয়া -> ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস এবং হেমকুণ্ড

নৈসর্গিক দৃশ্য

৬ অগাস্ট ২০১৬, প্রথম দিন

বেঙ্গালুরু এয়ারপোর্ট

সারারাত আমার ঘুম হল না পরের দিন পাঁচটায় উঠতে হবে বলে সবকিছু গুছিয়ে; জানলা, দরজা আর সুইচ বন্ধ করে আমরা বেরোলাম তখন পাক্কা ৬:৪৫ শেয়ারের ট্যাক্সিতে আটটার আগেই পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্ট চেকিং-এর ঝামেলা মিটলে শুনলাম প্লেন লেট দিল্লী পৌঁছাতে একটা বেজে গেল

এই সামান্য দুঃখের মধ্যে একটাই সুখের ব্যাপার ছিল, তা হল আমাদের পাইলট ছেলেটা খুব বেশি লম্বা নয় কিন্তু যাকে বলে একেবারে নয়নমনোহারী প্লেন থেকে নেমে, দিল্লীর প্রচণ্ড গরমে সেদ্ধ হতে হতে, এয়ারপোর্ট মাঠের মধ্যে আমি প্রায় চঞ্চলচিত্তচকোরীর মতোই তাকে দেখে চোখ জুড়োচ্ছিলাম স্বর্গোদ্যানে পৌঁছনোর আগেই দেবকান্তি পু ষের সান্নিধ্যে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়েই মনটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল আগেকার যত ভীতু ভীতু চিন্তার মেঘ ঝাঁ করে উধাও হয়ে গেল মাথা থেকে সন্তুর সঙ্গে নাচতে নাচতে গিয়ে কনভেয়ার বেল্ট থেকে আমাদের লাগেজগুলো সংগ্রহ করলাম

দিল্লীতে আমার দুই প্রস্থ আত্মীয় থাকে একদিকে থাকে বড়দা, বড়বৌদি আর তাদের বিচ্ছু পুত্রসন্তান অন্য প্রান্তে থাকে ডাক্তার কাকুর পরিবার; আমার দুই বোন, কাকিমা আর নতুন জামাইবাবু দুই তরফ থেকেই নিমন্ত্রণ দুজনেই কী কী খাওয়াবে তার হেভি লিস্ট দিয়ে রেখেছে তবু ঠিক হয়েছিল প্রথমবার যাওয়া হবে বড়দাদের বাড়ি ফেরার সময় যাওয়া হবে বোনেদের বাড়ি

সেইমত বড়দা আর আমার ছয় বছরের বিচ্ছু ভাইপো গাড়ি নিয়ে হাজির দিল্লী এয়ারপোর্টে গাড়িতে করে যেতে যেতেই আমার উদ্দেশে সে ঘোষণা করল, “তোমার মাথাটা বেশ টেস্টি মনে হচ্ছে খেতে ভালোই লাগবে আমার ” দিল্লীর বিখ্যাত জ্যাম টপকে আমরা বড়দার বাড়িতে পৌঁছলাম প্রায় তিনটে নাগাদ

জমিয়ে গল্প আর ইলিশসহ আরও ছয় রকমের পদ দিয়ে খাওয়াদাওয়া হল রাত্রিবেলা আবার একপ্রস্থ ভাত মাছের ঝোল সাঁটিয়ে এগারোটার সময় আমরা বড়দার গাড়িতে রওনা দিলাম নিউ দিল্লী রেল স্টেশনের উদ্দেশে ওখান থেকেই রাত্রি পৌনে বারোটায় ছাড়বে নন্দাদেবী এক্সপ্রেস

সিপিয়া টোনে হিমালয়

৭ অগাস্ট ২০১৬, দ্বিতীয় দিন

যোশীমঠের রাস্তায়

ভোর পৌনে চারটেয় হরিদ্বার পৌঁছানোর কথা তার বদলে প্রায় সাড়ে চারটের সময় হরিদ্বার পৌঁছল নন্দাদেবী এক্সপ্রেস হরিদ্বারে রীতিমতো ভ্যাপসা গরম ওই ভোরবেলাতেই লাগেজ টানতে আমাদের ঘাম ছুটে যাচ্ছিল ষ্টেশন জুড়ে অজস্র সাধু সন্ন্যাসী আর সাধারণ মানুষ শুয়ে বসে আছে

গুগলে দেখলাম হরিদ্বার থেকে যোশীমঠের রাস্তা পরিষ্কার কোনও ল্যান্ডস্লাইড নেই উপরন্তু আবহাওয়াও মোটামুটি ভালো দেখাচ্ছে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা নেই ষ্টেশনে দাঁড়িয়েই আমরা ঠিক করলাম সেইদিনই উঠে যাব যোশীমঠ একটু কষ্টদায়ক জার্নি, কিন্তু হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ মানে আমাদের সমস্ত জার্নির মধ্যে সবথেকে বেশি দূরত্বটা কভার করে ফেলা সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা ছুটে গেলাম রেলের রিটার্নিং ম বুক করার জন্য কপাল ভালো, নামমাত্র টাকায় পেয়েও গেলাম ঘণ্টাদুয়েকের জন্য একটা ম দুজনে একেবারে শ্যাম্পু মেখে স্নানটান করে ফ্রেস হয়ে নিলাম উপরে উঠছি, এরপরে আর স্নানটান ভাগ্যে জুটবে কিনা জানা নেই

কেদারনাথে বাবার মাথায় জল ঢালার জন্যে হরিদ্বার থেকে চলেছে অজস্র ভক্ত

৬:৩০–তে যখন লোকবোঝাই শেয়ারের টাটাসুমোটা আমাদের নিয়ে যোশীমঠ রওনা দিল তখন হরিদ্বার সম্পূর্ণ জেগে গেছে হরিদ্বার থেকে শেয়ারের গাড়ি পাওয়া অফ সিজনে সত্যি সমস্যার তদুপরি আমি কিছুতেই একদম পিছনের সিটে বসব না টাটাসুমোর সামনের সিট দুটো দখল করতে আমাদের রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল ওঁদের একজনের আবার পাহাড়ে উঠলেই গা-গুলোয় অনেক কষ্টে ভদ্রলোক দুজন রাজি হলেন পিছন দিকে চলে যেতে আমি আর সন্তু সামনের সিট দখল করে বসলাম

হরিদ্বার বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে গাড়ি বড় রাস্তায় পড়ল প্রথমেই দর্শন পেলাম গঙ্গার তারপরেই সামনে আকাশ ছোঁয়া হিমালয় পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম বহুদিন আগে প্রায় চার বছর হয়ে গেছে এতদিন পর গগনচুম্বী পর্বতের সমারোহ দেখে মনটা কেমন যেন উদ্বেল হয়ে গেল সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে ঠিক এরকম অনুভূতি হয় না তখন মনে হয় এই জীবনে নিজেকে ভাসিয়ে দিই কিন্তু হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এক সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতি হল জগত সংসারের অসামান্য ব্যাপ্তি আর প্রকৃতির প্রকাণ্ডতার মাঝে আমাদের কাজ শুধু জীবন তরঙ্গে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়; এমন কিছু করা উচিত যার ব্যাপ্তি আছে সমাজ জীবনে, যার প্রকাণ্ডতা ছুঁয়ে যাবে জীবনের সর্বোচ্চ শিখর

হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশ যাওয়ার পথে

হিমালয়ের সামনে দাঁড়ালে মনটা বড় হয়ে যায় এরকম বেলুনের মতো ফাঁপানো মন নিয়ে আমার মনে হচ্ছিল পিছনের ভদ্রলোককে বলি "ভাইয়া আপ ইধার চলা আইয়ে, হামলোগ পিছে চলে জায়েঙ্গে" কিন্তু তখন গাড়ি পুরো দমে ছুটছে সিট বদলানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না আমি হিমালয়ের চূড়ো থেকে থাপ্পড় মেরে মেরে মনটাকে সমতলে নামিয়ে আনলাম পরে গাড়ি থামলে যদি আবার মনবাবাজীর মহৎ হবার সাধ জাগে

হরিদ্বার থেকে ঋষিকেশের রাস্তা একদম সমতল তারপরেই শু হয়েছে চড়াই ঋষিকেশ পেরিয়ে তিনধারা পৌঁছনোর আগেই আমার সারা শরীর পাক দিতে শু করল চোখ বুজলেই মনে হচ্ছে পেট থেকে কালকের ইলিশ একেবারে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে গঙ্গায় ঝাঁপ খাবে পিছনের ভদ্রলোকের অ্যাকশন শু হয়ে গেছে আমি মনে মনে ভাবছি, "ভগবান ওঁর কষ্ট কমিয়ে দাও এখন না আবার সিট চেঞ্জ করতে বলে"

ভদ্রলোকের মাথায় জল দেবার জন্য মাঝখানে একবার গাড়ি দাঁড় করানো হল তারপরে গাড়ি থামল তিনধারা পেরিয়ে গিয়ে একটা ধাবায় কিছু খাব না খাব না করে একটা আলুর পরোটা মেরে দিলাম আশ্চর্য তারপর থেকে আমার একবারও আর গা গোলায়নি বুঝলাম খালি পেটে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চাপা একদম উচিত নয় গাড়ি দেবপ্রয়াগ কখন পার হল জানি না, কারণ আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি তখন পাক্কা দু-তিন ঘণ্টা সন্তুর হাত আর কাঁধের বারোটা বাজিয়ে যখন ঘুম ভাঙল তখন আমরা অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে চলে এসেছি

তিনধারা যাওয়ার পথে

দেবপ্রয়াগ হল পঞ্চ প্রয়াগের প্রথম গোমুখ থেকে গঙ্গোত্রী হিমবাহের জল এসে ভাগীরথী নামে মিশেছে দেবপ্রয়াগে ভবিষ্যতে কখনও ওই পথেও যাওয়ার ইচ্ছা আছে দেখার ইচ্ছা আছে গোমুখ, ভুজবাসা, চীরবাসা, তপোবন... কিন্তু সে অন্য চিন্তা এখন যে পথে যাচ্ছি সেইদিকেই মন দেওয়া ভালো

গাড়ি একবার থামল প্রচণ্ড গরম সবাই রাস্তার পাশেই একটা কলের জল লক্ষ করে ছুটল চোখে মুখে জল দেবে বলে আমিও ছুটলাম ড্রাইভারসাহেব চা-বিড়ি পান করলেন গাড়ি আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শু করল সামনেই দ্রপ্রয়াগ কেদারনাথের উপরে চোরাবারি তাল থেকে নেমে এসেছে মন্দাকিনী এইখানেই মিশেছে অলকানন্দার সঙ্গে নাম হয়েছে দ্রপ্রয়াগ

২০১৩-র একটানা মেঘ-ভাঙা বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ চোরাবারি তাল নেমে এসেছিল মন্দাকিনী বেয়ে দ্রের ভয়ঙ্কর ধ্বংস-তান্ডবে মুছে গিয়েছিল উত্তরাখন্ডের কয়েকশো গ্রাম আর হারিয়ে গেছে কয়েক হাজার মানুষ হ্যাঁ, হারিয়েই গেছে তাঁদের দেহটুকু পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়নি অলকানন্দা আজও তাঁদের আত্মীয়রা অপেক্ষায় থাকে, ক্ষমাশীলা গঙ্গা নিশ্চয়ই একদিন ফিরিয়ে দেবে তাঁদের মানুষগুলোকে

যোশীমঠের রাস্তায় এক বেদে

উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম দ্রপ্রয়াগ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলাম না শেয়ারের গাড়ির থামার কোনও প্রশ্নই ওঠে না তার উপরে আমাদের গাড়ির ড্রাইভারকে যেন বাঘে তাড়া করেছিল 'খানা খন্দ নালা আর পথ, হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ' তার গাড়ি চালানোর জন্যই আমাদের মনে হচ্ছিল স্বর্গোদ্যান কেন, অলকানন্দা বেয়ে সোজা স্বর্গেই পৌঁছে যাব আমরা

দ্রপ্রয়াগের পর থেকেই হিমালয় তার দ্রমুখ দেখাতে শু করল সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে পাথরের বন্যা ধ্বসের ভয়ঙ্কর প দেখে শিউরে শিউরে উঠছে মন মাঝে মাঝে রাস্তা এতটাই স হয়ে যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে গাড়ির চাকা বুঝি হাওয়ায় ভাসছে পথ নেই বললেই হয় বড় বড় বুলডোজার দিয়ে মাটি সরিয়ে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে আর তার মধ্যে দিয়েই নেচে নেচে চলছে আমাদের লড়ঝড়ে টাটাসুমো তায় আবার আমার দিকে দরজার খানিকটা অংশ ভাঙা তীব্র গতিতে যখন বাঁক নিচ্ছিল তখন দরজার মাথার উপরে হ্যান্ডেল ধরে নিজেকে সামলাচ্ছিলাম কিছুক্ষণ পরে দেখলাম হ্যান্ডেলের একটা স্ক্রু খুলে বেরিয়ে হ্যান্ডেলটা ঝুলে গেল তারপর থেকে আর দরজার উপরে ভরসা করতে পারিনি সন্তুকে জড়িয়েই বসেছিলাম

জুন মাসের মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির ধ্বংসলীলা

উলটোদিক থেকে মাঝে মাঝেই দেখছি গে য়া পতাকা লাগানো বাইকে দুজন করে মানুষ লাগেজ নিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে যোশীমঠের দিকেও যাচ্ছে এরকম গাড়ি ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম এরা বেশির ভাগই হেমকুণ্ডে তীর্থের জন্য যাচ্ছে বাইক আসছে হরিদ্বার, দিল্লী এমনকি পাঞ্জাব থেকেও অসহ্য ভ্যাপসা গরম আর রাস্তাবিহীন পথ বেয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম চতুর্থ প্রয়াগে; নন্দপ্রয়াগ মাঝখানে কখন যে কর্ণপ্রয়াগ পেরিয়ে গেছি তা বুঝতেও পারিনি নন্দপ্রয়াগকেও চিনতে পারতাম না, আচমকা ঘরবাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম ড্রাইভারকে তিনি দয়া করে উত্তর দিয়েছেন তখন বেলা প্রায় দেড়টা

ত্রিশূল শৃঙ্গের পশ্চিমের ঢাল থেকে নন্দাকিনী নদী নেমে এসে এইখানে মিলেছে অলকানন্দার সঙ্গে নন্দপ্রয়াগে চন্ডিকা মন্দির আছে নদীর ধারেই নন্দপ্রয়াগ পেরনোর পর আবহাওয়াটার একটু পরিবর্তন হল পাহাড়গুলো আরও সবুজ হয়ে উঠল আর প্রায় প্রতিটা পাহাড় ঘিরেই মেঘের সমারোহ আমি তখন একবার রাস্তার হাল দেখছি, আরেকবার কালো কালো মেঘের দলকে বহু নিচে সগর্জনে ধেয়ে চলছে অলকানন্দা গাড়ি থামলেই তার গম্ভীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সশঙ্কিত হৃদয়ে পাহাড় দেখতে দেখতে পেরিয়ে চললাম চামোলী, পিপলকোটি

মেঘের মুকুট পড়া পাহাড়চূড়া

চামোলিতে সেই ভদ্রলোক নেমে গেলেন যিনি আমার সঙ্গে সিট অদল বদল করেছিলেন চামোলি থেকে পিপলকোটির মাঝখানে আমরা পেরোলাম বিরোহী গঙ্গা সন্তু অজস্র ব্রিজের ছবি তুলেছিল, তার মধ্যে থেকে বিরোহী গঙ্গার ব্রিজ আলাদা করা প্রায় অসাধ্য কর্ম এই বিরোহী গঙ্গার কথা আমি প্রথম পড়েছিলাম 'রম্যাণি বীক্ষ্য'তে সতীর মৃত্যুতে শিবের চোখের জলে তৈরি হয়েছিল এই নদী শুধু তাই নয় ১৮৯৪-তে এই নদী নাকি ভয়ঙ্কর বন্যা এনেছিল এই অঞ্চলে সেই বন্যার কথা এখনও গুগল সার্চ করলে পাওয়া যায়

বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছালাম যোশীমঠ আগে থেকেই ঠিক ছিল আমরা যোশীমঠেই থাকব, গোবিন্দঘাটে থাকব না দু-তিনটে হোটেলের নাম আর ফোন নাম্বার লিখে এনেছিলাম সেগুলো ধরে ফোন করা শু   হল প্রথম হোটেলেই ঘর পাওয়া গেল হোটেল কামেট

নামমাত্র ভাড়ায় একটা ঘর নিলাম ঘরটা খুবই ছোট উপরন্তু বর্ষাকাল বলে তার বিছানা-লেপ সবই স্যাঁতস্যাঁতে কিন্তু সেদিন আর অন্য হোটেল দেখার ইচ্ছা ছিল না একটানা অত জার্নি করে কিছুই ভালো লাগছিল না হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে হোটেলের ঘরেই খাবার অর্ডার করলাম খাওয়াদাওয়া করে টিভি দেখতে দেখতে আর মোবাইলে নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে হোটেলের ছেলেটা জানতে এসেছিল আমাদের কিছু লাগবে কিনা তাকে দিয়ে কিছু তন্দুরী   টি কিনিয়ে আনা গেল তারপর আবার খেয়ে দেয়ে ঘুম

সবুজ পাহাড় ঘিরে মেঘের সমারোহ

৮ অগাস্ট ২০১৬, তৃতীয় দিন
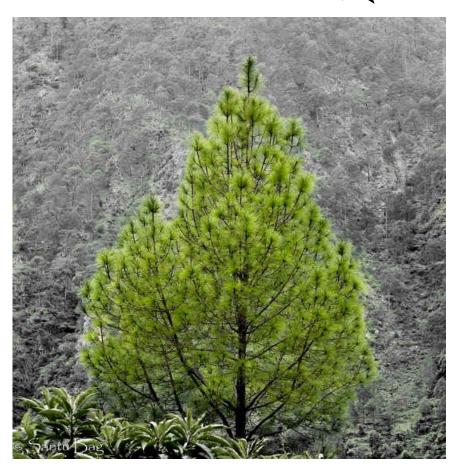
পরের দিন ঘুম ভাঙল সূর্য উঠে যাওয়ার অনেক পরে, প্রায় ৮:৩০ বাজে তখন ঘুম ভেঙে দেখি সন্তু ঘরে নেই মের দরজা ধরে টেনে দেখি ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছে আমি মুখ ধুয়ে টুয়ে ফ্রেস হতে হতে সন্তু ফোন করল সে রোপওয়ের সন্ধানে গেছে আগে থেকেই বলা ছিল, আমরা যোশীমঠে যদি একদিন থাকতে পারি তাহলে আউলিটা ঘুরে নেব সাতসকালে ঘুম ভাঙতেই সে ছুটেছে আউলি যাবার হালহদিশ জানতে ফোন করে জিজ্ঞেস করল আমি তক্ষুনি বেরতে পারব কিনা, তাহলে রোপওয়ের ওখানে অলরেডি একটা গ্রুপ এসেছে তাদের সঙ্গে আমাদের উপরে যাওয়া হবে

আমি এক কথায় নাকচ করে দিলাম আইডিয়াটা আজকে একদম তাড়াহুড়ো নয় আমরা মজাসে সব কিছু দেখব একটু পরেই সন্তু ফিরে এল বলল, কাল সারারাত হেভি বৃষ্টি হয়েছে আশপাশের পাহাড়গুলো পুরো মেঘে ঢাকা তবে রোপওয়ে চলছে জমিয়ে ব্রেকফাস্ট আর চা খেলাম তারপর প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ সাজুগুজু করে রওনা দিলাম রোপওয়ের বিল্ডিং-এর দিকে আমাদের হোটেলের ঠিক পিছনেই একটু চড়াই উঠলেই রোপওয়ে বিল্ডিং বিল্ডিং থেকে আশপাশের পাহাড়গুলো ভালোই দেখা যাচ্ছিল

যোশীমঠের উল্টোদিকের পাহাড়ে নদী আর পথের মেলবন্ধন

চারিদিকে পাহাড়বেষ্টিত ক্ষুদ্র একটা সমতল ভূমিতে গড়ে উঠছে এই ছোট জনপদ একদা নাম ছিল জ্যোতির্মঠ, সেই থেকে লোকের মুখে মুখে যোশীমঠ নবম শতাব্দীতে আদি শংকরাচার্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যে চারটি মঠ স্থাপন করেন, তার মধ্যে যোশীমঠ একটি সেই সময়ে এই অঞ্চল কাতিউরি রাজাদের অধীনে ছিল এই অঞ্চলকে তাঁরা বলতেন কূর্মাঞ্চল সমুদ্রতল থেকে যোশীমঠ প্রায় ৬১৫০ ফিট উঁচুতে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অবস্থিত এই পাহাড়টার পাশ দিয়েই বয়ে গেছে অলকানন্দা কিন্তু পাহাড়ের উপরের দিকে অবস্থিত হওয়ায় শহরটা থেকে অলকানন্দাকে দেখা যায় না যোশীমঠ শহর থেকে অলকানন্দা দূরত্ব গাড়ি পথে প্রায় বারো কিমি

যোশীমঠ থেকে আউলি টপ যাওয়ার দুটো রাস্তা, রোপওয়ে আর ট্যাক্সি আমরা রোপওয়েতেই যাব ঠিক করেছিলাম আউলি রোপওয়ে যোশীমঠ থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরত্ব কভার করে, কিন্তু মাত্র পনেরো-কুড়ি মিনিটেই উঠিয়ে দেয় তিন হাজার ফিটেরও বেশি এই রোপওয়েটা এশিয়ার মধ্যে লংগেস্ট এবং সেকেন্ড হায়েস্ট সর্বোচ্চটা বোধহয় কাশ্মীরের গুলমার্গে আছে

আউলি রোপওয়ে টিকিট কাউন্টারে

রোপওয়ের ষ্টেশনে পাক্কা একঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে পাঁচজন বাঙালির একটা গ্রুপ এল আমাদের সবাইকে নিয়ে রোপওয়ে রওনা দিল আকাশ পথে কেবলকার বা গন্ডোলাগুলোর দেওয়ালগুলো কাচের তৈরি আমরা দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম নিচের পাহাড়, বাড়িঘর, রাস্তা সামনের বিশাল বিশাল পাহাড় চূড়া কিন্তু আমাদের কপাল খুব একটা ভালো নয়, পাহাড়গুলো অধিকাংশই মেঘ কুয়াশায় ঢাকা পায়ের তলার ঘরবাড়ি কমে এল শু হল বনজঙ্গল উঁচু উঁচু পাইনের জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাদের গন্ডোলা এগিয়ে যাচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে হিমালয়ান মাংকি আর নাম না জানা বেশ কয়েকটা পাখি দেখলাম রোপওয়ের চালক আমাদেরকে কয়েকটা গাছের নাম আর তাদের গুণাগুণ ব্যাখা করছিলেন তখন শুনতে ভালোই লাগছিল কিন্তু এখন আর কিছুই মনে নেই

রোপওয়ে থেকে তোলা আউলি

আউলি টপে পৌঁছে গেলাম বারোটার মধ্যেই কনকনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে কয়েকজন ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা বসে আছেন রোপওয়ে বিল্ডিং-এর বাইরে চা কফি পকোড়া খাচ্ছে সবাই আমাদের সঙ্গে আসা গ্রুপটাও খাওয়ার অর্ডার দিয়ে দিল আমরা একটু চত্বরটায় ঘোরাফেরা করে ফোটোসেশন করলাম দূরের পাহাড়গুলো মেঘকুয়াশায় মুড়ে সম্পূর্ণ মুড়ে রেখেছে নিজেদেরকে আশেপাশের পাহারগুলোতেও খণ্ড খণ্ড মেঘ এসে ধাক্কা খাচ্ছে পরিষ্কার দিনে এখান থেকে প্রায় তিনদিকে হিমালয়ের অনেকগুলো শৃঙ্গ দেখা যায় সর্বোচ্চ রোপওয়ে বিল্ডিং থেকে বেশ খানিকটা নিচে GMVN-এর রিসর্ট সেখানে একটা কৃত্রিম লেক আউলি মূলত স্কি ডেস্টিনেশন শীতকালে এখানে আসার জন্য স্কিয়ারদের লাইন পরে যায়

আমরা বিল্ডিং-এর পিছনের চড়াই ভেঙে উঠতে থাকলাম পাহাড়ের চড়াই উঠে গেছে অনেকটা সমুদ্রতল থেকে প্রায় নয়-দশ হাজার ফিটের কাছে দাঁড়িয়ে মানুষ নির্মিত ইলেকট্রিকের তার আর কংক্রিটের বাড়িঘরের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল এখন চারিদিকে শুধু সবুজ ঘাস বা ফার্নের মাঠ আর একটু দূরে দূরেই পাইনের জঙ্গল চড়াইটা ভেঙে বেশ খানিকটা উপরে ওঠা গেল

রোপওয়ে থেকে তোলা পথের দৃশ্য

পায়ে হাঁটার স একটা পাকদন্ডী রাস্তা জংলা ঘাস আর ফার্নের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ওটা ধরে কিলোমিটার তিনেক হেঁটে গেলে গরসন বুগিয়াল শুনেছি পাইন অরণ্যে ঘেরা সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলের প নাকি অসাধারণ তারপরে আরও এক কিলোমিটার উঠে গেলে চত্তর কুণ্ড কিন্তু গাইড ছাড়া ওই পথে যাওয়া মুশকিল রোপওয়ে বিল্ডিং-এর কিলোমিটার খানেকের মধ্যেই পাইনের জঙ্গল শু পথ হারানোর প্রভূত সম্ভবনা আর আমরা তৈরি হয়েও আসিনি তাই আউলি উপত্যকায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাহাড়ের পসুধা পান করলাম

দূরের পাহাড়গুলো একবার একটু স্পষ্ট হতেই, কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এলোকেশে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাহাড়ের বুকে আমাদের ইচ্ছা ছিল পাহাড় ভেঙে আরও খানিকটা উপরের দিকে ওঠার কিন্তু মেঘগুলো কাছে আসতেই তুমুল বৃষ্টি শু হয়ে গেল একটু দূরের বনটাকে মনে হচ্ছিল অন্ধকার খাদ

চড়াই ভেঙে নেমে আসছে একটা দল

মেঘ এসে এমনভাবে ঘিরে ফেলল আমাদের যে মাত্র পাঁচশো মিটার দূরের অতবড় রোপওয়ের বিল্ডিংটাও একটুও দেখা যাচ্ছিল না মাঠের মধ্যে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মেঘ আবর্তের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ খানিকক্ষণ এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করার পর পেলাম গো চলার নালা মতো সেই পাকদন্ডী রাস্তাটা সেটা বেয়ে খানিক নেমে আসতে, কুয়াশা ভেদ করে রোপওয়ের বিল্ডিং-এর আবছা অবয়বটা দেখা গেল ধড়ে প্রাণ পেলাম আমাদের আশপাশ দিয়ে মেঘের দল যেন হাত নেড়ে নেড়ে উড়ে যাচ্ছে আরও মেঘ এসে ঘিরে ধরার আগেই, কোনওরকমে দ্রুত বাকি উতরাইটা ভেঙে ঢুকলাম গিয়ে রোপওয়ে বিল্ডিং-এর মধ্যে ঠান্ডায় হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে ছাতা থাকা সত্ত্বেও হাওয়ার দাপটে একটু আধটু ভিজে তো গেছিই চা, গরম গরম পকোড়া আর পিনাট বাদাম নিয়ে বসলাম দুজনে

আউলি টপে পাথরের ঘর

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম পাহাড় বেয়ে আরও কিছু ছেলেমেয়ে নেমে এল রোপওয়ে বিল্ডিং-এ ওরা ট্রেকিং করতে গিয়েছিল চত্তর কুণ্ডে আজকে রাতটা ওরা আউলিতেই কাটাবে ওই রিসর্টে আগামীকাল রওনা দেবে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্সের উদ্দেশে গ্রুপের মধ্যে একটা কলকাতার বাঙালি জুটে গেল জব্বর গল্প জুড়ে দিলাম আমরা তার সঙ্গে বাইরে তখনও তুমুল বৃষ্টি হয়ে চলছে

কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থামতে আমরা আবার ঘোরাফেরা শু করলাম বাইরের চত্বরটায় আমাদের সঙ্গে যে গ্রুপটা এসেছিল তাদেরকে আর দেখাতে পেলাম না অন্য একটা গ্রুপের সঙ্গে প্রায় আড়াইটে নাগাদ নেমে এলাম যোশীমঠে বেলা তিনটের সময় গরম জলে গা ধুয়ে লাঞ্চ করলাম কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম যোশীমঠের কয়েকটা দ্রষ্টব্যস্থান দেখব বলে

যোশীমঠ থেকে দক্ষিণ-পূর্বের একটা রাস্তায় ধৌলিগংগার ধার ধরে তিরিশ কিলোমিটার চলে গেল, পাওয়া যায় তপোবন নামক উষ্ণকুন্ড আর অন্যদিকে আঠারো কিলোমিটার দূরে আছে পঞ্চকেদারের এক কেদার কল্পেশ্বর এ ছাড়াও শহরে কাছেই আছে নরসিংহ বাসুদেব মন্দির, ভবিষ্য কেদার মন্দির, নবদূর্গার মন্দির প্রাচীন স্থাপনা সব আর পাহাড়ের উপরে জ্যোতেশ্বর আদি শংকরাচার্যের স্থাপন করা মঠ

এগুলোর কোনওটাই আমরা দেখিনি আমরা দেখতে গেলাম শহরের মাঝখানে একটা মন্দিরের পাশে কল্পবৃক্ষ সেখানে একটা বিশাল ঝুরিওয়ালা গাছ দেখিয়ে একজন সাধু বললে, সেটা নাকি শংকরাচার্য পুঁতেছিল কোনওমতে হাসি চেপে হাঁটতে লাগলাম বাজারের উদ্দেশে

বাজারে গিয়ে টাকাপয়সা তুললাম আর কয়েকটা ছোট ছোট গুঁড়ো দুধের প্যাকেট কিনলাম পরের দিন থেকে আর এটিএম পাওয়া যাবে কিনা তার ঠিক নেই দরকারি জিনিসপত্র সবই যোশীমঠ থেকে কিনে নেওয়া ভালো এখানে বেশ বড় বাজার আছে হোটেলে এসে পরের দিনের জন্য একটা গাড়ি বুক করলাম তারপর বেশ কিছুক্ষণ নেট ঘাঁটাঘাঁটি আর টিভি দেখা তারপর ডিনার সেরে কম্বলের তলায় আশ্রয় নিলাম আবার বৃষ্টি শু হয়েছে বাইরে কালকে সকালে যেন মেঘ কেটে যায় এই প্রার্থনা করে ঘুম রাজ্যে ডুব দিলাম

হিমালয়ের চিরসবুজ পাহাড়

৯ অগাস্ট ২০১৬, চতুর্থ দিন

পাহাড়ের ভিন্নতর রূপ

অ্যালার্মের ডাকে ঘুম ভাঙল পাঁচটায় প্রথমেই আমি কম্বলটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সন্তুকে তুলে দিলাম তারপরে তাকে ঠেলে ঠেলে বিছানা থেকে নামিয়ে দিয়ে কম্বলটা আরেকপ্রস্থ জড়িয়ে নিয়ে একটা উপঘুম দেবার জন্য রেডি হলাম সন্তু দাঁত মেজে টেজে এসে ইলেকট্রিক কেটলিতে জল গরম বসালো, আর বলল “ওহো কারেন্ট নেই ” আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম কারেন্ট নেই? কারেন্ট নেই কেন? এই হোটেলে তো জেনারেটর আছে তখনও সুর্যের আলো ফোটেনি ভালো করে কারেন্ট না থাকা মানে সবকিছু অন্ধকার আর গরম জল তো অত্যাবশ্যক জিনিস

সন্তু গায়ে একটা জ্যাকেট আর কানে টুপি গুঁজে খোঁজ নিতে বেরল কারেন্ট কোথায় গেছে খানিকবাদে এসে বলল, জেনারেটর চালাচ্ছে ম্যানেজার নাকি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিল, সন্তু ডেকে ডেকে তাকে প্রায় বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছে গতকাল রাত্রে মারাত্মক বৃষ্টি হয়েছে আর তার জন্য সারা যোশীমঠে কোথাও কারেন্ট নেই এইসব তথ্য প্রদানের মাঝেই জেনারেটর চলল, কারেন্ট এল আমরাও একে একে ফ্রেশ হয়ে চা আর ছাতুজল খেয়ে রেডি হলাম গাড়ির জন্য গাড়িকে বলা হয়েছিল সকাল ছ’টায় আসতে আমার রেডি হতে হতে প্রায় সাড়ে ছ’টা বেজে গেল সন্তু আমার উপরে প্রচুর চেঁচামিচি করে বাইরে গেল গাড়ির খোঁজ নিতে ম্যানেজারের কাছ থেকে ম্যানেজার বলল, গাড়ি তখনও আসেনি আমাদের রাগান্বিত মুখ দেখে ম্যানেজার ছোকরাটি বলল যে যতক্ষণ না গোবিন্দঘাটের দিক থেকে কোনও গাড়ি আসছে ততক্ষণ এদিক থেকে না যাওয়াই ভালো, কারণ কাল রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে রাস্তায় কোথাও ধ্বস নেমে থাকলে আমরা আটকে যাব আর কাল রাতে হোটেলে আরও একটা বারোজনের গ্রুপ এসেছে তারাও ঘাঙ্গারিয়া

যাবে আজকেই অতএব আমাদের খুব একটা টেনশনের কারণ নেই ব্যবস্থা কিছু একটা হয়ে যাবেই

ম্যানেজারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমরা হোটেলের সামনের ছোট রিসেপশনটায় বসলাম কিছুক্ষণ সেখানে একজন গাইডও বসেছিল বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল রাস্তাঘাট নিয়ে আমার একটু টেনশন ছিলই হিমালয়ের এতটা ইন্টিরিওরে কোনওদিন মা-বাবা-র সঙ্গেও যাইনি, সেখানে কচি বরটাকে নিয়ে যাচ্ছি ইতিমধ্যে হোটেল ম্যানেজার এসে বলল, আমাদের গাড়ি এসে গেছে

পথের ধারে মেঘ নেমে আসে পাহাড় বেয়ে

আমাদের ছোট্ট অল্টো গাড়ি যোশীমঠ ছাড়ল পাক্কা সাতটার সময় যোশীমঠ থেকে গোভিন্দঘাটের রাস্তাতেই আমরা শেষ প্রয়াগ পাবো বিষ্ণুপ্রয়াগ, যেখানে অলকানন্দার সঙ্গে এসে মিশেছে ধৌলিগঙ্গা যোশীমঠ শহরটা ছাড়তেই পথের দেহ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল সঙ্গে বিপদসংকুল বাঁক আসতে লাগল একের পরে এক গতকালের বৃষ্টির কথা মনে পড়তে গাড়ির সিটটাই খামচে ধরে বসলাম এ যাওয়া তো যাওয়া নয়, প্রাণ হাতে করে যাওয়া

সামনেই পাহাড়ের গায়ে একটা বিশাল হাইড্রোলিক পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রায় আরেকটা ছোটখাটো শহরই বলতে গেলে শুনেছিলাম এই হাইড্রোলিক পাওয়ার প্ল্যান্টের গাফিলতিতেই ২০১৩-র বন্যায় গোবিন্দঘাট আর পান্ডুকেশ্বর গ্রাম দুটো সম্পূর্ণভাবে মুছে গিয়েছিল স্থানীয়রা ড্যামের গেট খুলে দিতে বলা সত্ত্বেও প্ল্যান্টের অফিসাররা নাকি তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি ফলস্ব প যে গোবিন্দঘাটে একদা একশোরও বেশি বাস, গাড়ি একসঙ্গে দাঁড়াত; আজ সেখানে সামান্য ছোট একটা চত্বর অবশিষ্ট আছে মাত্র পুরোনো গু দ্বারা সমেত প্রায় সমস্ত গ্রামটাই চলে গেছে অলকানন্দার গর্ভে

এখন শুধু বর্ষার জল পেয়েই যা নদীর ভয়ংকরী প তাতেই আত্মারাম দেহখাঁচা ছেড়ে উড়তে চাইছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও মন পিছিয়ে থাকতে রাজি হচ্ছিল না পাহাড়ি পথে পথে গত তিনদিনে চলে এসেছি প্রায় তিনশো কিলোমিটার; উঠেছি পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি

পাহাড় ক্রমাগত তার পবদল করে চলেছে চোখের সামনে যে পাহাড়কে দেবপ্রয়াগের আগে অবধি মনে হয় প্রৌঢ় সংসারী, একপ্রকার মিটমাট করেই নিয়েছে মানুষের সঙ্গে; সেই আবার কর্ণপ্রয়াগের পর থেকে বাঁশী হাতে নওলকিশোর উচ্ছ্বল তার ভঙ্গিমা, লীলাময়; সে সবসময়ই খেলতে চায় অনুচরদের সঙ্গে মাথায় ঘন বিদ্যুৎগর্ভ নীল মেঘের চূড়া বেঁধে সে কথায় কথায় আড়ি করে, আবার ভাব জমাতেও দেরি করে না

কিন্তু যোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাটের পথে পাহাড় যেন জ্ঞানী সন্ন্যাসী তার মুখভাব প্রশান্ত কিন্তু প্রয়োজনে দ্র প দেখাতেও দ্বিধা করবে না সেই সংকল্পে দৃঢ় তার ক্ষশুক্ষ বুক কাঁধ ব্যেপে ঝুলে ঝুলে পড়ে সাদা মেঘের জটা তবু সে ত ণ সবুজ তা ণ্যের ছাপ ফুটে ওঠে তার বহিঃরঙ্গের ক্ষতাকে ঢেকে দিয়ে সে গম্ভীর মুখে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বসে আছে মানুষের জন্য তার কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ ছাড়া এগানো যায় না এই তিনজনের মিল একটাই এদের কোমরে জড়ানো অলকানন্দার স্বচ্ছতোয়া মেখলা আর কাঁধ বেয়ে বেয়ে নেমে এসেছে অন্যান্য হাজারো নদীর নানা রঙের ক্ষীণ বা স্থূল উড়নি

যোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট মাত্র কুড়ি কি পঁচিশ কিলোমিটার পাক্কা দেড়ঘণ্টা সময় লাগল আমাদের এই পথটুকু যেতে রাস্তায় গতরাত্রের বৃষ্টির ছাপ স্পষ্ট বিষ্ণুপ্রয়াগের আগেই একটা জায়গায় হপ্তাখানেক আগেই ধ্বস নেমেছিল দেখলাম পাহাড় থেকে একটা দোতলা বাড়ির সমান পাথর এসে রাস্তাকে প্রায় মুছে দিয়েছে ওই বাকি প্রায়ের উপর দিয়ে কোনওরকমে অলকানন্দার সঙ্গে কুমিরডাঙ্গা খেলে গাড়ি পার হল ধ্বসের জায়গাটা

বিষ্ণুপ্রয়াগ আমাদের যাত্রাপথের পঞ্চম ও অন্তিম প্রয়াগ কামেট পর্বতের বসুধারা তাল থেকে উৎপত্তি হয়েছে ধৌলিগঙ্গা বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে মিশেছে অলকানন্দায় বিষ্ণুপ্রয়াগ ছাড়া বাকি চারটে প্রয়াগেই বিভিন্ন মন্দির আর জনপদ আছে

গোবিন্দের নাম নিতে নিতে আটটা নাগাদ আমরা ঘাটে মানে ব্রিজের কাছে পৌঁছলাম অলকানন্দার উপরে ঝুলন্ত পুল তার পাশেই এসে মিশেছে লক্ষণগঙ্গা ব্রিজের কাছে ছোট চত্ত্বর ওখান থেকে দেখি আবার গাড়ি যাচ্ছে এই গাড়ির কথা তো কোনও ব্লগ বা ওয়েবে পাইনি কিসের গাড়ি এটা?

আমাদের ড্রাইভার জানালেন ২০১৩-এর বন্যায় সমস্ত রাস্তাঘাট ধুয়ে সাফ হয়ে গেছিল পরে যখন আর্মিরা এই রাস্তাটা আবার তৈরি করে তখন তারা পুলনা অবধি মোটরেবল রোড বানিয়ে দিয়েছে পুলনা মানে গোবিন্দঘাট থেকে প্রথম সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা আমরা ঠিক করলাম এই রাস্তাটা আমরা গাড়িতেই যাব একটাই টাটাসুমো দুজন যাত্রী নিয়ে বসে আছে দশজন না হলে ছাড়বে না আমরা ঠিক করলাম এখানেই ব্রেকফাস্ট করে রওনা দেওয়াই ভালো হবে সেইমতো গাড়ির ড্রাইভারকে বলে আমরা একটা দোকানে ব্রেকফাস্ট করতে ঢুকলাম ব্রিজের সামনেই বেশ কয়েকটা খাবার দোকান আর পাশের রাস্তাতেই মার্কেট আর হোটেল একটা পাঞ্জাবিদের জন্য বানানো বিশাল যাত্রীনিবাসও দেখেছিলাম খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাইরে আসতেই দেখি টাটাসুমো আমাদের মালপত্র পাশের একটা দোকানে রেখে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে

অলকানন্দার উপরে ঝুলন্ত ব্রিজ

গোবিন্দঘাট ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অলকানন্দা। এইখানেই এসে মিশেছে লক্ষ্মণগঙ্গা।

ঠায় আধঘণ্টা বসে থাকার পরে কিছু যাত্রী পাওয়া গেল যারা পুলনা অবধি গাড়িতে যেতে রাজি হল বেশির ভাগ লোকই হেঁটে যাচ্ছে ট্রেক করার জন্য এসেছে একেবারে গোভিন্দঘাট থেকেই ট্রেক শু   করছে তারা কিন্তু ব্রিজটা পার হতেই বুঝলাম গাড়ির জন্য আধঘণ্টা অপেক্ষা করাটাই ভালো হয়েছে এই প্রথম সাড়ে তিন কিলোমিটার পুরো খাড়াই চড়াই আমি অন্তত পারতাম না

পুলনায় গাড়ি থেকে নেমেই যে যার মতো হাঁটা লাগাল আমাদের সঙ্গে দুটো বড় বড় লাগেজ একটা ছোট ট্রলি আর একটা কস্যাক পাহাড়ি ঘোড়া বা খচ্চরের ব্যবস্থা করা হল পুলনা থেকে একটা আমায় নিয়ে যাবে, আরেকটা লাগেজ দোকান থেকে কেনা হল লাঠি উপরে গেলে দাম বেড়ে যাবে, নিচ থেকে কেনাই যুক্তিযুক্ত

অশ্বেতরর পিঠে আমাদের মালপত্র বাঁধা হচ্ছে।

সন্তু একটা লাঠি নিয়ে কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ ঝুলিয়ে ঢিমে তালে হাঁটা শু করল আর আমি ঘোড়ার পিঠে টগবগিয়ে এগিয়ে গেলাম বেশি টগবগ করা যাচ্ছিল না কারণ পাশেই খাদ, আর নিচ দিয়ে পোলি জরির মতন লক্ষ্মণগঙ্গা বয়ে চলেছে নদীটায় জল বেশি নেই, কিন্তু দু'পাশে চওড়া নুড়িয়ারী আমার সঙ্গের ঘোড়া সামলানো ছেলেটি, নাম রণবীর সিং জানাল, আগে রাস্তা ছিল ওই নদীর পাশের নুড়িপাথরের উপর দিয়েই কিন্তু ২০১৩-র বন্যায় ভেসে গেছে সব এখন নতুন রাস্তা বানানো হয়েছে পুলনা থেকে আগেকার রাস্তায় গোবিন্দঘাট থেকে চোদ্দো কিলোমিটার দূর ছিল ঘাঙ্গারিয়া আর এখন নাকি পুলনা থেকেই বারো-তেরো কিলোমিটার প্রায়

বড় পাথর আর নুড়ি পাথরে বাঁধানো প্রায় পাঁচ-ছয় ফিট চওড়া রাস্তা পুলনা থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার পথে বেশির ভাগটাই চড়াই শুধু তিন-চারটে ছোট ছোট উতরাই আছে একটি বয়স্ক দম্পতি দেখলাম হাঁটা স্টার্ট করছেন তারা আমাদের সঙ্গে একই গাড়িতে এসেছেন পুলনা পুলনা গ্রামটা পেরোনর আগেই ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছেন আমি তাদেরকে ঘোড়া নেবার কথা বলতে, ভদ্রলোক বললেন যে তারা ট্রেক করতে এসেছেন, হেঁটেই উঠবেন নিজের ক্ষমতা আর পৃথুলতা নিয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই এই চৌদ্দো কিলোমিটার চড়াই ভাঙতে হলে আমাকে সন্তুর পিঠে কস্যাকের মতোই ঝুলে পড়তে

হবে ঘোড়াই আমার একমাত্র অপশন সবথেকে বড় কথা পাহাড়ি রাস্তায় এর আগেও দু-তিন বার ঘোড়ায় চড়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে ঘোড়ায় চড়তে আমি ভয় পাই না

গোবিন্দঘাট থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার রাস্তা।

সুনিবিড় ছায়া ঘেরা পথ আর নির্জনতা যদিও সেই নির্জনতা মাত্র কয়েক মিনিটের কারণ ঘোড়া দ্রুতগামী বন ভেদ করে বানানো হয়েছে এই নতুন পথ, তাই কোথাও কোথাও রাস্তার মাঝখান দিয়েই উঠেছে বিশাল শাল বা পাইন গাছ পথের মাঝে মাঝে তিন-চার কিলোমিটার অন্তর ছোট ছোট চটি বিশ্রাম আর খাবারের দোকান

হঠাৎ একটা তীব্র ফটফট গোঁ গোঁ যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পেলাম দেখলাম একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে আওয়াজটা আগেও বেশ কয়েকবার পেয়েছি, তবে এটা যে কপ্টারের আওয়াজ তা বুঝিনি রণবীরকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, গোবিন্দঘাটে হেলিপ্যাড আছে আর ঘাঙ্গারিয়ার এক কিলোমিটার আগে একটা হেলিপ্যাড আছে এই দুই জায়গার মধ্যে কপ্টার যাতায়াত করে অনেক যাত্রীরাও যায় চারজন করে চাপতে পারে পার হেড এক পিঠের আড়াই তিন হাজার টাকা খরচ পথের মাঝখানে ছোট বড় বেশ কয়েকটা সুন্দর সুন্দর ঝরনা পড়েছে তবে সবকটা ঝরনাই নদীর অন্য পাড়ের পাহাড়ে

ঘাঙ্গারিয়া হেলিপ্যাডের কাছে ঝরনা আর হেলিকপ্টার

ঘোড়ায় চেপেছি ন'টার সময় প্রায় একঘণ্টা পরে আমরা ভ্যুন্দার গ্রামের একটু আগে একটা চটিতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম, রণবীর জলখাবার আর চা খেল আবার ঘোড়ায় উঠতে ও জানাল, আগে যে ভ্যুন্দার গ্রামটা ছিল সেটা ২০১৩-র বন্যায় পুরোই ভেসে গেছে তাই এখন অনেকেই পুলনা গ্রামে উঠে গেছে বা এই চটি বানিয়ে তাতেই থাকে

রাস্তাটাকে বেশ ঝকঝকে নতুন মনে হচ্ছিল, আমি সে কথাও জিজ্ঞেস করলাম রণবীরকে সে জানাল, রাস্তার কাজ অফিসিয়ালি নাকি শেষ হয়েছে মাত্র মাসদেড়েক আগে আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে ২০১৫-য় এই রাস্তায় যাত্রীরা গেল কী করে? রণবীর বলল, শেষের অংশটা তখনও হয়নি ওই যাত্রী যাওয়ার মতো স   করে বানানো ছিল আর ২০১৫-তে নাকি মাত্র এক মাসের জন্য এই পথ খোলা হয়েছিল নিজের ভাগ্যকে আর ভারতীয় মিলিটারিদের প্রাণ খুলে আরেকবার ধন্যবাদ দিলাম

হঠাৎ বন-জঙ্গল শেষ হয়ে গেল সামনে দেখি রাস্তার দু'পাশে দোকানে দোকানে ছয়লাপ দোকানগুলো পেরোতেই এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য আমার শ্বাসরোধ করে দিল কাকভুষুন্ডী উপত্যকা, এখানে লক্ষণগঙ্গার সঙ্গে পুষ্পবতী নদী এসে মিশেছে এতক্ষণ বনজঙ্গলের আড়াল থাকায় বোঝাই যায়নি সামনেই উতরাই আর তারপরেই পুষ্পবতী নদীর উপরে অন্যপারে যাওয়ার নতুন ব্রীজ

পুষ্পবতী নদীর উপরে নতুন ব্রিজ

২০১৩-র ব্রিজের অবশিষ্টাংশ

পুরোনো ব্রীজটাও দেখলাম, মানে তার ভগ্নাংশকে, কিছু রড আর লোহার স্ট্রাকচারটা বেঁকে দুমড়ে আগের কনস্ট্রাকশন পিলারের সঙ্গে লেগে আছে আর তাকে থাপ্পড় মেরে সহর্ষে ছুটে চলছে পুষ্পবতী নদী ২০১৩-র বন্যায় পুষ্পবতী তার ধ্বংসলীলা দেখিয়েছে ভগবানের নাম নিয়ে ঠকঠকে ঘোড়ার পায়ে ব্রীজ পেরোলাম ব্রীজ পেরিয়েই দেখি পাথরে পাথরে বসবার জায়গা বানানো তখন প্রায় এগারোটা বাজে সূর্যের তেজ ভালোই বেড়েছে, তবু কাকভুষুন্ডীর মায়া কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না আমি ঘোড়া থেকে নেমে বসলাম কিছুক্ষণ সিমেন্টের বেঞ্চে রণবীর তার ঘোড়াদের ঘাস খেতে ছেড়ে দিল আমি অবশ্য ঘাসটাস বিশেষ কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না, ঘোড়াগুলো হয়তো দেখতে পাচ্ছিল

দু'পাশের আকাশচুম্বী পাহাড়কে কলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে চলছে লক্ষ্মণগঙ্গা আর পুষ্পবতী কাকভুষুন্ডী উপত্যকাতে এসে দুইজনের মিলন অসামান্য এই উজ্জ্বল সবুজ পাহাড় আর নদীর দৃশ্য শহুরে চোখের দেখে দেখে আর আশ মেটে না তবে মন বলছে এই তো শু , এ তো স্বর্গের দরজার দৃশ্যপট মাত্র, আগামী দু'দিন স্বর্গসৌন্দর্য্য অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে

কাকভুষন্ডীর উপত্যকায় দুই নদীর ধারা

মিনিট পনের বসে থেকে উঠে পড়লাম স্বর্গদ্বারের সামনে থেকে সামনে খাড়াই চড়াই আমরা যাব পুষ্পবতীর পার ধরে, কিন্তু আর দেখা পাবো না তার আর লক্ষ্মণগঙ্গার পাড় ধরে শুনেছি কাকভুষুন্ডী লেক-এ ট্রেকিং করতে যায় অনেকে প্রায় দিনদুয়েকের হাঁটাপথ এখান থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার শেষ সাড়ে তিন কিলোমিটারের গল্প আমি প্রত্যেকটা ব্লগেও পড়েছি আর বড়দাও বলেছে কোমর বেঁধে ঘোড়ার পিঠে রেডি হলাম আবার জঙ্গল শু ছোট ছোট ঝরনার জলে ভেজা ভেজা রাস্তা আর টিপটাপ খসে পড়া পাতার মধ্যে দিয়ে আমরা রওনা দিলাম

পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়ায় চাপার জন্য দুটো জিনিস জানার দরকার হয় যখন ঘোড়া উতরাইতে নামে তখন নিজের শরীরকে হিসাব করে পিছন দিকে টান করে রাখতে হয়, নয়তো ঘোড়া মুখ গুঁজে সামনে হুমড়ি খাবে সওয়ারী ঘোড়ার ঘাড় টপকে, 'পপাত চ' আবার ঘোড়া যখন চড়াইতে ওঠে তখন ঘোড়ার ঘাড়ের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়, নয়তো ঘোড়ার পা পিছলাবে ভারসাম্য থাকবে না

পথের পাশ দিয়ে সগর্জনে ছুটে চলেছে পুষ্পবতী নদী

সাড়ে তিন কিলোমিটার টানা চড়াই যে কীরকম হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম মাঝখানে দু'বার ঘোড়া থামল জল খাবার জন্য তার পেট থেকে ভু ররর ভ্রু ডাক আসছিল রণবীর সমানে আমার লাঠিটা দিয়ে পিটিয়ে গেল ঘোড়াদুটোকে মাঝখানে ঘোড়ার পিঠে বসে থেকেই আমি হাঁপিয়ে গেলাম রণবীরকে বললাম, “থোড়া কোগে কেয়া?”

রণবীর রাজি হল না যদিও সে বেচারাও বেশ হাঁপাচ্ছিল সন্তুর কথা ভেবে আমার রীতিমতো দুঃখ হল এখন ওকে জানানোর কোনও উপায় নেই, যে ব্রীজের কাছ থেকে যেন সে ঘোড়া করে নেয় ওই নয়-দশ কিলোমিটার চড়াই উতরাই ভাঙার পরে এই তিন কিলোমিটার খাড়া চড়াই যে কোনও মানুষের দম ছুটিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট আরও কিছুদূর যেতে বনজঙ্গলের পালা সাঙ্গ হল সামনেই দেখলাম একটা খোলা মাঠ আর তারপরে ছোট ছোট কয়েকটা ঘর ডান পাশ দিয়ে একটা ঝরনা তীব্র বেগে রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে রাস্তার উপরে গোড়ালি ডোবানো জল রণবীরকে জিজ্ঞেস করলাম, এসে গেছে নাকি? সে জানাল আরও প্রায় এক কিলোমিটার হায় ভগবান, এখনও এক কিলোমিটার!

গোবিন্দঘাট থেকে ওয়াশিং মেশিন তোলা হচ্ছে ঘাঙ্গারিয়ায় (ফেরার পথে তোলা)

ওটা খোলা মাঠটা ঘাঙ্গারিয়ার হেলিপ্যাড আর তার পাশেই হোটেল খুলেছে কেউ কোনও পাকা ঘর নেই, শুধু তাঁবু আবার আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠছি তো উঠছিই এবার ঠিক করেছি আর ভাবব না কতটা এলাম এই ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখি সামনে একটা তিন-চারতলা বাড়ি রণবীর বলল, হোটেল অ্যা গ্যয়া ম্যাডাম ঘাঙ্গারিয়ার প্রবেশ পথের প্রথম হোটেল শ্রী নন্দা লোকপাল, আমরা সেটাই বুক করেছিলাম

হোটেলের সামনে ঘোড়া থেকে নেমে দেখলাম একটা ছোট সাইনবোর্ড টাঙানো আর তাতে সন্তুর নাম লেখা যাক হোটেল বুকিং-এর ব্যাপারে আর কোনও চিন্তাই রইল না হোটেলের মালিক আর কয়েকজন সেখানটায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আমি ম

নম্বর ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে নিলাম রণবীর ঘোড়া থেকে মাল নামিয়ে আমার থেকে টাকা নিয়ে হাসিখুশি মুখে চলে গেল তখন ঘড়িতে বাজে সোয়া বারোটা

অত তাড়াতাড়ি পৌঁছে যেতে হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার বাবু ভাবলেন আমি বুঝি আজকেই উপত্যকাতে যাব, তাই তিনি আমাকে নিজেই জানালেন আজ কিন্তু উপত্যকা বন্ধ আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম, সে কি বন্ধ কেন? আমি জানতাম উপত্যকা হপ্তায় সাতদিনই খোলা থাকে তিনি জানালেন গত কয়েকদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়াতে পরশু দুপুরের দিকে ধ্বস নেমেছে উপত্যকার ভিতরে, তাই গতকাল বন্ধ ছিল তবে আগামীকাল নিশ্চয়ই খুলে যাবে বলে আমাকে আশ্বাস দিলেন তিনি

ঘাঙ্গারিয়ার পথে ঝরনা

আমি নিজেকে টানতে টানতে তেতলার ঘরে নিয়ে গেলাম ঠায় তিন ঘণ্টা ঘোড়া চড়ে কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছে আমার লাগেজ যে রাখতে এল সে জিজ্ঞাসা করল আমি স্নানের জন্য গরম জল নেব কিনা? এক বালতি গরম জল ৬০-৭০ টাকা এক বালতিতেই আমাদের দুজনের হয়ে যায় কিন্তু এখন সন্তু কখন আসবে তার ঠিক নেই তাই আমি লাগবে না বলে দিলাম সে ঘরদোর একটু ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল

ঘর খুব সুন্দর একটা বড়সড় খাট আর তার মাথার কাছে দু'দিকে দুটো জিনিস রাখার ছোট টেবিল পায়ের কাছে বেতের দুটো সিঙ্গল সিট সোফা আর একটা টেবিল তারপরে আরেকটা সিঙ্গল খাট ঘরটায় দিব্যি চারজন শুয়ে পড়তে পারবে সবথেকে বড় কথা এই হোটেলটায় চব্বিশ ঘণ্টা কারেন্ট থাকে যেটা ঘাঙ্গারিয়ার সবথেকে বড় প্রবলেম আমি বিভিন্ন ব্লগে পড়েছিলাম ঘাঙ্গারিয়ায় কোনও কারেন্টের ব্যবস্থা নেই কোনও মোবাইল, এটিএম কিছু নেই শহুরে জীবন সেই গোবিন্দঘাটেই ছেড়ে রেখে আসতে হয়
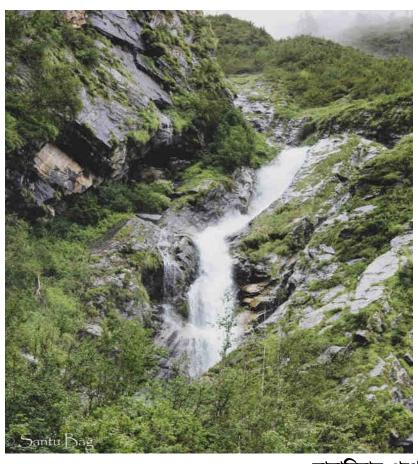
ঘাঙ্গারিয়ার পথের ধারে ঝরনা

ব্লগগুলোতে লেখা ছিল জেনারেটরের সাহায্যে হোটেলগুলোতে সন্ধেবেলা ঘণ্টা তিন-চার আর সকালবেলা ঘণ্টাদুয়েক কারেন্ট দেওয়া হয় কিন্তু নন্দা লোকপালের ম্যানেজার আমাদের আগেই বলেছিলেন কপাল খুব খারাপ না হলে চব্বিশ ঘণ্টা কারেন্ট পাবেন আর আমরা তা পেয়েও ছিলাম আমাদের ইলেকট্রিক কেটলি এই ট্যুরে বিশাল সার্ভিস দিয়েছে ছাতুজল, চা আর কাপ নুডলস সবই তার কল্যাণে সময় মতো পেটে গেছে

ঠান্ডা জলেই বেশ করে হাত মুখ গা পা ধুয়ে নিলাম, তারপর ব্যাগ খুলে এক প্যাকেট কেক বার করার সময় দেখি কাঁপুনি লাগছে ছুটে গিয়ে লেপের ভিতরে আশ্রয় নিলাম কাঁপুনি আর থামেই না বুঝলাম এ হচ্ছে পাহাড়ি শীত, বেশি চালাকি চলবে না, মজা বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে বেশ অনেকক্ষণ মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে থেকে কাঁপুনিটা বশে এল কেক খেতে খেতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না সন্তুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল

দরজাটা খুলেই আবার এক লাফে বিছানায় চড়ে বসলাম বেশিক্ষণ থাকা যাচ্ছে না বাইরে সন্তু ধূলিধূসরিত অবস্থায় প্রায় কোঁকাতে কোঁকাতে ঘরে ঢুকল বলল, পায়ের আর কিছু বাকি নেই তখন প্রায় আড়াইটে বাজে গরম জলের কেটলিতে বেশ চার-

পাঁচবার জল গরম করে সে গা ধুতে গেল আমি কাপ নুডলস বানালুম খেয়ে দেয়ে দুজনেই এবার লম্ফ দিয়ে বিছানায়

মেঘ-পাহাড়ের অবিচ্ছেদ্য মেলবন্ধন

সন্তুর ঘুম ভাঙল প্রায় সাতটার সময় আমি আগেই উঠে হোটেলটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম হোটেলের লবিগুলোতে খুব সুন্দর ছিমছাম আলো লাগিয়েছে লবিগুলোতে মাঝে মাঝে তেল মালিশ হেঁকে যাচ্ছে একটা দুটো লোক সামনেই পাইনের জঙ্গল আর সূর্যের নরম আলো দেখতে দেখতে বৃষ্টি নামল দুপুরবেলাতেও বৃষ্টি হচ্ছিল তুমুল বৃষ্টি শু   হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই এর মধ্যেই একেকটা গ্রুপ আসছে দেখছি বাঙালিরও অভাব নেই আমাদের হোটেল ম্যানেজার বলল, আমিও বাংলা শিখে গেছি তা বাঙালিদের বিখ্যাত বা-হিন্দি ভাষার কল্যাণে বাংলা শেখা ছাড়া বিশেষ গত্যন্তর থাকে না হোটেলওয়ালাদের সেটা অন্যান্য জায়গাতেও দেখেছি তবে ভ্রমণ বিলাসী বাঙালি এত অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হয়ে উঠেছে সেটা আগে জানা ছিল না বিশেষ করে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারসের সব ব্লগই দেখেছি অবাঙালিদের

দু-একজন বাঙালি এসে আলাপও করে গেল আমার সঙ্গে তিনতলার বারান্দায় প্রায় একঘণ্টা বসে বসে প্রাকৃতিক শোভা আর আলাপচারিতায় কাটানোর পরে খেয়াল হল সন্ধে নেমে গেছে ঘরে এসে সন্তুকে ডেকে তুললাম, চা বানানো হল খেয়েদেয়ে আবার বিছানায় আজকে সারাদিনে সন্তু কী কী ফোটো তুলেছে তা দেখা হল কারেন্ট থাকার আরেকটা সুবিধা এক্সট্রা ক্যামেরার ব্যাটারি ক্যারি করতে হয় না সাড়ে আটটায় আমরা ডিনারের জন্য নিচে নামলাম খেয়েদেয়ে ফোন করলাম বাড়িতে ওখানে বিএসএনএল ছাড়া মোবাইল টাওয়ার পাওয়া যায় না হোটেলের রিসেপশনের স্যাটেলাইট ফোনই ভরসা এক মিনিট দশ টাকা আমরা ঠিকঠাক আছি, কোনও ল্যান্ডস্লাইড হয়নি এইসব

জানিয়ে টানিয়ে   মে ফিরে এলাম কাল আবার ভোর ভোর উঠতে হবে, স্বর্গদ্যান অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য নিয়ে

পথের মাঝে উলটো পাহাড়ে সুন্দরী ঝরনা

১০ অগাস্ট ২০১৬, পঞ্চম দিন

ঘাঙ্গারিয়ায় প্রথম ভোর

ঘুম ভেঙেছিল অ্যালার্মের ডাকে ঠিক পাঁচটায় কিন্তু পরস্পরকে তাড়া দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল যথারীতি মুখ ধুয়ে ছাতুজল আর চায়ের পালা মিটিয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর্ব আপাদমস্তক ধড়াচুড়ো চাপিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল হোটেল থেকেই আমরা খাবার প্যাক করে নিলাম লবিতে আরেকটা যুগল বেরোচ্ছে, মেয়েটা দুটো লাঠি সামলাচ্ছে দেখেই আমাদের লাঠির কথা মনে পড়ল আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "লাঠি লাঠি " মেয়েটা ফিক করে হেসে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "বাঙালি?" ব্যাস বন্ধুত্ব হয়ে গেল

আগের দিন উপত্যকা বন্ধ থাকায় ওরা হেমকুণ্ড ঘুরে এসেছে আজকে উপত্যকা যাবে আমিও বেশ একটা জুড়ি পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম ঘাঙ্গারিয়া ছোট্ট গ্রাম হোটেল আর রেস্টুরেন্টের সংখ্যাই বেশি একটা বেশ রঙচঙে গুরুদ্বার আছে সেখানে বিনাপয়সায় হেমকুণ্ড যাত্রীরা থাকতে পারে ঘাঙ্গারিয়া খোলা থাকে মে থেকে অক্টোবর অবধি কারণ ওই সময়ই হেমকুণ্ড আর উপত্যকার যাত্রীরা সব ভিড় করে এই ছোট্ট গ্রামটাতে

ঘাঙ্গারিয়া বস্তি

উপত্যকাটা খোলা থাকে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ অবধি কিন্তু জুন মাসে উপত্যকাতে ফুল থাকে না বললেই চলে বড় বড় গ্লেসিয়ার দেখা যায় বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে হয় ফুলের মরসুম পুরোদমে শু   হয় জুলাই-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে চলে প্রায় অগাস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত আবার তারপর থেকে ফুল ঝরতে শু   করে সেপ্টেম্বরে ফুল অনেকটাই কমে যায় আর গ্লেসিয়ারও গলে যায় তারপর থেকে উপত্যকা তার উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের বদলে ছাই রঙা কাপড়ে মুড়ে নেয় নিজেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই উপত্যকা বন্ধ হয়ে যায় সাধারণত তখন ঘাঙ্গারিয়াও প্রায় ফাঁকা হয়ে যায় সবাই নেমে চলে যায় যোশীমঠে

ঘাঙ্গারিয়া গ্রামটায় একটাই স   রাস্তা আর রাস্তার দু'ধারেই হোটেল বেশির ভাগ রাস্তায় মাথার উপরে পলিথিন শিট দিয়ে ঢাকা দেওয়া স   রাস্তায় উঁচু নিচু পাথর আর ঘোড়াগুলোকে টপকে টপকে প্রায় পাঁচশো মিটার এসে আমরা খোলা প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়াতে পারলাম এখানে রাস্তা চওড়া সামান্য ঢালু রাস্তা ধাপ কেটে কেটে উঠে গেছে সামনে সামান্য দূরেই পাহাড়ের উপর থেকে সগর্জনে ঝরে পড়ছে হেমগঙ্গা, নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে পুষ্পবতীর সঙ্গে মিলবে বলে হেমগঙ্গার উপরে একটা ছোট কাঠের পুল পেরিয়ে আমরা ঝরনা আর পাহাড়ের ছবি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বুঝে উঠতে পারছিলাম না কাকে দেখব এদিকে জলকণায় কুয়াশাবৃত প্রচন্ডা নর্তকী ঝরনা আর ওদিকে সূর্যের প্রথম আলোয় সোনালী মুকুট পরে হিমালয় সন্ন্যাসীরাজা একজন প্রায়স্বচ্ছ বসনে দেহের বিভঙ্গে তাল তুলে কলকল কণ্ঠে লাস্যময়ী, অন্যজন নিরব গাম্ভীর্যের অটলতার আড়ালে সামান্য কৌতুক চোখে নিয়ে নিরীক্ষণ করছে তাকে সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে তার শান্ত নির্মল হাসি

দুই পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে হাতছানি দিচ্ছে মোহময় স্বর্গোদ্যান

ঝরনার আগেই রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে; পাথর বাঁধানো চওড়া রাস্তাকে ফেলে রেখে একটা ছোট পায়ে চলা পথ ঢুকে গেছে বনজঙ্গলের মধ্যে সেইখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আউলির সেই বাঙালি ডাক্তারের তাঁর দলবল আজ ঘোড়ায় চেপে হেমকুণ্ডের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে, কাল তারা আসবে উপত্যকায় আমরা পায়ে চলা পথ ধরে মূল রাস্তা থেকে সরে এলাম এখনই রাস্তার দু'পাশে ফুল, পথে পড়ে আছে ঝরে যাওয়া ফুল; এখনও আমরা উপত্যকার গেট পর্যন্ত পৌঁছাইনি প্রবেশদ্বারের আগেই প্রকৃতি আমাদের ফুল বিছিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে শ্রী নন্দা লোকপাল হোটেল থেকে উপত্যকার গেট প্রায় এক কিলোমিটার সেখানে গিয়ে দেখি অনেক লোক জড়ো হয়েছে গতকাল বন্ধ ছিল, তাই অনেকেই আজ যাচ্ছে উপত্যকা দেখতে গেটের কাছে মেলা বসে গেছে একেবারে সন্তু গিয়ে নামধাম এন্ট্রি করে টিকিট কেটে আনল

উপত্যকার ভেতরে ঘোড়ার প্রবেশ নিষেধ তবে হাঁটতে অক্ষম হলে তারও গতি আছে; পিট্‌ঠু, পালকি করেও অনেকে যাচ্ছে পি ঢু বা কান্ডি হল একটা বেতের ঝুড়ি একটা পাশ কাটা মানুষ চেয়ারের মতো বসতে পারে আর সেটাকে একজন পিঠে করে নিয়ে যায় পালকি বা ডান্ডি চারজনে মিলে বয়ে নিয়ে যায় এটাও একটা চারদিক খোলা চেয়ারের মতো তবে শক্ত কাঠের তৈরি আমরা হাঁটা লাগালাম

পথের উপরে প্রথম ঝরনা

রুকস্যাক রাখা পিট্ঠু নিয়ে দুইজন প্রথম ঝরনা পেরোচ্ছে

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নুড়ি আর পাথর ঢালা পথ কয়েকশো মিটার যেতেই প্রথম ঝরনাটা পড়ল একটা টিনের পাত আর চারটে গাছের ডাল দিয়ে বানানো ব্রীজ টলমল করতে করতে পার হলাম ব্রীজ পেরিয়ে একটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ছাড়লাম একটা ফাঁড়া গেল

এবার চড়াই সামনেই একটা টিলা মতন পাহাড় সেটাকে টপকাতে হবে পাহাড়ে বেয়ে বেয়ে ওঠা হল, আবার উলটো পিঠে নামা হল সেখানে জঙ্গলের মধ্যে একটা অদ্ভুত গাছ গাছটার আশপাশের ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে রেখেছে লোকেরা গাছটা দর্শনীয় ইয়া মোটা গাছটার গুঁড়িতে একটা ফোঁকর দিব্যি চেয়ারের মতো বসা যায় পরে বুঝলাম

গাছের গুঁড়িটা পুরো ফাঁপা একটা মানুষ লম্বা হয়ে গুঁড়ির ভেতরে দাঁড়িয়েও পড়তে পারে

এক মানুষ সমান ফাঁপা গাছের গুঁড়ি

ওখানে ফোটোসেশন শেষ হলে গাছকে পাশে রেখে আমরা পাথর বিছানো পথে হাঁটতে থাকলাম গাছে চেরি ঝুলছে এখনও পুষ্ট হয়নি দু'পাশের জঙ্গলে ছোট ছোট ফুল, তাদের ছোট্ট পাপড়িতে রং আর ধরে না! আরও কয়েকশো মিটার গিয়ে একটা পাকা পোক্ত ব্রীজ পেলাম দু'পাশে কংক্রিটের থাম আর লোহার ব্রীজ পুষ্পবতী নদী ভীমবেগে বয়ে যাচ্ছে তার তলা দিয়ে নদীর প দেখে রীতিমতো ভয় লাগে এই নদী যদি ওই

রেলিং ছাড়া দেড় ফুটি চওড়া কাঠ আর টিনের উপর দিয়ে পেরোতে হত তাহলে সত্যি আমি শিবশম্ভুকে প্রণাম জানিয়ে এখান থেকেই ফিরে চলে যেতাম

পুষ্পবতী নদী

বড় বড় বোল্ডারের মতো পাথরের উপর দিয়ে কোনওরকমে পা ফেলে ফেলে নামলাম ব্রীজের কাছটায় পাশেই এক বিশাল খাড়া কালোপাহাড় উঠে গেছে বনজঙ্গল সব ভেদ করে স্বর্গকে ছোঁবে বলে আমরা ব্রীজের উপরে উঠে এলাম পাথরে পাথরে আঘাত খেয়ে জলকণা এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ব্রীজের উপরে দাঁড়ানো মানুষজনকে সেই সঙ্গে বইছে প্রবল হাওয়া হাওয়ার তর্জন আর নদীর গর্জনে কান পাতা দায় ওই জায়গাটায় একসঙ্গে চার-পাঁচ জনের বেশি দাঁড়াতে দিচ্ছে না ব্রীজের উপরে একজন বনকর্মী বা গাইড দেখলাম ব্রীজের মুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলছে আমরাও তাড়াতাড়ি কয়েকটা ফোটো তুলে এগিয়ে গেলাম উপত্যকার গেট থেকে এই ব্রীজ প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব তো হবেই কিন্তু এই এক কিলোমিটার সমতলের এক কিলোমিটার নয় এর মধ্যেই আমাদের দু'বার চড়াই ভাঙতে হয়েছে আর ব্রীজের পর থেকে শু হচ্ছে একটানা চড়াই

ভয়াল সুন্দরী পুষ্পবতী নদীর উপর লোহার ব্রিজ

ভয়ংকরী পুষ্পবতীর ধারে

আমি তখনই হাঁপিয়ে গেছি এখানের ভিউটাও বেশ সুন্দর তাই নদীর পাশে একটা বড় পাথরের উপরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম আর বিস্কুট চিবোলাম এবার শু হল চড়াই প্রায় সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠে গেছে রাস্তা সেখানে শূন্য শতাংশও মসৃণতা নেই এক পা বাঁ দিকে দুমড়ে পড়ছে তো আরেক পা ডান দিকে যেখানে পা পড়ছে সেখানে হয়তো পাথর ছুঁচালো হয়ে আছে নয়তো দুই পাথরের মধ্যিখানে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে জুতো সমেত পা পচা পাতা আর কাদার আস্তরণে মাঝে মাঝেই পাথরে পিছ্‌লাচ্ছে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস যাবো বলে বাটা থেকে ভালো মতো কড়ি খরচ করে

দুজনে দুটো জুতো কিনেছি ছয় মাসের ওয়ার‍্যান্টিও দিয়েছে জুতোর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে আজকে কিছু হলেই ফিরে গিয়ে দোকানদারকে চেপে ধরব

এবড়ো খেবড়ো পাথরের চড়াই পথ

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তিন ফুটের রাস্তা কোথাও কোথাও সেটা দু'ফুট তার মধ্যে পিট্ঠু আর পালকির অত্যাচার তারা আমাদের থেকে অনেক দ্রুতবেগেই উঠছে তাদেরকে জায়গা করে দিতে হচ্ছে বারে বারে একবার থামলে তাদের টাল সামলাতে অসুবিধা হবে অন্যান্য ট্রেকাররাও আমার থেকে একটু দ্রুতই উঠছে কখন কখন তাদের জন্যেও পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে হচ্ছে চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিয়ে নিয়ে খাড়া রাস্তা উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে প্রতি বাঁক ওঠার পরেই দমে টান ধরছে, থেমে যাচ্ছি মাঝে মাঝেই শ্যাওলাধরা বসার জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছি হাঁটতে থাকলে গলা শুকিয়ে যায়, কিন্তু জল খাওয়া চলবে না অবশ্য কিছুক্ষণ বসলেই আবার ঠিক হয়ে যায় পাহাড়ি রাস্তায় বেশি জল খেয়ে ফেললে দমে ঘাটতি হয় আমরা একটার পর একটা লজেন্স চিবুচ্ছি সাড়ে তিন কিলোমিটার খাড়া চড়াই প্রথম দু কিলোমিটাররের পর থেকেই ক্রমাগত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছি, "দাদা আর কতদূর "

ভূর্জ গাছ।

একটা বাঁকে দেখি একটা বড় ভূর্জপত্রের গাছ ডালপালা সাদা, পাতা ধূসর সবুজ; কিন্তু হলুদ, বাদামি লালচে গাছের ছাল এই ছাল কাণ্ড থেকে যেন প্রায় খুলে ঝুলছে, সামান্য টান দিলেই পরতে পরতে উঠে আসে কাগজের মতো পেতে রাখলে, দিব্যি লাল সাদা কা কাজওলা আর্টপেপার বলে মনে হয় এই গাছের ছালকেই বলে ভূর্জপত্র এর উপরেই প্রাচীন ভারতে পুঁথি লেখা হত মিউজিয়ামে এখনও দেখা যায় গোমুখ যাওয়ার পথে ভুজবাসায় এই গাছের জঙ্গল দেখা যায় শুনেছি এখানেও কিছু কম নেই ভুর্জগাছের ছড়াছড়ি উপত্যকার মধ্যে

গাছের ফাঁক দিয়ে উপত্যকার একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে সবুজে সবুজ একটা লোভনীয় উপত্যকা মেঘের একটা ছোট নৌকা ভেসে যাচ্ছে সামনের পাহাড়ের গা বেয়ে ভালো করে দেখি, সেই যে কালো পাহাড়টা... যেটা আমরা ব্রীজের কাছে দেখেছিলাম সেটার প্রায় পেট বরাবর উঠে এসেছি আমরা এবারে তার চূড়োটা দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে পিছনে ফেলে আবার হাঁটতে শু করলাম উপত্যকা অবধি পৌঁছতে হবেই হবে

"সামনে কিন্তু আর থামা যাবে না একভাবে হেঁটে যেতে হবে?" একজন বনকর্মী জানাল আমি ধপাস করে পাশের বাঁধানো জায়গাটায় বসে পড়লাম "কেন?" আমার কথার উত্তর না দিয়ে বনকর্মীটা কোনদিকে যেন চলে গেল বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে সামনের বাঁকে, সন্তু উঁকি মেরে দেখতে গেল ব্যাপারটা কী?

দু'দিন আগে যে ধ্বস নেমেছিল সেটা সামনে এসেছে উপত্যকাতে ঢুকে থেকে ধ্বসের কথাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল চমকে উঠলাম সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম সামনের পাহাড়ের গায়ে প্রায় পঞ্চাশ মিটার জুড়ে রাস্তাবলতে কিছু নেই ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে বন্যাস্রোতের মতো নুড়িপাথর বয়ে গেছে একদম নিচে পুষ্পবতী নদী পর্যন্ত তবে এখন সবই নিশ্চল ভালো করে ঠাওর করলে দেখা যায় ওই পাথর দিয়েই কোনওরকমে বেঁধে একটা একফুটের রাস্তা বানানো আছে ধ্বসের বহর দেখে বুক কেঁপে উঠল তাহলে কি এখানেই?

ভ্যালির ভিতরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরনা

পাশেই একজন বনকর্মী, তিনি একজন করে লোক ছাড়ছেন সেই লোক রাস্তাটা পেরিয়ে গেলে তবে আরেকজনকে ছাড়া হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু ভয় আছে নাকি?" উনি ঘাড় নেড়ে জানালেন, জলদি জলদি পেরিয়ে যেতে হবে জায়গাটা নয়তো যে কোনও সময় উপর থেকে পাথর গড়িয়ে এসে গদাম... বাকিটা আর শোনার দরকার নেই জয় বাবা দ্রনাথ বলে মরণফাঁদে আমি পা বাড়ালাম যতটা পারছিলাম তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে উপর দিকে তাকাচ্ছিলাম এর মধ্যেই শুনলাম সন্তু পাশ থেকে বলছে আর দেখতে হবে না চল বেশি জলদি চলার উপায় নেই কারণ ভালো খাড়াই,

হাঁপ ধরে যাচ্ছে ধ্বসের অংশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময়, খাড়াই পথে দ্রুত চলতে গিয়ে উলটো বিপত্তি ঘটল, দমে প্রচণ্ড টান পড়ল আর মাথা ঘুরে গেল সন্তু একটু পিছিয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি এসে ধরল মনে হচ্ছিল যেন ফুসফুস অবধি হাওয়া পৌঁছাচ্ছে না বুকের ভেতরে বাজ পড়ছে হৃৎপিন্ড যেন খাঁচা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসবে এক-পা এগোনোর ক্ষমতা নেই আর কারা যেন সামনে থেকে বলছে, "চলা আও চলা আও, উপরসে পাত্থর আকে গদাম..." কানের মধ্যে সমস্ত শব্দ প্রতিধ্বনি হয়ে হয়ে ঢুকছিল

চলা আও বললেই কি আর আসা যায়, সামনে প্রায় ষাট ডিগ্রীর বেশি চড়াই আমি কি এক আশায় মাথা ঘোরালাম পিছন দিকে মনে হল আমরা কি একাই দাঁড়িয়ে আছি নাকি? পিছনে দেখি ধ্বসের মধ্যেই এক পিট্ঠু তার পিঠের মানুষকে নামিয়ে বিশ্রাম করছে আমার সেই বান্ধবীও এক জায়াগায় বসে পড়েছে সঙ্গে তার বরও একটু সাহস এল মনে আসিলে আসুক পাথর এইতো অন্যেরাও একভাবে চলতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছে ধ্বসের মাঝেই
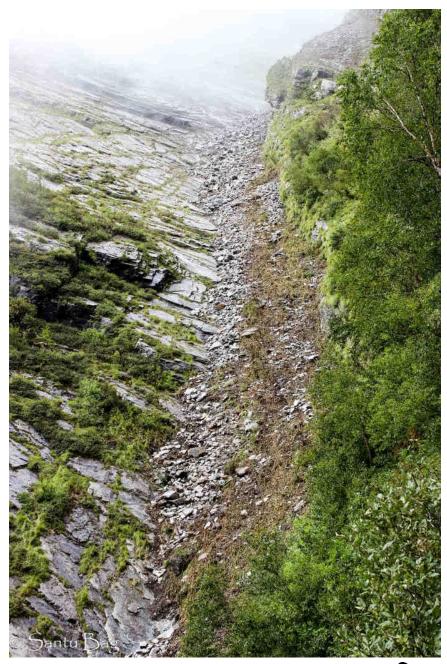
পাথর গড়িয়ে পড়ার এলাকা

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শ্বাস চলাচল খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল হৃদয়টাও বশে এল এবার আর দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে সন্তুর হাত ধরে ষাট ডিগ্রীর চড়াইটা বেয়ে বেয়ে উঠলাম উপরে উঠে একটু দাঁড়িয়েছি তখনও পাশ দিয়ে একটা ছেলে বলতে বলতে গেল, "মাত ঠাহরো, পাথর গিরে গি " আমি দাঁত খিঁচিয়ে বল্লুম, "গি ক " মনে মনে ভাবলাম, যদি পাথরের পড়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে পড়বে, আমি তার জন্যে এই পাহাড়ি চড়াইতে দৌড়ে দৌড়ে প্রাণটা দিতে রাজি নই

আর কয়েক পা গিয়েই জঙ্গল শু কোনওমতে শরীরটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম বসার জায়গা আছে বসে এবারে জল খেলাম ঠিক করলাম যতক্ষণ না বুকের ধড়াস ধড়াস একদম কমে যাচ্ছে ততক্ষণ এখানটায় বসব একটু পরেই আমার সেই বান্ধবী চলে এল সেও হাঁপাচ্ছে বসল আমার পাশেই আরেকজন বলতে বলতে গেল, "...গদাম..." তার উদ্দেশ্যে সে দাঁত খিঁচালো, "যত্তসব! সারা রাস্তাটাই নাকি পাথর পড়ছে, পড়লে পড়বে তা বলে এতটা রাস্তা, এরকম খাড়াই একভাবে হাঁটা যায় নাকি?" বান্ধবী আমার থেকে ক্ষীণাঙ্গী, তার মুখে এই কথা শুনে আমার একটু ভরসা জাগল যাক মোটা বলে নড়তে পারছি না এমনটা নয়

দ্বিতীয় ল্যান্ডস্লাইড জোন

সেখানটায় বেশ কিছুক্ষণ বসে আমরা আবার রওনা দিলাম বান্ধবী আরও কিছুক্ষণ বসবে বলল আবার সেই একই বাঁক আর ওঠা ক্রমশ অস্থির লাগছে, এই ওঠার যেন আর শেষ নেই একজনের কাছ থেকে শুনলাম আগের রাস্তা নাকি অনেক ভালো ছিল সামান্য চড়াই সেই রাস্তা পুষ্পবতী নদীর ধার দিয়ে দিয়েই যেত বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে এই নতুন রাস্তা আগের থেকে আরও পাঁচশো মিটার বেশি আর অনেক বেশি চড়াই সামনেই আরেকটা ল্যান্ডস্লাইড জোন জুলাইতে নাকি মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়েছিল তাতে এই ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে আগেরবারের মতো দ্রুত চলে ভুল করলাম না আস্তে আস্তে হেঁটে একবারও না বসে পুরো ল্যান্ডস্লাইডটা কভার করলুম এটা আগেরটার থেকে অনেক কম খাড়াই

গোড়ালি ডোবানো জলের ঝরনা

প্রায় উপত্যকার কাছাকাছি চলে এলাম সেটা বুঝতে পারছিলাম ঘন জঙ্গল আর নেই পাশের পাহাড়, নদী দৃশ্যমান একটা ছোট ঝরনা পড়ল একজন বনকর্মী আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, এইসব জায়গায় বেশি না দাঁড়াতে সামনেই একটা বড় ঝরনা কিন্তু কোনও ব্রীজ নেই পাথরের উপর দিয়ে দিয়ে কোনওরকমে জল বাঁচিয়ে পার হলাম মাঝখানে একবার জলে পা পড়ে গেল ওই গোড়ালি ডোবানো জলেরই কী টান! এক্ষুনি যেন আছড়ে ফেলবে পাথরের উপরে কোনওমতে টাল সামলে ঝরনা পেরোলাম

আবার একটা ল্যান্ডস্লাইড জুন-জুলাই মাসে প্রকৃতির খেলাধূলার চিহ্ন এই ল্যান্ডস্লাইডটা পেরনোর পরে বুঝলাম সারা দেহ বিদ্রোহ করছে আর হাঁটতে ভালো লাগছে না অথচ সামনে উপত্যকার মনোরম দৃশ্যরা ক্রমে ক্রমে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে লোভ দেখাচ্ছে পুষ্পবতী নদীকে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে খানিকক্ষণ রেস্ট নিয়ে বিস্কুট আর স্নিকারস খেয়ে আবার হাঁটা দিলাম এবার খানিকটা উতরাই, তারপরে আবার চড়াই, আবার উতরাই... উতরাই এলেই ভয় লাগছে আবার চড়তে হবে বুঝি তবে আগের মত খাড়া চড়াই আর নেই একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আর কতদূর সে বলল, “একদম চলেই এসেছেন আর একটুখানি ”

পথের বাঁকে গাছের আড়াল থেকে দূরের স্বর্গোদ্যান

কোনওরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে আরও বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ম্যাজিক পর্দার মতো সামনের পাহাড়টা সরে গেল আর সম্পূর্ণ উপত্যকাটা চোখে ধাঁধা লাগিয়ে একেবারে ঝিকিয়ে উঠল সবুজের কত রকমের সেড্স হয় তা আমি জানি না কিন্তু প্রকৃতি জানে যতদূর চোখ যায় ততদূর অবধি এই সবুজের নিরবিচ্ছিন্ন গালিচা দেখে এরকমটাই মনে হল একটানা পাহাড়ে ওঠার ধকল নিমেষে উড়ে গিয়ে মন একেবারে ফুরফুরে ডানা লাগিয়ে প্রজাপতির মতোই নেচে বেড়াতে লাগল উপত্যকাময় উপত্যকাটা দেখে আমার বারবার একটাই বিশেষণ মনে আসছিল, সেটা হল কাঁচা, কাঁচা সৌন্দর্য্য

এর আগেও আমি হিমালয়ে ঘুরেছি, গেছি গু দোংমার লেক হয় অত্যাধিক উচ্চতার দ ণ ন্যাড়া পাহাড় অথবা মনুষ্যপ্রজাতির নিরন্তন রাসলীলা হয় ইলেকট্রিকের তার, নয়তো কংক্রিটের বাড়িঘর বা মনুষ্যকৃত পূজাস্থানের আড়ম্বর সবসময়ই চোখকে বাধা দিয়েছে মনে হয়েছে এ যেন প্রকৃতির থেকে বেশি শুধু মানুষের জয়যাত্রার পালা দেখা

পুষ্পবতীর ঘোলা জলে

এই প্রথম, জীবনে প্রথমবার প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হল, এর কোলে একঘণ্টাও কাটানোর কাছে সারা পৃথিবী জয় করার সুখও তুচ্ছ এ সেই বৃহতের থেকেও বৃহত্তর যাঁর সামনে দাঁড়ালে মৃত্যুকেও বড় আপনার বলে মনে হয় ঈশ্বরের থেকেও বড় শিল্পী, ভগবানের চেয়েও বেশি লীলাময় কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে উপত্যকাটাকে মনপ্রাণ আর চোখ দিয়ে হৃদয়ের মধ্যে পুরে নিতে চাইলাম আর হয়তো এখানে আসা হবে না কোনওদিন, কিন্তু কোনওভাবেই যেন ভুলে না যাই এই স্বর্গকে চারধারে সবাই ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত ছবিতে তো শুধু কিছু নিম্নমানের দৃশ্য ধরা পরে, আর এই বর্ণ, গন্ধ, অনুভব আর ব্যাপ্তির সবটাই অধরা থেকে যায়

নড়বড়ে পাথুরে পথে এক অচেনা পথিক

পথের সঙ্গে একটু লাগোয়া পাথরের একটা চাতাল তার উপরে পাথরের ঢিবি অনেকে পথেই বসে পড়েছে আমি একটু এগিয়ে গেলাম চাতালের উপর দিয়ে সামনেই খাদ কিন্তু আমার কোনও ভয় লাগছে না স্বর্গে পৌঁছে গেলে কি আর ভয় থাকে? আমরা বেশ কিছুক্ষণ চাতালে বসে থাকলাম পা আর এগোতে পারছিল না মনে হল এখান থেকেই ফিরে যেতে হবে অনেকেই দেখলাম ওখানে বসে থেকে থেকে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল উপত্যকাটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু ছোঁয়া গেল না আমরা বসে বসে বিস্কুট, কেক আর ট্যাং গোলা জল খেলাম ছবি তুললাম অনেকগুলো পায়ের অনেক নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পুষ্পবতী নদী উপত্যকাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়ে আমরা যেদিকে বসে আছি তার উল্টোদিকেও উপত্যকার মতো তবে ওই ধারে পাহাড় আরও ঢালু সেখানে সবুজের মধ্যে কখনো সাদা, কখনো লাল ছোপ ছোপ দেখা যাচ্ছে প্রথমে বুঝিনি সেটা কি পরে বুঝলাম ওগুলো ফুলের ঝোপ

এখানে হু হু করে হাওয়া বইছে মনে হচ্ছে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে চাতালের উপর থেকে অদ্ভুতভাবে কিছুক্ষণের জন্য শেষ মেঘের নৌকাটাও মিলিয়ে গেল উপত্যকার উপর থেকে হিমালয়ের স্বচ্ছ দূষণমুক্ত বাতাসে খালি চোখে দেখা যাচ্ছে দূরান্তকেও বহু দূরে শেষ হয়ে গেছে সবুজ চাদর, ফুটে উঠেছে এক সাদাটে খয়েরি উপত্যকা, আর তারও

পিছনে এক বিশাল কালোপাথরের পর্বত উপত্যকার পাহাড়গুলোর থেকেও উঁচু তার মাথা ছুঁয়ে আছে আকাশকে দেখ না দেখ মেঘ এসে ঢেকে দিল পাহাড়টাকে তারপর আর বাকি সময়টায় ওই পাহাড়টাকে দেখতে পাইনি আমি প্রথমে চমকিত, পরে উত্তেজিত উপত্যকা আমাকে সুযোগ দিল একবার তাকে নিরাবরণ দেখার এ ভাগ্য ছাড়া আর কি

সমস্ত উপত্যকার পেরিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘে ঢাকা ঘোড়া পর্বত। একবারই দেখা গিয়েছিল

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স, ফুঁলো কে বাঁদিয়া, আমার কাছে স্বর্গোদ্যান এই উপত্যকা থেকে নাকি হাজারের উপরে নতুন প্রজাতির ফুল ও অর্কিড পাওয়া গেছে সাম্প্রতিককালের মধ্যে এই স্বর্গোদ্যান প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন এডিনবুর্গ বোটানিক্যাল গার্ডেনের এক সদস্য ফ্র্যাঙ্ক এস. স্মিথ ১৯৩১ সালে তিনি কামেট এক্সপিডিশনে আসেন এই অঞ্চলে তখনই এই উপত্যকার শোভা তাঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল ছয় বছর পরে তিনি আবারও আসেন এডিনবরা বোটানিক্যাল গার্ডেনের জন্য ফুল আর বীজ সংগ্রহ করেন উপত্যকা থেকে “T e a e f F e ” নামে একটা বইও লেখেন তিনি তাঁর কাজকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আরেক হিমালয়প্রেমী মহিলা জোয়ান মার্গারেট লেগে ১৯৩৯ সালে এই স্বর্গোদ্যানে আসেন ফুলের সন্ধানে তিনি এই উপত্যকায় কিছুদিনের জন্য ক্যাম্প করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পাহাড়ের উপর থেকে ফুল তোলার সময় তিনি পড়ে গিয়ে মারা যান উপত্যকার মধ্যে আজও তার কবর আছে মার্বেলে বাঁধানো; তার উপরে লেখা আছে; “I a f e e H a a a , f e ce c e e ”

এক ফালি বাঁকা চাঁদের মত উপত্যকাটা প্রায় দশ কিলোমিটার লম্বা আর চওড়ায় প্রায় দুই কিলোমিটার এর সর্বোচ্চ অংশ ৩৯৬২ মিটার উঁচু আর সর্বনিম্ন অংশের উচ্চতা হল

৩৬৫৮ মিটার সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণ উপত্যকাটা পুষ্পবতী নদী দিয়ে দু'ভাগে ভাগ করা উপত্যকার শেষে যে বরফাবৃত বিশাল কালো পর্বত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, তার নাম ঘোড়াধুঙ্গি পর্বত

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স

বহুদূরে গ্লেসিয়ার আর মেঘে ঢাকা ঘোড়া পর্বত

পৌরাণিক কথা অনুযায়ী এই উপত্যকার সঙ্গে জুড়ে আছে রামভ্রাতা শ্রীলক্ষ্মণের নাম লক্ষ্মণের সঞ্জিবনী জড়িবুটি আনতে হনুমান এসে এখান থেকেই পাহাড় তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন এখানে কোথাও একদা লক্ষ্মণের একটি মন্দিরও ছিল শোনা যায়

প্রাচীনকালে তিব্বতিরাও হিমালয় পেরিয়ে সেই মন্দিরে পূজো দিতে আসত ওই থেকেই কাকভুষুন্ডীর পরে নদীর নাম লক্ষণগঙ্গা হয়ে গেছে

বেশ কিছুক্ষণ বসার পরে সন্তু বলল, চল আরেকটু যাই আমি খানিক গাঁই গুঁই করে রাজি হয়ে গেলাম আবার আমরা হাঁটতে থাকলাম এখনও চড়াই উতরাই, তবে আগের থেকে অনেক কম সাদা পাথরের পথটা বেগুনি হয়ে গেছে ঝরা ফুলের দাপটে আমাদের দু'পাশে এখন আর জঙ্গল নয় বরং রংবেরঙের ফুলের ক্ষেত মাথার উপরে উজ্জ্বল নীল রঙের মধ্যে সাদা মুক্তোর মতো মেঘখচিত চাঁদোয়া আর পায়ের নিচে ফুলের গালিচা, চোখের সামনে পাহাড়ের অপূর্ব সব দৃশ্যপট প্রকৃতির রাজবাড়িতে ঢুকে গেছি আমরা সন্তুর ক্যামেরা বিশ্রাম পাচ্ছে না মোটেই আমি ধীর লয়ে হেঁটে চলেছি যেদিকেই তাকাচ্ছি অপ প লাগছে সব থেকে বড় কথা এই উপত্যকাকে আড়াল করে নেই কোনও মনুষ্যকৃত জয়যাত্রার পতাকা এখানে শুধুই প্রকৃতি প্রকৃতির লাবণ্য তার নির্মলতা নিয়ে বিরাজ করছে আসো, দেখে যাও আমার প এইটুকুই শুধু অনুমতি দিয়েছে দেবভূমি তাকে ছোঁয়া নিষেধ, স্থাপনা পাপ

উঁচুনিচু পাথুরে পথে হেঁটে চলেছি

উপত্যকায় প্লাস্টিক বা অন্য কিছু ফেলা প্রবলভাবে নিষেধ দেখলে জরিমানার ব্যবস্থাও আছে মানুষের নিজেরই এই জ্ঞান থাকা উচিত তবে গাইডরা দেখলাম এ ব্যাপারে খুব কঠোর কঠোরতার প্রয়োজন অবশ্যই আছে সিজনের সময় প্রতিদিন প্রায় আড়াইশো-তিনশো মানুষ আসে এই উপত্যকায় তাদের দশ শতাংশও যদি আবর্জনা ফেলে, তাহলে খুব শীঘ্রই ফুলের উপত্যকা ধাপার মাঠ হয়ে যাবে উপত্যকাতে কোনওভাবে রাত্রিবাস করাও নিষিদ্ধ সন্ধে সাড়ে ছ'টার বেশি হয়ে গেলে দশ হাজার টাকা জরিমানা এই কঠোরতাগুলো আর অধিকাংশ যাত্রীর ভালো মানসিকতার জন্য এই স্বর্গদ্যানের কৌমার্য আজও অক্ষুণ

ফুঁসে চলা ঝরনার উপরে টিনের পাটা আর গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো ব্রিজ

হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা ঝরনা চলে এল সামনে এর উপরে প্রথম বারের মতো গাছের ডাল আর টিনের পাটাতন ঝরনাটা রীতিমতো ফুঁসে ফুঁসে প্রপাতের মতো হয়ে নামছে মনে মনে একবার ঈশ্বরকে ডেকে নিয়ে পা বাড়ানো হল মাঝখানে টিনের পাটাতন আবার কড়াং করে উঠল কোনওরকমে অন্যদিকে পৌঁছে হাঁপ ছাড়লাম সামনে একটুখানি চড়াই, তারপরেই একটা বিশাল একটা কালো পাথর

উপত্যকার মাঝে বিশাল কালপাথর। তার তলায় আশ্রয় নিয়েছেন ট্রেকার ও অন্যানরা।

এই কালোপাথর থেকেই উপত্যকাটা আসলে শু   গেট থেকে এই কালোপাথর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এরপরেও প্রায় চার কিলোমিটার পর্যন্ত যাওয়া যায় যেখানে উপত্যকা

শেষ হয়ে গেছে কালোপাথরের তলায় অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে তারা খাওয়া দাওয়া করছে পিট্ঠু আর পালকিগুলোও এই পর্যন্তই আসছে আমরা আরও পাঁচশো মিটার মতো এগোলাম দেখি আমার সেই বান্ধবী বসে আছে একটা পাথরের উপরে উপত্যকার ভিতরে মানে ওই চাতালের পর থেকেই আর কোনও সিমেন্ট পাথরে বাঁধানো বসার জায়গা নেই আমি গিয়ে পাথরটার উপরে বসলাম পাথরটা মোটেও চ্যাটালো নয় বরং ছুঁচালো কোনওরকমে পাথরের ঢালু অংশে নিতম্ব ঠেকানো গেল

উপত্যকা জুড়ে ফুলের সমারোহ

উপত্যকার ঢাল।

সমস্ত উপত্যকাতে আর কোনও বড় গাছ বা কালো পাথরের মতো বড় পাথর নেই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে পোলি জরির মতো চিকচিকে ঝরনা নেমে এসেছে অজস্র কেন যে মানুষ কল্পনা করছে শিবের জটা বেয়ে গঙ্গার অবতারণের কথা তা একেবারে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম আমাদের জন্যই যেন সম্পূর্ণ উপত্যকাটা মেঘবিহীন হয়ে বসে আছে মাঝে মাঝে দু-একটা মেঘের বজরা ভেসে যাচ্ছে বটে কিন্তু সেই আধো ঢাকা আধো খোলায় উপত্যকার প যেন আরও অনবদ্য হয়ে উঠছে চারপাশে ফুলের সমারোহ প্রকৃতির নিজস্ব বাগান আমি কেমন যেন দেখলাম হিমালয়ান টাইগারের চামড়া পরা এক চিরযুবক ভূর্জপত্রের ছাল জড়ানো এক চিরযুবতীর কাঁধে হাত দিয়ে গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে সামনের বাগানের মধ্যে দিয়ে দৃশ্যটা এত স্পষ্ট দেখলাম যে চমকে উঠলাম ওদের আবার দেখলাম নদী পেরিয়ে অন্যধারের পাহাড়ের গায়ে তারা যেন গলফ খেলছে সপাটে এক টুকরো মেঘকে শেষের কালো পাহাড়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে ভু কুঁচকে সেটাকে নিরীক্ষণ করছে যুবক আর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে যুবতী

আমি এবার নড়ে চড়ে বসলাম কষ্টকল্পনা নাকি হ্যালুসিনেশন! পাহাড়ের অনেকটা উপরে উঠে এসেছি, অক্সিজেনের অভাবে ভুলভাল দেখতে শু করলাম নাকি! সন্তু ততক্ষণে আমাদের ব্যাগ খুলে সকালের প্যাক করা খাবার বের করে ফেলেছে আমি উপত্যকার থেকে চোখ সরিয়ে খাবারে নিবদ্ধ করলাম আমার বান্ধবী খুব কথা বলতে ভালোবাসে সে অনেক কিছু বলছিল ঠান্ডা বিস্বাদ কিছু একটা চিবোতে চিবোতে আমি ওর কথা শুনছিলাম

ভ্যালির পথে যাত্রীরা। আর বেশি দূর নয়, ওই দেখা যায় স্বর্গোদ্যান।

নয়নমনোহারী

আমাদের সামনেই একটা পিট্‌ঠুর লোক তার খালি ঝুড়ি নিয়ে ফিরছিল এই লোকটা আসার সময় অনেকটা পথ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল আমার বান্ধবীকে দেখে সে মেমসাব বলে হাসল বুঝলাম বান্ধবীর সঙ্গে এই লোকের কথা হয়েছে বান্ধবী আমাকে জানাল দু'দিন আগের ধ্বসে নাকি এই লোকটা পাথরের আঘাতে সোজা পুষ্পবতী নদীতে গিয়ে পড়েছিল তারপরে স্রোতের টানে বেশ কিছুটা ভেসে গিয়ে কোনওরকমে উঠে আসতে পেরেছে ডাঙায় অন্য গাইডরা আলোচনা করছিল তাকে নিয়ে

আমি হাঁ করে অপসৃয়মান লোকটার দিকে তাকালাম সহ্যশক্তি আর দারিদ্র্য এদের কোন পর্যায়ে! দু'দিন আগে অতবড় অ্যাক্সিডেন্টের পরেও আবার ঝুড়ি কাঁধে মানুষ বইছে বান্ধবী বলছে, ওদের পাহাড়ি জান বলেই বেঁচে গেছে আমাদের আর বাঁচতে হবে না তা বটে, ওরা এই হিমালয়ের পাথরের মতোই শক্ত, চাট্টান আর আমরা ননীমাখনের পুতুল আমাদের সঙ্গে ওদের তুলনা কোনওভাবেই সম্ভব নয় শিবঠাকুরের আপন দেশের মানুষ সব, হিমালয়ের আশীর্বাদধন্য

পালকি বা ডান্ডিতে করে চারজন একজনকে তুলে আনছে পুষ্পবতী নদীর ধার থেকে খাড়াই রাস্তা বেয়ে

খাওয়া শেষ করে চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন দিলাম বান্ধবীর কর্তাকে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছিলাম না জিজ্ঞেস করতে বলল সে ফোটো তুলতে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেছে আমিও আমার কর্তাটিকে বললাম, তুমিও যাও না আমরা ঘণ্টাখানেক এইখানেই বসি তুমি যতটা পারো ঘুরে এস কর্তামশাই কেন কে জানে রাজি হল না উপত্যকার মধ্যে অনেক অনেক দূর অবধি রংবেরঙের পিঁপড়ের মতো মানুষ চলাচল করছে তবে বেশির ভাগই ফিরে যাচ্ছে কালো পাথরের কাছ থেকেই

দিনের মধ্যভাগ অতিক্রান্ত অনেকেই দেখছি ফিরতি পথে অনুযোগ করছে, এহে কোথায় ফুল, শুধুই এক বেগুনি ফুলের ঝাড় একজন তো রীতিমতো আক্ষেপ করতে করতে চলেছে, কিছুই তো দেখা গেল না, শুধু শুধু এত পাহাড় ডিঙিয়ে আসা আবার এতখানি রাস্তা ভেঙে ফিরতে হবে বুঝলাম শুধু প্রকৃতি একা স্বর্গীয় হলেই হয় না, মানুষের সেই মনটা থাকা দরকার যাতে সে স্বর্গসুধার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে

কালাপাথরের আগের ঝরনা। রুপোলি আঁচড় কেটে নেমে এসেছে সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে। রংবেরঙ্গের পিপীলিকাবৎ মানুষের দল হেঁটে চলেছে সারি সারি।

ফেরার চিন্তা আমারও ছিল ফুলের রাজত্বে কয়েকটা ফোটো তুলতে তুলতে হঠাৎ দেখি কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ এসে ঢেকে দিয়েছে উপত্যকাটা, আর দেখা যাচ্ছে না নরম সবুজ গালিচা তার বদলে ছাইসাদা তুলোট মেঘের ওড়নায় মুখ ঢেকে নিচ্ছে উপত্যকার রানি পাহাড়ের মাথায় মাথায় অন্ধকার ঘনাচ্ছে দামাল হাতির মতো ধূসর মেঘ এসে জড়ো হচ্ছে সেখানে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাদের সাদা সাদা প্রকাণ্ড দাঁতের ঝিলিক চারিদিকে একটা হালকা ছায়া ছায়া আবরণ ঘনিয়ে এল বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে প্রায় দেড়টা বেজে গেছে, আমরা ব্যাগপত্র তুলে নিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা দিলাম বান্ধবীর বর ফেরেনি তখনও সে অপেক্ষা করতে লাগল কালোপাথর ডিঙিয়ে এসে ঝরনার সামনে বসলাম কিছুক্ষণ স্বর্গ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু প্রকৃতি তার শিঙ্গা বাজানো শু করে দিয়েছে মেঘ ডাকছে গু গু স্বরে অনেকেই বলছে বৃষ্টি আসার আগে ল্যান্ডস্লাইড জোনগুলো পেরিয়ে যাওয়া দরকার বাস্তবের তাড়নায় কিছুক্ষণ ঝরনার পাগলপারা প দেখে উঠে পড়লাম

পাহাড়ি ঝরনার ধারে

ফুঁসে চলা পাহাড়ি ঝরনা। পুষ্পবতীর সঙ্গমেচ্ছায় আকুল।

চাতালের কাছে যখন এলাম তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শু   হয়ে গেছে শেষবারের মতো মাথা ফেরালাম স্বর্গভূমি দেখব বলে কিন্তু না ততক্ষণে প্রকৃতি তার সাদা আঁচলে ঢেকে দিয়েছে সম্পূর্ণ উপত্যকাকে চাতালের ঠিক পাশেই ঝুলে রয়েছে মেঘের দল দেখা যাচ্ছে না পুষ্পবতী নদীকেও পায়ে হেঁটে পেরনোর ঝরনায় দেখলাম জল বেড়ে গেছে আমার জুতো ভিজে গেল যতক্ষণে জঙ্গল অবধি পৌঁছলাম ততক্ষণে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মুষলধারায় শু   হয়ে গেছে ঠান্ডা বরফকুঁচির মতো বিঁধছে সেগুলো হাতে মুখে

আমার বন্ধু আর তার বরও দেখি এসে গেছে রেইনকোট মুড়ি দিয়ে আমরাও ওয়াটার ফ জ্যাকেট পরে ছিলাম অনেকেই গোবিন্দঘাট থেকে সস্তার পলিথিনের রেইনকোট চাপিয়েছে গায়ে কিন্তু সেগুলো এই বৃষ্টি আটকানোর জন্য মোটেও কাজের নয় তার উপরে জঙ্গলের গাছের ডালের খোঁচায় অনেকের রেইনকোট ছিঁড়ে গেছেও দেখলাম আমরা আজকে রেইনকোটের প্যান্টটা পরে আসিনি ভেবেছিলাম উ   ছাড়িয়ে লম্বা জ্যাকেট, প্যান্টের দরকার নেই কিন্তু বৃষ্টি শু   হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম ভুল করেছি প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে ক্রমশ

উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা পুষ্পবতী নদী

হেঁটে যাচ্ছি মাথা গুঁজে প্রাণের দায়ে মাথা গুঁজতে হয়েছে কারণ জঙ্গলের ভেতরের হালকা অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে, পিছলতর হয়ে উঠেছে পায়ের তলার মাটি পাথর আর মাথার উপর থেকে সহস্রধারায় গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির জল একেকবার পা ফেলছি আর নড়বড় করে উঠছে পাথরগুলো একটু অন্যমনস্ক হলেই স্লিপ করে সোজা চলে যাব খাদে পাহাড়ের গা বেয়ে মেঘ নেমে এসে থম ধরে বসে রয়েছে পথের মধ্যে তিন-চার হাত দূরের মানুষকে দেখা যাচ্ছে না দ্বিতীয় ল্যান্ডস্লাইড জোনটায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম একই সঙ্গে পাহাড় ঢাল বেয়ে উপর থেকে নেমে আসছে মেঘের স্রোত, আবার নিচ থেকে গুঁড়ি মেরে উপরে উঠছে মেঘের দল; মাঝখানের পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বেশ খানিকদূর অবধি ক্যামেরা অনেকে আগেই প্লাস্টিকে মুড়ে পিঠের ব্যাগে চালান হয়ে গেছে মনক্যামেরায় বন্দী করে রাখলাম সেইসব দৃশ্যকে

পুষ্প উপত্যকা

চলে এলাম সাম্প্রতিকতম ধ্বসের কাছ অবধি এখানটায় অতটা মেঘ নেই ছেঁড়া ছেঁড়া কুয়াশার মধ্যে ধ্বসের দৃশ্য যেন গিলে খেতে আসছিল প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়বে বৃষ্টির তো বিরাম নেই, বরং ফাঁকা জায়গায় তার তেজ বেশি শীর্ণ ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে পাথরের গা বেয়ে বিড় বিড় করে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর যতগুলোর নাম মনে পড়ল আওড়াতে আওড়াতে হাঁটলাম ধ্বসটা পেরিয়ে একটা হাঁফ ছেড়ে পাথরের বেঞ্চিতে বসলাম খানিক এবারে খাড়া উতরাই নামতে হবে

আমার চশমার উপর দিয়ে জলের ধারাস্রোত বয়ে চলেছে; তাতেই একপ্রকার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে চশমার কাচ মুছে লাভ নেই আবার ভিজে যাবে খুলে রাখলে দূরদৃষ্টির অভাবে পাথরে হোঁচট খেয়ে সোজা খাদে চলে যেতে পারি তাই যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি নামতে থাকলাম খাড়াই পথে সোজাসুজি পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না বৃষ্টির জলে পাতা ভিজে পথকে একেবারে পার্কের সুপার স্লিপার বানিয়ে দিয়েছে আড়াআড়িভাবে পা রাখতে রাখতে সিঁড়ি ভাঙছি একের পর এক লাঠি সম্পূর্ণভাবে একটা তৃতীয় পায়ের কাজ করছে মাঝে মাঝে এক পা পিছলে গেলেও সে পতনরোধ করে দিচ্ছে কবজি আর বাহু টন টন করছে বার বার লাঠির উপরে ভর দিয়ে দিয়ে পায়ের অবস্থা তো তথৈবচ

মেঘ এসে ক্রমে ঢেকে দিচ্ছে উপত্যকাকে

মেঘ এসে আবার আমাদের ঘিরে ফেলছে সামনের মানুষ বা পিছনের মানুষকে দেখা যাচ্ছে না শুধু আমরা দুজনে পাহাড়ের গা ধরে স   পথে হেঁটে চলেছি যেন বহুযুগের পরিব্রাজক সেই আমরাই, যুগ যুগান্তের ওপার থেকে হেঁটে চলেছি যখন প্রায়মানুষের দল প্রথম আফ্রিকা ত্যাগ করে বেরিয়েছিল নতুন ঘরের সন্ধানে সেই দলেও যেন আমরা ছিলাম রামায়ণের যুগে হেঁটে গেছি উত্তর থেকে দক্ষিণ ভূখণ্ডে আদি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি হিমালয়ের অলিতে গলিতে সেই আমরাই

পাথরে পাথরে আছড়ে পরে স্বরচিত কুয়াশার মুখ ঢাকছে পুষ্পবতী

এইভাবে কতক্ষণ হেঁটেছিলাম ঠিক মনে নেই হঠাৎ একসময় সামনেই দেখি পুষ্পবতী নদী অনন্ত পরিব্রজনের স্বপ্ন ছেড়ে ঘরে ফেরার আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল মন পথ ফুরাতে আর দেরি নেই জলের স্রোত আরও বেড়েছে, সঙ্গে তার গর্জনও ব্রীজের উপরে দাঁড়ানো সম্ভবই হচ্ছে না তবু কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম, বসলাম নদীর পাশের পাথরের উপরে এই তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি স্বপ্নের উপত্যকাকে আর কবে ফেরা হবে তা তো জানি না যতক্ষণ ছুঁয়ে থাকা যায়

এবার সামনে চড়াই পাহাড়ি রাস্তায় দশ কিলোমিটার হাঁটার পরে ওই কয়েক মিটারের খাড়া চড়াই একেবারে প্রাণ বের করে দিল তারপরে কাদা মাটি আর জমা জলের জ্বালাতন এখানে লোকসংখ্যা বেশ বেশি সেই প্রথম ঝরনাটা সামনে সেই টিনের ব্রীজ টলমল করতে করতে পার হলাম

ভ্যালিতে ঢুকে প্রথম ঝরনা

স্বর্গ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চলেছি, কলুষিত মানুষের স্থান নেই স্বর্গদ্যানে রাত্রিযাপনের সেখানে শুধু সেই চিরযুবক যুবতীর স্থান, তাদের মিলনভূমি মানুষের জন্য আছে ঘাঙ্গারিয়ার হোটেল তার উদ্দেশেই হাঁটছি আমরা প্যান্ট জুতো ভারী হয়ে গেছে বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে গেটের কাছে চলে এলাম সন্তু কাউন্টারে জানাতে গেল, আমরা ফিরে এসেছি উপত্যকা থেকে ওরা নামের পাশে টিক দিয়ে দেবে মেইন রোডে এসে দেখলাম সকালের ঝরনা আশেপাশের পাহাড় সব মেঘচাদরে মুড়ি দিয়েছে কোনরকমে হেঁটে চললাম, এখানের রাস্তায় আবার ঘোড়ার অত্যাচার হোটেলে যখন পৌঁছালাম তখন পাক্কা সাড়ে পাঁচটা এক বালতি গরম জল অর্ডার করে তিনতলায় উঠলাম

স্নান করে পেট ভরে গরম গরম কাপ নুডলস খেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে জম্পেশ করে ঘুম লাগালাম ঘুম ভাঙল ন'টায় প্রথমে কিছুক্ষণ নড়তে পারলাম না মনে হল কেউ যেন আমাকে বেদম পিটিয়েছে তারপর কিছুক্ষণ ভোলেনি মালিশ করলাম হাতে আর ফাস্ট রিলিফ স্প্রে করলাম পায়ে তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নিচে নামলাম খাওয়ারের জন্য ডিনার আর ফোনের পালা চুকিয়ে ফিরে গেলাম ঘরে পরের দিন আর অত ভোরে ওঠার জ্বালা নেই সেই স্বর্গভূমিতে যুবকযুবতীর প্রেমের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমাতে গেলাম

উপত্যকার সামনে চাতালের উপরে বসে ছবিওয়ালার পোজ

১১ অগাস্ট ২০১৬, ষষ্ঠ দিন

পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নামছে মেঘের দল

ঘুম ভাঙল পাক্কা ছ'টায় অ্যালার্ম দিয়ে রাখিনি আজকে ধীরেসুস্থে ছাতুজল আর চা খেয়ে রেডি হলাম হেমকুণ্ড যাওয়ার জন্য আমাদের এখানে আসার যে আসল উদ্দেশ্য ব্রহ্মকমল, তার দেখা এখনও পাইনি আমরা আজকে সেই অভিলাষ পূর্ণ হবে অনেক বাঙালি দেখলাম হেমকুণ্ড না দেখেই চলে যাচ্ছে আর শিখ তীর্থযাত্রীদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন উপত্যকা দেখতে যায়

কালকের জিন্স, জুতো মোজা সবই ভিজে ঠান্ডায় কাঠ হয়ে আছে নতুন জামা প্যান্ট মোজার সেট বার করলাম আজকে আর গতকালের মতো ভুল করলাম না দুজনেই ওয়াটার ফের জ্যাকেট আর প্যান্ট দুটোই পরে নিলাম আজকে উঠতে হবে প্রায় দেড় হাজার ফিট উপরে রীতিমত ঠান্ডা লাগবে তাই জ্যাকেটের তলায় মোটা সোয়েট শার্ট আর তার তলায় উলেন গেঞ্জি পরে রেডি হলাম

হেমকুন্ড যাওয়ার পথে খানিক উঁচু থেকে ঘাঙ্গারিয়ার ছবি। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পুষ্পবতী নদী। তাতে এসে মিলেছে ঝরনা নদীর জল।

ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুণ্ডের চড়াই অত্যন্ত খাড়া, তবে পথ ভালো বাঁধানো এই দিন আমরা দুজনেই ঘোড়া করে উঠব সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল ব্রেকফাস্টের জন্য যখন নিচে নামলাম তখন বাজে সাড়ে সাতটা গরম গরম পনির পরটা আর এক প্রস্থ চা খেয়ে দুপুরের খাওয়ার প্যাক করে নিলাম আমরা সন্তু গেল ঘোড়ার খোঁজে আমি রেস্টুরেন্টেই বসেছিলাম দেখলাম কালকে বান্ধবী আর তার বর ফিরে যাবার জন্য লাগেজ নিয়ে নেমে এসেছে আমাদের আরেক চোট গল্প হল কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুতেই তার নামটা মনে করতে পারছি না এমনকি এও মনে আছে যে তারা সাতগাছিতে থাকে

সন্তু ঘোড়া ঠিক করে ফিরে এল শেষবারের মতো বান্ধবীর সঙ্গে ফোটো তুলে আমরা দুই যুগল দুই দিকে রওনা দিলাম আবার কালকের পথের প্রথমাংশ সেই ঝরনা, তবে আজকে সে খানিক খানিক কুয়াশায় ঢাকা হেমকুণ্ডের রাস্তা সত্যি খাড়া কালকে যে খাড়া পথে প্রথমে উঠেছিলাম উপত্যকায় এখানে তার থেকে আরও বেশি খাড়া পথ উঠে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা ছয় কিলোমিটার পর্যন্ত

হেমকুন্ডের পথের শুরুতেই ঝরনা।

বার বার ঘোড়ার পা পিছলে যাচ্ছে মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটে চলে যাচ্ছে খাদের দিকে আমাদের সঙ্গে আসা লোকটা সামলাতে চেষ্টা করছে তাদেরকে উলটোদিক থেকে আসা একদঙ্গল ঘোড়ার জিনে আমার পা জোর ঠুকে গেল এই ব্যথাটা পরে খুব ভুগিয়েছিল দু'কিলোমিটার যেতে না যেতেই আমাদের কোমর, ঘাড় সব ব্যথা করতে লাগল কিছুক্ষণ রেস্ট বলে একটা চটি মতন দেখে আমরা ঘোড়া থেকে নামলাম

সামনে পাহাড়ের গা বেয়ে কিছু ঝরনা বইছে সন্তু রেলিং-এর ধারে গেল তার ছবি তুলতে এই রাস্তায় যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য মাঝে মাঝেই চটি বানানো আছে আর আছে রাস্তার ধারে অস্থায়ী শৌচালয় আর একটু ঘুরে বেড়িয়ে কোমরের ব্যথা আর পায়ের ঝিঁঝি কাটিয়ে আবার ঘোড়ায় উঠলাম

পাহাড়ের শরীর ব্যেপে ঝরে পরে অজস্র রূপোলি ঝরনা

এই পথ চওড়া, প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি অনেক জায়গাতেই পাশে রেলিং দেওয়া প্রায় দেড় কিলোমিটার গেছি সেখানে এক জায়গায় দেখি পথের উপরে একটা বিশাল পাথর পরে রাস্তার প্রায় চারের তিন ভাগ খেয়ে নিয়েছে একপাশে ফুট দেড়েকের মতো পথ পড়ে আছে পায়ে হেঁটে ওই স পথ পেরোতে অসুবিধা হয় না কিন্তু অন্যের পায়ের উপর কতটা ভরসা করা যায় বুঝতে পারলুম না

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চোখ বন্ধ করে পাহাড়ের দিকে বডিটা সামান্য হেলিয়ে জায়গাটা পেরোলাম মাঝখানে একবার চোখ খুলে খাদটা দেখেছিলাম আমি কেন, ওখানে ডাইনোসর পড়লেও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না এরপরে রাস্তাটা সবে ভালো হতে শু করেছে, অমনি প্রায় সত্তর ডিগ্রী খাড়া চড়াই পথ কয়েক মিটার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল ঘোড়ার গলা ধরেই ঝুলে পড়ি এবার মনে হচ্ছে পিঠের উপর দিয়ে পিছলে গিয়ে লেজ ধরে ঝুলতে হবে বোধহয় তবে আমাদের ভাগ্য ভালো চড়াই-এর মাঝখানেই

ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া থামাল আশেপাশে প্রচুর ঘোড়া গিজ গিজ করছে জায়গাটায় খাদের দিকে বেশ কয়েকটা চটি দোকান আমরা সেরকম একটায় ঢুকলাম দুজনেই চা খেলাম ঠান্ডায় নাকের ডগা বরফ হয়ে গেছে একদম

ধ্বসে পড়েছে পাহাড়, তৈরি হচ্ছে পথ

গরম চা-এর কাপ হাতে পেয়ে নাকে একটু ঘষে নিলাম এক কাপ চা খেতে ঠান্ডা যেন অনেকটা কমল আবার যাত্রা শু   এবারে আরও খাড়াই চড়াই ঘোড়ার পিঠে ফেভিকল দিয়ে নিজেকে সেঁটে নিতে ইচ্ছা করছিল মাঝে মাঝে যত উপরের দিকে উঠছি তত হু হু করে হাওয়া বইছে শীত যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে

এক জায়গায় দেখি রাস্তা জুড়ে বড়সড় ধ্বস নেমেছে সেখানে রাস্তা তৈরির কাজ চলছে খাদের দিকের খানিকটা রাস্তা দিয়ে ঘোড়া চলাচল করছে কোন মতে জয়বাবা শম্ভুনাথ বলে জায়গাটা পেরোলাম তার পরেই দেখি আরেক জায়গায় মাত্র এক ফুট একটা নালীর মধ্যে দিয়ে ঘোড়া উঠছে প্রায় ষাট ডিগ্রীর চড়াই বেয়ে সেখানে আবার উপর থেকে ঘোড়া নামলে নিচের থেকে ঘোড়া উঠতে পারছে না ভাগ্য ভালো এটা খাদের দিক নয় নয়তো সেখানেই হার্টফেল করতাম আমি

এরপরেই পেলাম রাস্তার এই অবস্থার কালপ্রিটকে একটা ঝরনা, অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে এই অঞ্চলে মারাত্মক বৃষ্টি হয়েছিল ঝরনাটা বিপুলা হয়ে রাস্তাঘাট ধ্বসিয়ে নেমে গেছে কয়েকদিন আগে পরে ছবিতে দেখেছি কোথায় রাস্তা আর কোথায় পাহাড় কিছুই আলাদা করা যাচ্ছে না বাস্তবিক আমরাও তখন আলাদা করতে পারছিলাম না ঘোড়া যখন পা ফেলছে তখন দেখছি হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু সমতল বটে এই করতে করতে ঝরনার কাছে চলে এলাম

হেমকুণ্ডের পথের মাঝে ঝরনা। যার উপরে কোনও ব্রিজ নেই। একবার হড়কালেই...

ও মা! ঝরনা পেরোব কী করে? এখানে তো টিনের পুলও নেই ঘোড়াওয়ালা বলল, কিচ্ছু চিন্তার নেই ভালো কথা! উপর থেকে জল ঝরে পড়ছে, পায়ের (মানে ঘোড়ার পায়ের) তলায় নড়বড়ে পাথর আর খাদের দিকে তাকালে মাথা আরও ঘুরে যায় সেই ঝরনার জলরাশি পাথরে পাথরে ঠোক্কর খেয়ে জলকণার আবরণ তৈরি করে ছুটে চলছে ঘোড়াটা ঠিক কীভাবে পার হল বুঝলাম না একটা আট-দশ ইঞ্চির ধাপ কাটা ছিল ঝরনার মাঝে, ওইটা দিয়েই বোধহয় নাঃ, এইসব নিয়ে ভাবতে নেই মাথা তুলে দেখলাম উপরে অনেকখানি কালচে সবুজ পাহাড় দেখা যাচ্ছে না, এখনও পর্যন্ত ব্রহ্মকমল দেখতে পাইনি আমরা ঘোড়াওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, মিলেগি জ র

হঠাৎ সন্তু পিছনের ঘোড়া থেকে চেঁচিয়ে বলল, “পাহাড়ের গায়ে দেখ্ ”

আমি ভাবলাম ব্রহ্মকমল বুঝি, পাহাড়ের গায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি তিনজন মানুষ টিকটিকির মতো বেয়ে বেয়ে উঠছেন পাথর গাছ খামচে ধরে প্রথমজন একটু কমবয়স্ক যুবা, মাঝের জন মধ্যবয়স্কা এক ভদ্রমহিলা আর নিচের জন মধ্যবয়স্ক শিখ তারা শর্টকাট করবে বলে ঘোরানো পথ বাদ দিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দৃশ্যটা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে উঠল উফ্ কি স্ট্যামিনা!

বাঁধানো পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে শর্টকাট করার চেষ্টায় এক তীর্থযাত্রীণী

এখানেও রাস্তার ধারে ধারে অনেক ফুল ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস-এ যেমন ফুলের প্রাচুর্য দেখেছিলাম এখানে সেরকম নয়, তবে ভ্যারাইটি অনেক ঘোড়ার পিঠে চেপে এক হাতে ক্যামেরায় ঠিক জুত করে ফোটো তুলতে পারছিল না সন্তু মাঝে মাঝেই ঘোড়া থামাতে হচ্ছিল

হেমকুণ্ড যাওয়ার প্রথম দু’ কিলোমিটার মোটামুটি খাড়াই, তারপর দুই কিলোমিটার অত্যন্ত বেশি খাড়াই তারপর আবার দু’ কিলোমিটার মোটামুটি খাড়াই এই রাস্তায় কোন উতরাই নেই শুধুই উঠে যাও উঠে যাও মেঘ ভেদ করে তীর্থস্থানটা একটা পাহাড়ের উপরে একটা সময় কুয়াশা অনেকটা কেটে যেতে আমরা নিচের দিকে দেখছিলাম শীতঘুমে নিশ্চল অজগরের মতো এঁকে বেঁকে উঠে এসেছে পথ, তার মাঝখানে বিসদৃশ্য নীল প্লাস্টিকে ঢাকা চটি আর সবুজ হলুদ রেলিং

পাহাড়ের গা বেয়ে সমানে উঠে আসা সর্পিল পথ।

কিছুদূর গিয়ে সামনে আবার একটা ঝরনা পড়ল এর উপরে লোহার পুল আছে তবে ঘোড়া করে যাওয়ার সময় পুল একেবারে মচ মচ করে উঠল আমার ঘোড়াটা একটা লাঠির বাড়ি খেয়ে সামান্য ছুটে গিয়ে পাহাড়ের আরেকটা বাঁক পেরোল চোখের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্য কি যেন একটা অনবদ্য ছবি এসেই চলে গেল ভয়ের চোটে আর অন্য কোনও দিকে তাকাতে পারলাম না

মচমচে পুলওলা ঝরনা

সামনেই আবার বাঁক, রাস্তাও স আবার বাঁক পেরোতেই এবার দৃশ্যটা আশ মিটিয়ে দেখলাম ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র বেগুনি, লাল, নীল, গোলাপি ফুল ঝাড় ধরে ফুটে রয়েছে আর তাদের মাঝে মাঝে রাজদর্শনের মতো দেখলাম ব্রহ্মকমল উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট রঙের পদ্মের মতোই বড় বড় ফুল ফুটে আছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আবছা কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠছে তার ঔজ্জ্বল্য ঠিক আমার স্বপ্নের মতোই ফুলটা যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছে ব্রহ্মকমল হিমালয়ের ফুলগুলির মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম সাধারণত পাহাড়ের এত উপরে সব ফুলই ছোট ছোট অথবা স স অর্কিড জাতীয়, কিন্তু একমাত্র এই ফুলটাই বেশ বড়সড় আমাদের দেশে একমাত্র হেমকুণ্ডেই ব্রহ্মকমল দেখতে পাওয়া যায় এ ছাড়াও কেদারনাথ আর তুঙ্গনাথে এই ফুল পাওয়া যায়, কিন্তু তার কোনও নিশ্চয়তা নেই আমরা ঘোড়া থামাতে চাইলে আমাদের চালক রাজি হল না বলল উপরে আরও ফুল পাওয়া যাবে

পথের পাশে ব্রহ্মকমল আর অন্যান্য ফুল, অর্কিডের সমারোহ

ব্রহ্মকমল উত্তরাখণ্ডের স্টেট ফ্লাওয়ার এখানকার মানুষ ফুলটাকে অসম্ভব পবিত্র মনে করে এই ফুল ছেঁড়া মানে পাহাড়ে উপরে বিপর্যয় নেমে আসবে বলে মনে করে তারা সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে নন্দাষ্টমী উৎসবের আগে এক বিশেষ তিথিতে ব্রহ্মকমল তোলেন কেদারনাথ আর বদ্রীনাথের প্রধান পুরোহিতরা তখন এই ফুলে দেবতার বন্দনা করার পরে, প্রসাদ হিসাবে দেওয়া হয় তীর্থযাত্রীদের

প্রায় এক কিলোমিটার আগে থেকেই শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাবী ভাষায় শিখ গু দের বন্দনার গান বাজচ্ছে মাইকে নির্জনতা ভেদ করে তা ছড়িয়ে পড়ছে দূরদূরান্তে আমাদের ঘোড়া চালক বলল, প্রার্থনা হচ্ছে তাহলে হেমকুণ্ডে পৌঁছে গেলাম আমরা শেষমেশ পথের শোভা দেখতে দেখতে এবার আর কোমর ব্যথাটা অতটা গ্রাহ্যের মধ্যে এল না

পাহাড়ের কোলে ব্রহ্মকমলের সমারোহ

হেমকুণ্ড সাহিবের মস্ত টিনের আটচালার সামনে ঘোড়া থেকে নামলাম দুটো-তিনটে বিশাল বিশাল আটচালা এর মধ্যে লেকের একেবারে ধার ঘেঁষে বেশি রংচঙে বাড়িটা গু দ্বারা আমরা যাত্রা শু   করেছিলাম সকাল সোয়া আটটায় এই তেরশো ফিটের চড়াই উঠে আসতে ঘোড়াতেই লেগেছে তিন ঘণ্টা; এখন এগারোটা বাজে প্রচণ্ড ঠান্ডা, সূর্য মাঝে মাঝেই মেঘের আড়ালে মুখ লুকাচ্ছে

আমরা আটচালাগুলো পেরিয়ে লেকের ধারে চলে এলাম নীল জল টলটল করছে বিরাট হ্রদটায় তাতে ছায়া পড়েছে পাশের বরফাবৃত পর্বতচূড়াগুলোর অপর পাশে হ্রদের পাশ ঘেঁষে ঘেঁষে মাথা তুলে আছে বিশাল বিশাল পর্বতচূড়া তাদের ছুঁচালো সাদা মাথাগুলো সূর্যের আলোয় ঝিলিক তুলে খোলা কৃপাণের মতই ঝক ঝক করছে মনটা পথকষ্ট ভুলে আগেই ভালো হয়ে গিয়েছিল, এখন একেবারে আহ্লাদে ফেটে পড়ল আমরা ছুটোছুটি শু   করলাম ছবি তোলার জন্য কিন্তু ঠিক তখনই লেকের উপর দিয়ে ঠিক ইংরাজি ভূতের সিনেমায় যেমন দেখায় সেইভাবে গুঁড়ি মেরে মেঘকুয়াশা এসে ঢেকে দিল বিশাল হ্রদ আর পর্বতচূড়াগুলোকে

হেমকুন্ড লেক

গু দ্বারার দিকের পাড়টা সম্পূর্ণভাবে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো দু-এক ধাপ ঘাটও বানানো আছে শেকল আছে ধরে ডুব দেওয়ার জন্য পবিত্র হ্রদের জলে আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন দু-তিনজন শিখ তীর্থযাত্রী স্নান করছিলেন অনেকেই হ্রদে নেমে অঞ্জলিতে জল নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছে

একটা জরিদার কালো শেরওয়ানি আর পোর অলংকার লাগানো বিশাল কালো পাগড়ি পরে মস্ত একজোড়া কালো গোঁফ নিয়ে একজন ভদ্রলোক লাঠি হাতে হ্রদের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি ভদ্রলোক কেন ওরকম জমকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উনি আসলে হ্রদ পাহারা দিচ্ছেন অনেকেই জুতো না খুলেই হ্রদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওঁর কাজ হল তাদেরকে ঠ্যাঙানো হ্রদের পাড়ের ফুটদুয়েকের মধ্যে জুতো পরে যাওয়া বারণ আর হ্রদের জলে জুতো ঠেকানো তো নৈব নৈব চ

শিখদের পবিত্র গ্রন্থ "গু   গ্রন্থসাহিব"-এ গু গোবিন্দ সিং বলেছিলেন যে তাঁর পূর্বজন্মে তিনি একটি হ্রদের ধারে উপাসনা করেছিলেন যেটা ঘিরে আছে সাতটি বরফ ঢাকা পর্বতচূড়া ১৯৩০ সালে হাবিলদার সোহান সিং এই হেমকুণ্ড হ্রদটি খুঁজে পান আর তিনি এটিকে শিখগু র উপাসনাস্থল হিসাবে চিহ্নিত করেন

পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়া ঝরনা এসে মিশেছে লেকের জলে

হেমকুণ্ড খুলে যায় মে মাসের মাঝামাঝি থেকে ওইসময় কিছু একটা উৎসব থাকে শিখদের প্রতিবছর মে থেকে অগাস্ট/সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েক লক্ষ শিখযাত্রী যায় হেমকুণ্ড দর্শনে তারজন্যেই হেমকুণ্ডের রাস্তা পরিষ্কারভাবে বাঁধানো, চওড়া তবে এত তীর্থযাত্রীর দশ শতাংশও নাকি যায় না ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার এ

এই হেমকুণ্ড হ্রদ থেকেই উৎপত্তি হেমগঙ্গা নদীর যেটা ঘাঙ্গারিয়ায় পুষ্পবতী নদীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে এই জায়গাটার কথা নাকি আছে প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থ মার্কেণ্ডেয় পুরাণে এইখানেই ছিল ঋষি মেধস-এর আশ্রম, যিনি প্রথম সপ্তশ্লোকে চণ্ডীর বর্ণনা ব্যক্ত করেন এছাড়াও হস্তিনাপুরের মহারাজ পাণ্ডুও এসেছিলেন এখানে

হ্রদটা কুয়াশায় ঢেকে যেতে আমরা অন্যদিকে মন দিলাম ব্রহ্মকমল কোথায় সেইগুলো? কাছে যেতে হবে ছুঁয়ে দেখতে হবে একবার হ্রদের পাড়ে যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেইখানেই নতুন এক আটচালা বানাবার কাজ হচ্ছে বিশাল বিশাল টিনের শেড, রড আর স্টোনচিপ রাখা আছে তার পিছনেই একটা ছোট পাহাড় আমরা আটচালাটা ঘুরে অন্যদিকে গিয়ে বেয়ে বেয়ে পাহাড়ের গায়ে উঠলাম রাস্তা থেকে ফিট তিরিশেক উপরেই একটা ব্রহ্মকমল পাহাড়ের কোল আলো করে বিরাজমান

একটু দূরে আরও একটা... আরও একটা! একটু উঠতেই দেখলাম গাঢ় সবুজ আর কালো পাথরের পাহাড়ের পর পাহাড় ঢেউ-এর মতো চলে গেছে আর তাদের গায়ে স্ফুরজ্যোতির্ময় অপার্থিব এক পুষ্পসম্ভারের কা কার্য আমরা কাছের ব্রহ্মকমলটার পাশে গেলাম এ ফুল যেন সত্যিই স্বয়ংপ্রভ অনেক পৌরাণিক কাহিনি আছে এই ফুল ঘিরে বলা হয় গণেশের হাতির মাথা লাগানোর পরে এই ফুলের জলেই চান করে গণেশ বেঁচে ওঠে এই ফুলই নাকি কৌরব লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী তার পঞ্চস্বামীর সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় দেখেছিলেন এবং এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করেছিলেন এ ছাড়াও লোককথা আছে এই ফুল ফুটতে দেখলে জীবনের সবথেকে অসম্ভব কামনাও পূরণ হয় কিন্তু এই ফুল ফোটে রাতের অন্ধকারে, অতএব ব্রহ্মকমল ফুটতে দেখাও এক অসম্ভব প্রায় কামনা

ব্রহ্মকমলও রেহাই পাচ্ছে না অশ্বেতরর জিভের কাছে

আমরা ফুলটাকে প্রায় কোলে করে কিছু ফোটো তুললাম তারপরে পাথর বেয়ে বেয়ে আরও খানিক পাহাড়ের উপরে উঠে এক জায়গায় বসলাম সন্তু গেল ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলতে আমি বসে বসে আশেপাশের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে লাগলাম ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারসের মতো এখানে নিষ্কলুষ সবুজ চাদর বিছানো নেই পাহাড়ের গায়ে, বরং সবুজের সঙ্গে যত্রতত্র খোঁচা খোঁচা উঠে আছে কালোপাথর একফুট থেকে দোতলা বাড়ির সমান উচ্চতা তাদের তার মাঝেই ফুটে আছে বিভিন্ন রঙের অজস্র ফুল যা দেখতে পাইনি ভ্যালিতে এখানে সেই রংবেরঙের অজস্র ফুলের সমারোহ পেলাম আমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে হিমালয়ের বিখ্যাত ব্লু পপি, ইনুরি, মার্স অর্কিড আরও নাম না জানা বহু ফুল এ ছাড়াও একটা ফুল দেখলাম গাঢ় নীল রঙের ছোট ফুল, নাম জেন্টিয়ানা ফিলোক্যালিক্স; এই ফুল নাকি উপত্যকাতে দেখতে পাওয়া যায় না হেমকুণ্ড সাহিবেই ফোটে

শুনেছি আকাশ পরিষ্কার থাকলে দূরে নাকি নীলকন্ঠ পর্বতচূড়া দেখা যায় কিন্তু এখন সে আশা করাই বৃথা মাঝে মাঝেই প্রবল বাতাস আর মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চারপাশ একটা সময় এতই মেঘে ঢেকে গেল যে আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে থাকা ব্রহ্মকমলটাকেও আর দেখতে পাচ্ছিলাম না চুপচাপ বসে রইলাম, কখনো কখনো সামান্য হেঁটে চলে ঠান্ডা কাটিয়ে নিচ্ছিলাম

দেবদূর্লভ দৃশ্য

সন্তুটা যে ছবি তুলতে কোথায় চলে গেল আর দেখতেই পাচ্ছি না আরও কয়েকটা গ্রুপ এসে পৌঁছেছে হেমকুণ্ডে তাদের মধ্যেও কয়েকজন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে ফোটো তুলে বেড়াচ্ছে হেমকুণ্ডের ওই আটচালা আর সিমেন্টের বাড়িগুলো না থাকলে

এখানের প্রকৃতি আরও ভালোভাবে ধরা দিত মানুষের কাছে কিন্তু যতবার পাহাড়ের উপর থেকে লেকটা দেখতে যাচ্ছি ততবার চোখ আটকে যাচ্ছে বিসদৃশ্য টিনের চালায়, মন বিরক্তিতে ভরে যাচ্ছে তবে উলটোদিকে পাহাড়ের গায়ে ব্রহ্মকমলের ছড়াছড়ি সেখানে কোন বাধা নেই দৃষ্টির দূরে দূরে একটা একটা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে, কিন্তু তারাও যেন এই প্রকৃতির অংশ বলেই মনে হচ্ছে আমার মনে হয় হিমালয়ের সমস্ত সুন্দর স্থানে আইন করে মানুষের বসবাস বন্ধ করে দেওয়া উচিত তাতে যদি প্রকৃতি কিছু রক্ষা পায়

মেঘ এসে ঘিরে ধরেছে আমাকে, হু হু করে বয়ে যাচ্ছে আমার চুল উড়িয়ে মুখের উপর দিয়ে, এক অদ্ভুত অনুভূতি জলকণায় ভিজে গেলাম পুরো এতক্ষণে সন্তু নেমে আসছে পাহাড়ের উপর থেকে আমরা ওখানে বসেই প্যাক করে আনা খাবার দাবার খেয়ে নিলাম জলটল খেয়ে নেমে গেলাম আবার হ্রদের ধারে ঠিক ছিল সন্তু এখানে স্নান করবে, সেইমতো গামছা, জামাও আনা হয়েছিল কিন্তু আবহাওয়া যা ঠান্ডা! সন্তু একবার মোজা জুতো খুলে জলে নেমেই লাফিয়ে উঠল আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা ফোটো তুললাম পবিত্র জল মাথায় নিয়ে সন্তু হি হি করতে করতে উঠে এল তারপরে গু দ্বারে গিয়ে আমরা গরম গরম চা আর ডালিয়া খেলাম ওখান থেকে সব যাত্রীকেই দেওয়া হচ্ছিল এবার ফেরার পালা

পাহাড় জুড়ে ফুলের মেলা

সত্যি বলতে কি আমরা উপত্যকার থেকে অনেক বেশি ধরনের ফুল দেখেছি হেমকুণ্ডে উপত্যকা বিশাল বড়, পুরো উপত্যকার কোথায় কোন ফুলের ঝাড় ফুটে আছে সেটা খোঁজা একটু কষ্টকর বটে; সে তুলনায় হেমকুণ্ডের পাহাড়গুলোয় কম জায়গাতেই বহু ধরনের ফুলের সমারোহ কিন্তু উপত্যকার পের কোনও তুলনা হয় না

প্রায় সোয়া একটা বাজে, আমরা আমাদের ঘোড়াওয়ালাকে খুঁজে নামার উদ্যোগ করলাম হঠাৎ করে হু হু করে মেঘের সঙ্গে জলের ছিটে আসা শু   হয়ে গেল বৃষ্টি আবার! আমরা ভালো করে রেইনকোট মুড়ি দিলাম এত প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া যে কানপাট্টা, হুডারের টুপি কিছুই খোলা যাচ্ছে না তার উপর দিয়ে রেইনকোটের টুপিটা আর মাথায় ঢুকল না, এক্সট্রা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে মাথা মুড়ি দিলাম আগের দিনের অভিজ্ঞতার কারণে আজ সব গুছিয়ে এনেছিলাম

সন্তুকেও একইভাবে সব মুড়েসুরে দিলাম ও হেঁটে হেঁটে নামবে ফোটো তুলতে তুলতে (তার জন্য আরও প্লাস্টিক ব্যাগ আনা হয়েছিল) আর আমি ঘোড়ার পিঠে ঘোড়ার পিঠে এরকম খাড়া উতরাই নামা বেশ ভয়ঙ্কর তার মধ্যে তুফান তুলে বৃষ্টি আর এলোমেলো হাওয়া

চড়াই ভেঙে মানুষ তুলে আনছে একজন পিট্‌ঠু

ঘোড়ার পিঠে উঠে টুকটুক করে যাওয়ার সময় আরেক বার ভালো করে দেখে নিলাম ব্রহ্মকমলের উদ্যান হাওয়া আর বৃষ্টির মধ্যে নট নড়নচড়ন হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে দু-একটা হয়তো তাল মিলিয়ে মাথা দোলাচ্ছে আমরা নামতে শু   করলাম বৃষ্টির জন্য হাতে গ্লাভস পরা যায়নি প্রচণ্ড ঠান্ডায় মনে হচ্ছে হাত দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ ছুঁচের মতো জলকণা এসে বিঁধছে মুখে একটু পরে চশমাটা খুলে পকেটে পুরে ফেললুম স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা ওয়াটার   ফ জ্যাকেট আর প্যান্ট ভেদ করে ঢুকে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে তার মধ্যেও মেঘের আনাগোনা দেখছিলাম মোহিত হয়ে নিচের পাহাড় পুরো সাদা হয়ে গেছে তবে এখানে খুব জমাট বাঁধা মেঘ নয় মোটামুটি কুড়ি-তিরিশ ফিট পর্যন্ত অনায়াসে দেখা যাচ্ছে

ক্রমে মেঘে ঢেকে যাচ্ছে পাহাড়

খাড়া উতরাই শু   হল এবার ঘোড়া একেকবার হুমড়ি খাচ্ছে আর আমার মনে হচ্ছে আমি যেন জীন ছেড়ে ঘাড় টপকে এক্ষুনি পপাত চ, আর তারপরেই মমার চ মাঝখানের দু'কিলোমিটার রাস্তার হাল খুবই বাজে সকালের সেই ঝরনা যার উপরে কোনও ব্রীজ ছিল না, সেই জায়গাটা দেখতে দেখতে চলে এল ছপ ছপ করে ঝরনার উপর দিয়ে ঘোড়া সুদ্ধ পার হলাম আমার ঘোড়াটা আবার উতরাই পেয়ে কথা নেই বার্তা নেই মাঝে মাঝেই ছুট লাগাতে চাইছিল

ঘোড়াওয়ালাকে বলে বলে আমি লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে হাঁটাতে বাধ্য করলাম অন্য ঘোড়াটার কোনও সওয়ারী পাওয়া যায়নি সে এই ঘোড়াটার পিছু পিছু আসছিল সেই বড় নীল প্লাস্টিক ঢাকা চটি, আমি ভেবেছিলাম ওখানে হয়তো থামবে ঘোড়া, সন্তুকে বলে রেখেছিলাম আমরা ওখানে মিট করব; কিন্তু ঘোড়াওয়ালা ওখানে থামল না আমরা চটির দোকানদারকে বললাম কেউ যদি আমার খোঁজ করে তো বলতে আমি নিচে নেমে গেছি

ওঠার সময় তোলা রাস্তার ছবি

আরও কিলোমিটারখানেক উতরাই ভাঙার পরে আমি আর পারলাম না একটা চটি দেখে ঘোড়াওয়ালাকে থামাতে বললাম পা ঠান্ডায় জমে ঝিঁঝি ধরে গেছে স্টিরাপে পা আছে কিনা বুঝতেই পারছি না কোমরে ব্যথা, একটানা হাত টান করে পিছনে হেলে থাকায় হাতের বাহু দুটো টন টন করছে আর জলস্রোতের মত বৃষ্টি বইছে মুখের উপর দিয়ে রাস্তার উপরে একটু লাফাঝাঁপা করে ঠান্ডা কাটালাম আমার ঘোড়াওয়ালা নিজের জন্য ম্যাগি না কি যেন বানাতে বলল দোকানদারকে আমি দোনামনা করে ভাবছিলাম চা খাব কিনা আসলে ঘোড়াওয়ালাকে যত টাকা দিতে হবে ঠিক তত টাকাই আছে আমার কাছে আবার প্রচণ্ড হাওয়ায় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে নাঃ এক কাপ চা খাওয়াই যাক, টাকার চিন্তা পরে করব

একটা চেয়ারে বসে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ খানিকক্ষণ দোনামনা করলাম বৃষ্টি এখন থেমে গেছে, তারপর যেই আরেক ঝলক হাড় কাঁপানো হাওয়া ভেসে এল সামনের পাহাড়ের দিক থেকে অমনি ঠিক করে ফেললাম; নাঃ চা খেয়েই ফেলি আরও কিছুক্ষণ বসলাম গরম গরম মালাই চা যেন প্রাণ এনে দিল আমি প্রথমেই চায়ের গ্লাসে হাত ঘসে হাত দুটোতে সাড় ফেরাবার চেষ্টা করলাম তারপর আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে চা-টা শেষ করলাম সবে ভাবছি আরেক কাপ খাব কিনা, দেখি উপর থেকে সন্তু নামছে আমি অনেকক্ষণ থেকেই রাস্তার দিকে নজর রাখছিলাম অনেকেই নামছে কেউ গুটি গুটি, কেউ প্রচণ্ড স্পিডে সন্তুও দেখলাম বেশ স্পিডেই নামছে রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম ডাকাডাকি করছি দেখি চিনতে আর পারে না তারপর কাছে এসে বুঝতে পারল সন্তুর সঙ্গে বসে আরেক কাপ চা খেলাম এবার বেশ গা গরম হয়েছে

ঘোড়াওলা ঘোড়া সামলে নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে

প্রায় আড়াইটে বাজে তখন আবার ঘোড়ায় চাপলাম সন্তু আর ঘোড়ায় উঠতে রাজি হল না বাকি রাস্তাটা খুব একটা আর খাড়াই নয় মোটামুটি দুলকি চালেই ঘোড়া নামল নিচের দিকে দেখি খুব একটা বৃষ্টি হচ্ছে না যত বৃষ্টি উপরের দিকে তবে রাস্তাঘাট দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগেই খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে বৃষ্টির পরে রোদ উঠলে হাওয়ার তেজও বাড়ে আর কষ্টও বাড়ে এই অনবরত মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, বরফ আর পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করে করেই এখানকার মানুষ এত কষ্টসহিষ্ণু সমতলের মানুষ দু'দিনেই কাতর হয়ে পড়বে আমরা ঘাঙ্গারিয়ার কাছে প্রায় নেমে চলে এলাম হেমগঙ্গার ঝরনাটা দেখতে পাচ্ছি মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ফালি রোদ এসে ঝরনাটার গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছে

হেমকুন্ডের রাস্তা থেকে ঘাঙ্গারিয়া

ঘোড়াওয়ালার টাকা মিটিয়ে আমি হোটেলে ঢুকলাম প্রায় তিনটের সময় ওয়াটার ফ জ্যাকেট আর প্যান্ট থেকে জল ঝরছে ওই দুটোকে দড়িতে টাঙ্গিয়ে রাখলাম জুতো তো আগের দিন থেকেই ভিজে, আজকে নতুন মোজা পড়েছিলাম সেটাও গেছে গরম জল অর্ডার করলাম ভেবেছিলাম সন্তু এলে বলব, কিন্তু প্রায় সাড়ে তিনটে বেজে গেল সন্তুর পাত্তা নেই জামাকাপড় ছেড়ে গরম জলে গা ধুয়ে নিলাম সন্তু এল প্রায় চারটের সময় খানিকটা গরম জল ছিল আর খানিকটা কেটলিতে বানিয়ে সে গা ধুতে গেল আমি গরম গরম কাপ নুডলস আর চা বানালাম খেয়ে দেয়ে সাড়ে চারটের মধ্যে লেপের তলায় ঘুম ভাঙল সাড়ে সাতটা নাগাদ আজকে আর অতটা গায়ে ব্যথা নেই তাও খানিক ফাস্ট রিলিফ আর ভোলিনি মালিশ করে আমরা সব হিসাব নিকাশ করলাম আজকে হোটেলের বিল মিটিয়ে দেব কাল সকালে হোটেল ছেড়ে আমরা নেবে যাব গোবিন্দঘাট, আর সেখান থেকে যোশীমঠ হোটেলে কিছু টাকা আগে থেকেই দেওয়া ছিল তাই বাকি আর কত টাকা দিতে হবে সেটা হিসাব হল

সাড়ে আটটা নাগাদ খেতে গেলাম ফোন করলাম বাড়িতে তারপর বিল টিল মিটিয়ে ঘরে এসে বসলাম আমার ফোনটায় জলে ঢুকেছে সেটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করা হল তারপর ঘুম

দেবলোভা ব্রহ্মকমল

১২ অগাস্ট ২০১৬, সপ্তম দিন
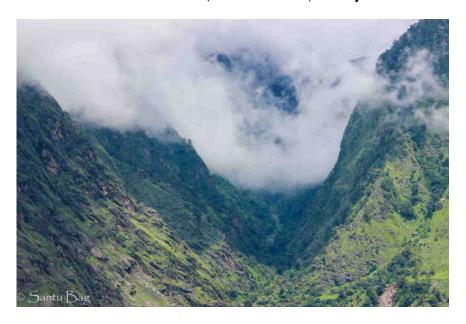
প্রকৃতি

আজ আমাদের পুষ্পবতীর কোলে শেষ দিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয়ে গেল কম্বলের ওম নিতে নিতে শুনছি পাখি ডাকছে এই কয়েকদিন সকালের দিকে সেইভাবে পাখির ডাক শুনিনি কি জানি হিমালয়ে পাখিরাও বোধহয় দেরিতে ঘুম থেকে ওঠে চা, ছাতুজল খেয়ে বাথ মে গেলাম আজ আমরা হেঁটেই নামব ঠিক করেছি ব্যাগ দুটো পাঠিয়ে দিতে হবে ঘোড়া বা পিট্ঠু করে

ব্যাগপত্র ঠিক করে গুছিয়ে নেওয়া হল সেও ভারী ঝক্কির কাজ অর্ধেক জামাকাপড় মোজা কাদা জলে ভিজে টুসটুসে এখানকার আবহাওয়ার কল্যাণে দু'দিনেও তারা শুকায়নি ভাগ্যিস বুদ্ধি করে প্রচুর পলিথিন ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলোতে ভরে ভরে জামাকাপড়গুলোকে ট্রলির তলায় চালান করা হল সব গুছিয়ে যখন নিচে নামলাম তখন প্রায় সোয়া আটটা বাজে প্রায় তরিবত করে পনির পরটা আর পেঁয়াজ পরটা খেয়ে সন্তু গেল ঘোড়ার খোঁজে আমি একটা চিকেন ফ্রায়েড রাইস প্যাক করে নিলাম দুপুরের জন্য একটু পরে সন্তু ফিরে এল, ঘোড়াওয়ালারা বেশি টাকা চাইছে বেশির ভাগ ঘোড়াওয়ালার দুটো করে ঘোড়া একটা ঘোড়া বুক করলে সে অন্যটার জন্যেও কিছু চার্জ ধরে নেয় তাই একটা ঘোড়া বুক করলে দাম যথারীতি বেশি পড়ছে একটা পিট্ঠু পাওয়া গেল কমবয়সী একটা ছেলে সে মোটামুটি দামে ব্যাগ দুটোকে নিচে নামাতে রাজি হল তার ঝুড়িতে বাঁধা হল ব্যাগদুটোকে

ঘাঙ্গারিয়া হেলিপ্যাডের কাছে

আমি হোটেলের একটা ছেলের সঙ্গে ফোটো তুললাম হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে তারপর ঘাঙ্গারিয়াকে বিদায় জানিয়ে নামতে শু   করলাম পিট্‌ঠু ছেলেটা একটুখানি পথ আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল তারপরেই সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা তবে বৃষ্টির জল আর ঘোড়ার নাদি রাস্তার হাল খারাপ করে দিয়েছে তাও ভালো পুরো রাস্তাটায় আমরা খুব বেশিবার ঘোড়ার মুখোমুখি হইনি

খানিক হাঁটার পরে হেলিপ্যাডটা এল উলটো দিকের পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরনা দেখে আমার মনে পড়ল; আরে এইখানেই রাস্তার উপর দিয়ে বয়ে চলা একটা ঝরনা ছিল না এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ঝরনা আজকে আর বইছে না, হয় তার জল শুকিয়ে গেছে বা সে বেলা হলে বইতে শু   করে

হেলিপ্যাড আর উল্টোদিকের পাহাড়ের ঝরনা

আমরা এগোতে থাকলাম সন্তু মান্না দে-র গান চালালো ফোনে দিব্যি লাগছিল ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মান্না দে-র গান শুনতে শুনতে হাঁটা ওঠার সময় এই জায়গাটায় সন্তু এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে কোনওরকম ফোটো তুলতে পারেনি এখন নামার সময় সে প্রাণ ভরে ফোটো তুলতে তুলতে নামছে দু'কিলোমিটার নামার পরেই আমার পায়ে একটু একটু লাগতে শু করল এখানে সিঁড়ি টপকে টপকে নামতে হচ্ছে খাড়া উতরাই একটা জায়গায় বসে একটু রেস্ট নিলাম কোথা থেকে যেন পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে এরকম পাখির ডাক আগে শুনিনি তবে খোঁজাখুঁজি করেও পাখিটাকে পাওয়া গেল না আবার হাঁটতে শু করলাম

নামার সময় স্বাভাবিক ভাবেই গতি দ্রুত হয়ে পড়ে, তাই বারবার ব্রেক কষতে হয় এই করে করে হাঁটুতে ব্যথা শু হল একদিন আগেই প্রায় বারো কিলোমিটার ট্রেক করেছি শহুরে আহ্লাদি শরীরে আর কত সয় প্রথম চার কিলোমিটার হেঁটে সেই কাকভুষুণ্ডি উপত্যকায় আসতেই আমার দেড়ঘণ্টা লেগে গেল সেইখানে নদীর পাশে আমরা বেশ কিছুক্ষণ কাটালাম
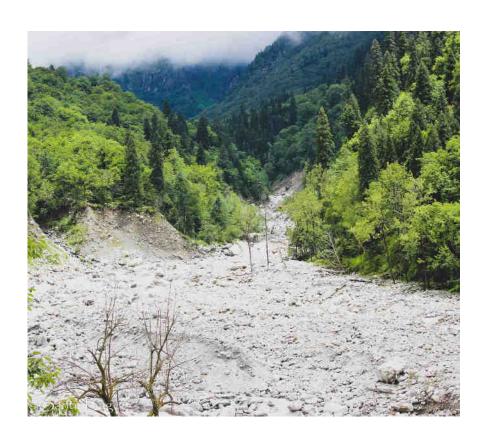
কাকভুষুণ্ডির সঙ্গম

আবার হাঁটা শু ব্রীজ পেরিয়ে উলটোদিকে প্রথম চড়াই পড়ল রাস্তায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলাম উঠেই ঠিক করলাম আর হাঁটা নয় আমি এবার ঘোড়ায় যাব বাকিটা সন্তু কিছুতেই শুনল না বলে ঠিক আছে আরেকটু চলো তারপর দেখছি তখনও শরীরে একটু জোর ছিল আবার হাঁটা লাগালাম গান শুনতে শুনতে

অনেকক্ষণ থেকেই পায়ের আঙুলে ব্যথা হচ্ছিল যখনই উতরাইতে নামার জন্য পা ফেলছি তখনই পায়ের বুড়ো আঙুলে একটু একটু লাগছিল আরও কিলোমিটার খানেক যাওয়ার পরে ব্যথাটা হঠাৎ খুব বেড়ে গেল আমার মনে হল বুড়ো আঙুলের নখ বোধহয় ভেঙে গেছে একটা বসার জায়গা পেয়ে জুতোটা খোলা হল কই না তো! শুধু একটু লাল হওয়া ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন হয়নি পায়ের বুড়ো আঙুলে একটু ভোলেনি লাগিয়ে আবার হাঁটা শু করলাম

ব্রিজ

আরও খানিক যাওয়ার পরে বুঝলাম বুড়ো আঙুলটা প্রতি পদক্ষেপে জুতোর সামনে ঠোক্কর খাচ্ছে হাজার রকমভাবে স্টেপ ফেলেও জুতোর সঙ্গে আঙুলের সংঘর্ষ রোধ করা গেল না অগত্যা খোঁড়াতে খোঁড়াতেই এগিয়ে চললাম গত এক কিলোমিটার ধরেই এক ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে আসছিলেন বিশাল বপু, দুই হস্তে দন্ড ধৃতা, সাদা সালোয়ার কামিজ শোভিতা, পঞ্চাশোর্ধ্বা ভদ্রমহিলাকে দেখেই আমার কষ্ট হচ্ছিল খানিক হাঁটার পরেই তিনি বসে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এক জায়গায় তাঁর পাশেই আমি বসলাম বেশ কিছুক্ষণ কথা হল তিনি ঘোড়ায় চড়তে ভয় পাচ্ছেন ওঠার সময় চড়েছেন কিন্তু নামার সময় আর চড়বেন না তাই হেঁটে চলেছেন তাঁর বাড়ি রাজস্থানে, এসেছেন মায়ের সঙ্গে, হেমকুণ্ডে তীর্থ করতে মা নেমে গেছে ঘোড়ায় চড়ে সন্তুকে অনুরোধ করল তাঁর ফোনে কিছু ফোটো তুলে দেওয়ার জন্য

পথ

ফোটো তুলে টুলে আমরা আবার হাঁটা দিলাম বনের মধ্যে দিয়ে পথ, সে ডাইনে বাঁয়ে উর্ধ্ব অধঃ সবদিকেই মোচড় দিয়ে দিয়ে চলেছে, শির শিরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে টুপ টাপ করে খসে খসে পড়ছে গাছের পাতা মাঝে মাঝেই "সৎ শ্রীআকাল" ধ্বনি দিয়ে হেমকুণ্ডগামী শিখদের ছোট ছোট দল আসছে উলটোদিক থেকে তাদের মধ্যে একজন আবার আপেল, শাকালু বিলি করতে করতে চলেছেন এরকম আরেকটা দলের কাছ থেকে আমরা দুটো চকোলেটও পেলাম দেখা পেলাম একদম সদ্যোজাত (দু-তিন মাসের হবে) এক শিশু নিয়ে হেমকুণ্ড চলেছে এক শিখদম্পতি

এতক্ষণে আমাদের ক্রশ করল একজোড়া বিদেশি ছেলেমেয়ে এরা ঘাঙ্গারিয়ায় আমাদের হোটেলেই উঠেছিল সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে এদের দেখেছিলাম তারা পিঠে ইয়া দুটো কস্যাক নিয়ে দিব্যি গল্প করতে করতে চলেছে অবিলম্বে আমাদের পেরিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল শুধু বিদেশি বলে নয়, ছেলেমেয়ে দুটোকে সত্যি দেখতে সুন্দর

পথিমধ্যে ঝরনা

আমরা পেরিয়ে এসেছি প্রায় সাত কিলোমিটার এখনও কিলোমিটার পাঁচ-ছয় বাকি পুলনা পৌঁছাতে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট চড়াই পড়ছে, আর মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ে উঠছি একটা দোকানে থেমে লেবু জল খাওয়া হল প্রায় বারোটা বাজে; এখন বেশ গরমও লাগছে আরও এক কিলোমিটার হেঁটে একটা জায়গায় রাস্তার ধারে লোহার বসার বেঞ্চ আর ছাউনি দেওয়া সেখানে বসে আমাদের সঙ্গে আনা প্যাকেট ফ্রায়েড রাইস খাওয়া হল

আমার আর হাঁটতে ভালো লাগছে না একটা ঘোড়া পেলে এখনি চেপে বসি দু-একটা ঘোড়াওয়ালা পেয়ে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, কিন্তু ব্যাটারা বাগে পেয়ে বেশি টাকা চাইছে পায়ে আবার ভোলেনি মাখলাম, ফাস্ট রিলিফ স্প্রে করলাম প্রথমে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে লাগছিল, এখন দেখি বাঁ পায়েও ব্যথা শু হয়েছে আবার হাঁটা শু হল সামনেই একটা চটিতে দেখলাম সেই বিদেশিযুগল বসে চা খাচ্ছে আর তাস খেলছে আমরা যখন চটিটা পার হচ্ছি তখন সেই পাঞ্জাবি আন্টি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে চটিতে ঢুকে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসলেন

পাহাড়ের গা ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে পুষ্পবতী নদী

খানিক গিয়ে আমার প্রায় নাকের জলে চোখের জলে অবস্থা একচোট ঝগড়া হয়ে গেল সন্তুর সঙ্গে আমি রাগের চোটে একা একা হাঁটা দিলাম কিছুক্ষণ পরে একটা বড় জলপ্রপাত পড়ল উলটোদিকে সেখানে একটা বসার জায়গায় বসতে গিয়ে দেখি সামনের ঝোপে একটা ছোট্ট পাখি যেমন তার পের বাহার তেমনি তার গলার জোর ওই ছোট শরীর থেকে কি করে যে এত তীক্ষ্ণ আওয়াজ বের হয় সেটা বেশ ভাবনার বিষয়

ছবিটবি তুলে আবার হাঁটা শু ভুইয়ান্ডর গ্রামটা পেরনোর পর থেকেই জঙ্গল পাতলা হতে শু করেছে পথে ঘাঙ্গারিয়া যাত্রী বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হল আমিও তাদের জিজ্ঞেস করলাম কতদূর আর তারাও জিজ্ঞাসা করল একই কথা পুলনা আরও দু'কিলোমিটার হবে আমার পায়ের ব্যথাটা প্রায় অসহ্য লাগছে এখন আরেকটা ব্যথার সুত্রপাত হয়েছে, উতরাই নামার সময় হাঁটুতে দেখি বেশ খচ খচ করে লাগছে আমাদের ঘাঙ্গারিয়ার হোটেল মালিককে দেখলাম তিনি কী এক কাজে সকালে নেমে এসেছিলেন এখন দেখছি ঘোড়ার পিঠে চেপে ফেরত যাচ্ছেন

পথিমধ্যে। সম্ভবত খচ্চরের খাবারে জন্য শুকনো খড় তোলা হচ্ছে ঘাঙ্গারিয়াতে

একসময় পুলনা পৌঁছে গেলাম পুলনা গ্রামটাই প্রায় এ মাথা ও মাথা এক কিলোমিটার লম্বা হবে আমাদের যেতে হবে গ্রামের অন্য প্রান্তে সেখান থেকেই গাড়ি ছাড়বে গোবিন্দঘাটের গ্রামের শু তেই বিদেশিযুগল আমাদেরকে টপকে গেল ওদের যা স্পিড,

কিন্তু এত দেরি করল নামতে; কতক্ষণ তাস খেলছিল কে জানে? সেই পাঞ্জাবি আন্টিকে দেখতে পেলাম না গ্রামের মধ্যে বেশ কিছু বাড়ি খাদের ঢালে নদীর দিকে তাদের ছাতগুলো প্রায় রাস্তার সমান্তরালে প্রায় প্রতি ছাদেই দশ বারো বা তারও বেশি বাইক রাখা একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম যারা নিজেদের বাইক নিয়ে আসে দিল্লী, হরিয়ানা বা পাঞ্জাব থেকেও তার এখানেই বাইক রেখে উপরে যায় আরও একটু হেঁটে গিয়ে গ্রামটা জাস্ট পেরিয়েই দেখি সেই যুগল বসে আছে পথের ধারে একটা বড় পাথরের উপরে

কিছুক্ষণ কথা হল তাদের সঙ্গে তারা স্কটল্যান্ড থেকে আসছে মেয়েটা এর আগেও তিনবার এসেছে ভারতে ছেলেটার এটা প্রথমবার এরপরে কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করতে তারা বলল এবার দিল্লী তারপরে কলকাতা আমি একটু অবাক হলাম ঘোরাঘুরির সূত্রে আগেও অনেক বিদেশি দেখেছি, কথা বলেছি তারা সাধারণত কলকাতা প্রায় কেউই যায় না আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতো জায়গা থাকতে কলকাতা কেন? ছেলেটা জানাল, তার গ্র্যান্ডফাদারের বাড়ি ছিল কলকাতায় আত্মীয়রা এখনও থাকে

স্কটল্যান্ডের লোকেরা দেখলাম বেশ গল্প করতে ভালোবাসে নিজেই জানাল তার গ্র্যান্ডফাদার ত ণ বয়সে স্কটল্যান্ডে চলে গেছিল তারপরে সেখানেই থেকে গেছে ও গ্র্যান্ডফাদারের শহর দেখতে এসেছে সেখান থেকে কোথায় একটা যাবে বলল একদম বুঝতে পারলাম না আবার জিজ্ঞেস করলাম সে আবার বলল তাও বুঝলাম না তারপর বলল, টাইগার আমি হাঁপ ছাড়লাম, ওহ্ সুন্দরবন বাপরে কি উচ্চারণ আমরা দু'বার সুন্দরবন সুন্দরবন বলতে এবার ওরা বলল, সুন্ড্রাবন্ যাক এবার খানিক বোঝা যাচ্ছে আমরা ওদের কাছে খানিক কলকাতার মাহাত্ম্যের গল্প টল্প করে হাঁটা শু করলাম ওরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল

ঘাঙ্গারিয়ার ব্রিজ
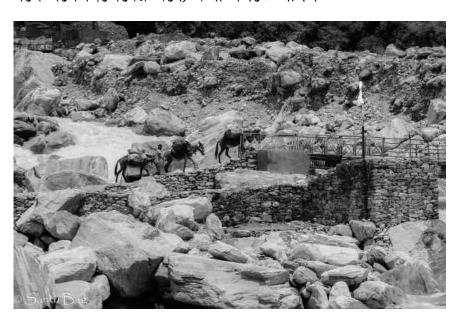
পৌনে তিনটে বাজে, আমরা শেষ চড়াই অতিক্রম করে গাড়ির স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছলাম গ্রামের মধ্যপথে আরেক জোড়া আমাদেরকে টপকে এগিয়ে গিয়েছিল দেখি তারা একটা গাড়ির মাথায় ব্যাগ তুলে গাড়ির ভেতরে বসে আছে আমাদের দেখতে পেয়ে সেই পিট্‌ঠুর ছেলেটা একগাল হেসে ছুটে এল ব্যাগ ট্যাগ তার কাছ থেকে নিয়ে টাকা মিটিয়ে দিলাম আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলাম কিন্তু এ তো শেয়ারের গাড়ি পুরো গাড়ি ভর্তি না হলে নিচে নামবে না আমরা বসে বসে ঘড়ি দেখে দেখে অস্থির হতে লাগলাম প্রায় সাড়ে তিনটের সময় দেখা গেল সেই পাঞ্জাবি আন্টি আসছেন কোনওরকমে তিনি এসে গাড়িতে বসলেন আর আমরাও সবাই মিলে ঠিক করে নিলাম যে খানিক বেশি টাকা দিয়েই আমরা নেমে যাব তখন সোয়া তিনটে বেজে গেছে

নামছি তো, নামছিই! আর কত অধঃপতন হবে?

নামতে মিনিট পনেরোর মতো লাগল সেই গোবিন্দঘাটের ব্রীজ হিসাব করে টাকা পয়সা মিটিয়ে দেওয়া হল পাঞ্জাবি আন্টি আর শিখযুগল গোবিন্দঘাটেই থাকবে, কিন্তু আমাদের যেতে হবে যোশীমঠ আমরা গাড়ি খুঁজতে লাগলাম ব্রীজের সামনের এক দোকানদার বলল, শেয়ারে গাড়ি পাওয়া যাবে উপরের রাস্তা থেকে এখান থেকে সেখান অবধি হেঁটেই যেতে হবে দোকানদাররা বলল এই তিন-চারশো মিটার বেশি দূর নয় গোবিন্দঘাটের বাজারটা পেরিয়ে গিয়ে একটা চড়াই রাস্তা

মালপত্র টানতে টানতে বুঝলুম যে গাড়িটায় আমরা এসেছিলাম তার নাম ফোন নম্বর টুকে রাখা উচিত ছিল কে জানত এমন গেরো অতি কষ্টে চড়াইটা পার হলাম সামনে

কোথাও কোন গাড়ির স্ট্যান্ড দেখা যাচ্ছে না আমি হতাশ হয়ে ব্যাগটা রেখে একটু বসার জায়গা খুঁজলাম, পেলাম না
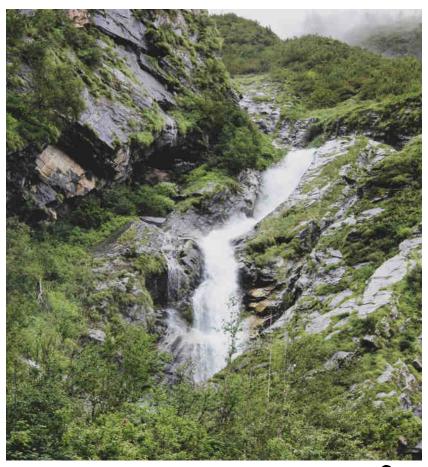
ঘাঙ্গারিয়ার পাহাড়ি ঝরনা

একজন বয়স্ক লোক আসছিলেন গোবিন্দঘাট বাজারের দিক থেকে, তিনি বললেন, আর পাঁচশো মিটার, ঝরনা যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনারা চলে যেতে পারবেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঝরনা ঠিক থাকা মানে? তিনি বললেন, রাস্তার উপরে একটা ঝরনা আছে কখনো কখনো তার জল বেড়ে যায়, তখন পার হওয়া মুশকিল হয় কপাল চাপড়ে আবার এগোতে থাকলাম

নাহ্, ঝরনায় জল কমই আছে ঝরনা পার হয়ে আবার চড়াই আমি থেমে গিয়ে বললাম, আর কতদূর? উনি বললেন এই চড়াইটা উঠলেই ওই যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ সত্যিই একটা বড় রাস্তা দেখা যাচ্ছিল মনে নতুন উদ্যম এনে চড়াই ভাঙতে শু করলাম তেরো কিলোমিটার ট্রেকের পরে আরও এক কিলোমিটার ফাউ যোগ হল তাও আবার মালপত্র সমেত মালপত্র নামিয়ে গাড়ির আশায় আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম ঘড়িতে তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে এরপর থেকে সন্তু আর আমায় ঘড়ি দেখতে দেয়নি

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠলাম কোনও গাড়ির দেখা নেই আমি শুনেছিলাম বেশি রাত হয়ে গেলে গোবিন্দঘাট থেকে যোশীমঠ যাবার গাড়ি পাওয়া যাবে না আমরা গোবিন্দঘাটে যে থেকে যাব, তাও সম্ভব নয় কারণ প্ল্যান আছে পরের দিনই হরিদ্বার নেমে যাওয়ার যোশীমঠ মোটামুটি বড় শহর সেখান থেকে হরিদ্বার নেমে যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যতটা সোজা গোভিন্দঘাট থেকে তা সম্ভব নয় এই সব চিন্তা করে ক্রমে আমার প্রেশার চড়তে লাগল

পুষ্পবতী নদী

এমন সময় একজন ক্ষয়াটে চেহারার লোক এসে আমাদের সঙ্গে দাঁড়ালেন তিনিও যোশীমঠ যাবেন তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরেই একটা টাটাসুমো এল একদল চ্যাং ব্যাং ছেলেতে পুরো প্যাকড আপ টাটাসুমোটা এসে 'যোশীমঠ' বলে দাঁড়াল পিছনের দুজনের সিটে তৃতীয় জন হয়ে সেই ভদ্রলোক নিজেকে গুঁজে দিলেন টাটাসুমো চলে গেল আমার তখন প্রায় কান্না পায় পায় দশা এইভাবে যেতে হবে? হে ভগবান, ঘাঙ্গারিয়াতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলে হত

এমন সময় আরেকটা টাটা সুমো এসে দাঁড়াল নাঃ! এতে বেশ ভদ্রসভ্য মানুষজন আছে এমনকি একজন মহিলাও আছেন খানিক সাহস এল মনে পিছনের সিটে একজন মাত্র বসে আমরা উঠে পড়লাম মালপত্র ড্রাইভার তুলে দিল গাড়ির মাথায় বাঁধাবাঁধির কোন প্রশ্নই নেই

ঘাঙ্গারিয়ার পথে ঝরনা

উদ্দাম বেগে গাড়ি ছুটল এইবারের বেড়ানোতে দু-দুবার শেয়ারের গাড়িতে চেপে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল যে এরা নিজেদেরকে রেসের প্রতিযোগী বলে ভাবে যারা গাড়ি বুক করে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারা এদের গাড়ি চালানো কল্পনাও করতে পারবে না যেমন ঝাঁকানি, তেমনি কাঁপানি মানে প্রতি বাঁকে উঁচু নিচু রাস্তায় ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, তেমনি দুরন্ত গতিতে ছোটার জন্য তার সর্ব অঙ্গ থর থর করে কাঁপছে আগেই বলেছি যোশীমঠ থেকে ঘাঙ্গারিয়ার রাস্তা কেমন, তার উপরে এই ড্রাইভারের গাড়ি চালানোর চোটে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার গা গোলাতে শু   করে দিল পকেটে তখনও দুটো লেবু লজেন্স বাকি ছিল সেগুলোই বের করে দুজনে মিলে চুষতে শু   করলাম ভাগ্যিস আসার পথে কিছু দৃশ্য দেখে ছিলাম যাওয়ার পথে দেখতেই পেলাম না, কোথায় প্রয়াগ আর কোথায় কি!

অক্ষত অবস্থায় যোশীমঠ পৌঁছলাম যখন, তখনও সূর্য অস্ত যায়নি শরীর এত ক্লান্ত যে এখুনি একটা বিছানা পেলে শুয়ে পড়ব কিন্তু হায় কপাল! এখনও যে অনেক দুর্ভোগ বাকি যেখানে আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়েছে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে এখান থেকে আমরা যেখানে ছিলাম হোটেল কামেট, তা আবার এক-দেড় কিলোমিটারের ধাক্কা আমায় কেউ ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিলে খুশি হতাম তখন কিন্তু না; সেই এগারো নম্বরেই ভরসা

টায়ার ফাটা গাড়ির মত কোঁকাতে কোঁকাতে চললাম অবশেষে প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ বাদে জীপ স্ট্যান্ড-এর পাশে আমাদের হোটেল পেলাম

হিমালয় জুড়ে সবুজ মখমলের আবরণ

হোটেলও আমাদের কপাল খারাপ একটা বড় পার্টি এসে সব ঘর বুক করে নিয়েছে আমাদের একদম ওঁছা একটা ঘর দিল স্যাঁতসেঁতে ড্যাম্প পুরো ঘরটায়, আবার তার দরজাটা বন্ধ করতে গেলে গোটা পাঁচেক লাথি কষাতে হয় এমনকি এক বালতি গরম জল পর্যন্ত পাওয়া গেল না মনের দুঃখে ইলেকট্রিক কেটলিতেই গরম জল বানিয়ে বানিয়ে স্নান করলাম মাথায় শ্যাম্পু পর্যন্ত করে ফেললাম এই কয়েকদিন মাথায় জল ছোঁয়ান যায়নি বৃষ্টিতে ভিজে, ঘামে কাদায় চুল পুরো শনের নুড়ি জটাবুড়ি হয়ে গিয়েছিল পা দুটো অসহ্যভাবে কন্‌কন্‌ করছিল হোটেলের একটা বয়কে দিয়ে খাবার আর জল কিনে আনা হল সেটা খেয়ে দেয়ে গায়ে একটু জোর পেতে, কত্তাগিন্নিতে এক প্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেল আমি তো রাগে দুঃখে তক্ষুনি হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাচ্ছিলাম নেহাত পা দুটো রাজি হল না বলে, যাওয়াও হল না

রাতে তন্দুরী টি আর ঠান্ডা চিকেন কারি ডিনার করে শুয়ে পড়লাম আবার কাল দীর্ঘ যাত্রা

ঘাঙ্গারিয়ার পাহাড়

১৩ অগাস্ট ২০১৬, অষ্টম দিন

আমাদের এই ট্যুরটায় আমি দেখেছি একদিন কষ্টের সীমা থাকে না তো পরের দিন মজাসেই কাটে গতকালটাকে দুঃস্বপ্ন ভেবে নিয়ে ভ্রমণের অষ্টম দিনে যোশীমঠে, হোটেল কামেটের স্যাঁতসেঁতে গন্ধওলা ঘরে ঘুম ভাঙল সকাল সাড়ে সাতটায় ভোরের দিকে কারা যেন খুব চেঁচামিচি করছিল বলে একবার ঘুমটা একটু ভেঙে গেছিল কিন্তু তারপরে একদম সকাল হয়ে ঘুম ভাঙল আগেরদিন আমাদের হোটেলওলা ছোকরাটি বলছিল অপেক্ষাকৃত সস্তায় গাড়ি বুক করে দিতে পারবে হরিদ্বার যাওয়ার জন্য

রাত্রিবেলা তার আর দেখা পাইনি আমরা তাই ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে প্রায় আটটা নাগাদ সন্তু গেল তার আর গাড়ির খোঁজ নিতে আমি ব্যাগ গোছাতে শু করলাম সন্তু ফিরে এলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব মিনিটি পনেরো-কুড়ি পরে সন্তু ফিরে এল হোটেলওয়ালা কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে না আর হরিদ্বার যাওয়ার শেষ বাস চলে গেছে সকাল সাতটা নাগাদ আমাদেরই দেখতে হবে বাইরে গাড়ি পাওয়া যায় কিনা

যোশীমঠ থেকে রুদ্রপ্রয়াগ যাওয়ার পথে

হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে আমরা নিচের রাস্তায় এলাম হোটেলের সামনের রাস্তাতেই ব্যাগ রেখে সন্তু গাড়ির খোঁজ করতে গেল আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে গেলাম সবে যখন অধৈর্য হয়ে পড়েছি ঠিক তখনি সন্তু ফিরে এসে জানাল এখান থেকে হরিদ্বারের শেয়ার গাড়ি ছাড়ে না, আমাদেরকে হয় পুরো গাড়ি বুক করে যেতে হবে নয়তো চামোলী অবধি শেয়ার গাড়িতে গিয়ে আবার গাড়ি বদল করতে হবে চামোলী থেকে দ্রপ্রয়াগ অবধি পরের গাড়ি যায় এতদূর অবধি জেনে এসেছে সন্তু আমি তক্ষুনি গাড়ি বুকিং-এর ডিসিশন নিয়ে নিলাম ছোট গাড়ি ফোর সিটার চাইছে আট হাজার আর বড় গাড়ি টাটাসুমো চাইছে পাঁচ

যোশীমঠ ছেড়ে বেরোতেই...

সন্তু গিয়ে টাকা তুলল এটিএম থেকে তারপর একটা টাটাসুমো পাকড়ে নিয়ে এল, তখন পাক্কা ন'টা বাজে আমি মনের আনন্দে টাটাসুমোটায় উঠে পড়লাম আসার সময় গাড়ির চলনের ধকলে প্রাকৃতিক দৃশ্য ঠিক মন খুলে উপভোগ করতে পারিনি ফেরার সময় সেই সুযোগও হয়ে গেল গতকাল বিভিন্ন টেনশনে আর ফোনে ব্যাটারি না থাকার কারণে বাড়িতে ফোন করা হয়নি এখন হরিদ্বার যাওয়ার গাড়ি পেয়ে টেনশন ফ্রি ভাবে হিমালয় আর অলকানন্দার লুকোচুরি দেখতে দেখতে ফোন করলাম বাড়িতে

সন্তু জানলার ধার পেয়ে মনে আনন্দে ফোটো তুলছে তখন ফোটো তুলতে তুলতে আর বিস্কুট খেতে খেতে আমরা প্রায় চামোলী পৌঁছালাম প্রায় এগারোটায় চামোলীতে গাড়ি থামিয়ে পেট ভরে ব্রাঞ্চ খাওয়া হল আবার গাড়ি ছুটে চলল হরিদ্বারের দিকে যোশীমঠ থেকে দ্রপ্রয়াগ অবধি রাস্তার হাল খুবই খারাপ তবে ড্রাইভার দেখলাম খুব ভালোভাবেই গাড়ি চালাচ্ছে ধ্বসের জায়গাগুলোতে স্পিড নামিয়ে আনছে প্রায় কুড়িতে আবার ভালো রাস্তায় মসৃণভাবে স্পিড তুলে দিচ্ছে ষাটের কাছে নিজস্ব গাড়ি বুক না করলে এই রাস্তায় গাড়ির ভেতরে, ঘটিগরম বানানোর সময় একটা বন্ধ কৌটোতে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে যেইভাবে ঝাঁকায় পুরো সেইরকম অভিজ্ঞতা হয় আমরা প্রয়াগগুলোতে

থেমে থেমে ফোটো তুলতে তুলতে যাচ্ছিলাম (কিন্তু দুঃখের বিষয় গাছপালার প্রাচুর্যে ফটোগুলো খুব একটা ভালো আসেনি)

এটা কোনও বিখ্যাত সঙ্গম নয়।

কর্ণপ্রয়াগের কাছাকাছি এসে গাড়ী থামতে, সন্তু জিজ্ঞেস করল, প্রয়াগ ক'টা?

আমি জ্ঞানের ঝাঁপি খুলে বসলাম অলকানন্দা নেমে এসেছে চৌখাম্বা পর্বতের পুব ঢালের শতপন্থ হিমবাহ থেকে বদ্রীনাথের পরে মানা গ্রামের কাছে প্রথম শাখানদী সরস্বতী এসে মিশেছে অলকানন্দায় প্রয়াগের নাম, কেশব প্রয়াগ কিন্তু সেই প্রয়াগকে মূল পাঁচটা প্রয়াগের অন্তর্গত করা হয় না মূল পঞ্চপ্রয়াগ হল— সবথেকে উপরে বিষ্ণুপ্রয়াগ; শাখানদী ধৌলিগঙ্গা চামোলীর পরে নন্দপ্রয়াগ, শাখানদী নন্দাকিনী এখন আছি কর্ণপ্রয়াগের কাছে; এখানে পিন্ডার গ্লেসিয়ার থেকে পিন্ডার গঙ্গা এসে মিশেছে এখানে অলকানন্দার সঙ্গে এই প্রয়াগে নাকি কর্ণ সূর্যের স্তব করেছিলেন তাই প্রয়াগের নাম কর্ণপ্রয়াগ আবার কেউ কেউ বলে, এইখানেই ছিল কণ্বমুনির আশ্রম, এটাই দুষ্মন্ত শকুন্তলার মিলন স্থল কণ্ব মানুষের মুখে মুখে কর্ণ হয়ে গেছে

শ্রোতার উসখুসানি দেখে জ্ঞানভান্ডারের ঝাঁপ বন্ধ করতে হল আবার শু   হল পথ চলা

একটা বাজার পর থেকে কষ্টটা বাড়তে শু   করল বিশ্রী দমচাপা আবহাওয়া রোদের জন্য জানলার কাছ থেকে সরে আসতে হয়েছে এতটুকু হাওয়া নেই ফ্যাকাসে সবুজ পাহাড় যেন ঝলসে যাচ্ছে সূর্যদেবের তাপে এর মধ্যেই পেরিয়ে গেলাম দ্রপ্রয়াগ,

এখানে শাখানদী মন্দাকিনী আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু কেক আর কুকি ছিল সেগুলো খাওয়া হল একে একে গাড়ি ছুটে চলেছে দ্রুতগতিতে
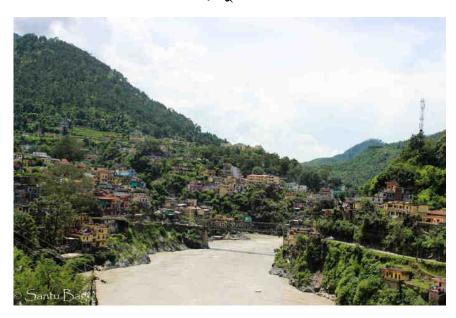
গরমে শ্রান্তিতে ঘুম পাচ্ছে সন্তু তো মাঝখানে দিব্যি এক চোট ঘুমিয়ে নিল আমি জেগে আছি যদি দুজনকেই ঘুমাতে দেখে ড্রাইভারও ঘুমিয়ে পড়ে হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালো ড্রাইভার পাশেই পাহাড়ের গা থেকে একটা নল থেকে অঝোর ধারায় জল পড়ছে সে চোখে মুখে জল দেবে তখন প্রায় আড়াইটে বাজে আমরাও পাহাড়ের ঠান্ডা জলে হাত মুখ ঘাড় গলা ভালো করে ধুয়ে ফেললাম শ্রান্তি খানিক কেটে গেল

দ্রপ্রয়াগের পর থেকে গাড়ি ভালোই স্পিডে ছুটছে তার আগে এতো ল্যান্ডস্লাইড জোন যে স্পিড বাড়াবার সুযোগই ছিল না কোনও কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেবপ্রয়াগ পৌঁছে গেলাম গঙ্গোত্রী থেকে বিশাল বপু ভাগীরথী এসে মিশেছে এখানে অলকানন্দার সঙ্গে অলকানন্দা আর ভাগীরথীর কলেবর প্রায় সমান সমান এখান থেকেই অলকানন্দা এফিডেফিট করে গঙ্গা নামে বয়ে চলেছে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত জুড়ে সেখানে ফোটো তোলার নামে একটু ঘোরাঘুরি করে পায়ের আড় ভাঙলাম ঠায় গাড়ির মধ্যে বসে থেকে থেকে পা কোমর ধরে গেছে একেবারে

মাকড়সার জালের মত সবুজ প্রকৃতি বেষ্টন করছে ইলেট্রিক তার

এবার আস্তে আস্তে প্রকৃতি শান্ত হতে শু   করল গাড়ির জানলা দিয়ে বেগুনপোড়া রোদের বদলে ঠান্ডা ঠান্ডা প্রাণ মন জুড়ানো হাওয়া ঢুকতে শু   করল আমরা চলতে লাগলাম কত পথ পার হলাম, কত যে পাহাড় নদী এরপরের বার ঠিক করেছি আরও আরও গান ফোনে ভর্তি করে নিয়ে যাব কোথাও বেড়াতে গেলে সব বিস্কুট, কেক শেষ এমন সময় একটা জায়গায় দেখি বাজার মতো বসেছে আর প্রচুর ভুট্টা পুড়িয়ে বিক্রি করছে গাড়ি থামিয়ে ভুট্টা কেনা হল ভুট্টা খেতে খেতে শ্যাম্পু করা চুল উড়িয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে পাহাড়ের দৃশ্য আহা! এর থেকে বেশি সুখ আর কোথায় আছে

ঋষিকেশের কয়েক কিলোমিটার আগে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার চা খেতে গেল আমি আর সন্তুও লেবু জল খেলাম বড্ড গরম পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম স্রোতস্বিনী গঙ্গা দ্রুতবেগে চলেছে এখানে যদিও নদী অনেক শান্ত একটু পরেই ড্রাইভার এল আবার গাড়ি ছুটল প্রায় সাড়ে চারটে বাজে আমরা ঋষিকেশে পৌঁছলাম শহরে পৌঁছানর আগে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে রামঝুলাসহ ঋষিকেশ শহরের খানিক অংশের ছবি তোলা হল তারপর ঢুকলাম শহরে আর দশটা সাধারণ শহরের মতই ঘিঞ্জি রাস্তায় জ্যাম পেরিয়ে যখন আমরা আবার খোলা রাস্তায় পড়লাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে আধঘণ্টা পরেই হরিদ্বারের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম কিন্তু আবার জ্যাম শু হল দীর্ঘ জ্যাম পেরিয়ে আমরা পাক্কা ছ'টার সময় হরিদ্বার স্টেশনের সামনে নামলাম
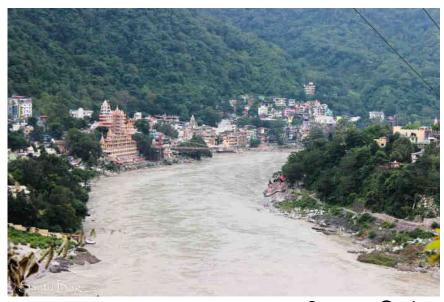
ঋষিকেশ। নদীর উপরে সুতোর মতো রামঝুলা।

সন্ধ্যার মুখে হরিদ্বারের রাস্তা তখন গমগম করছে কত রকমের পশরা সাজানো দোকান, খাবারের দোকানে ঘুরে ঘুরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে বড় বড় ময়দার লেচি, রাস্তার ময়লা আবর্জনার ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ছাপিয়ে প্রাণকাড়া গন্ধ ভেসে আসছে খাবারের দোকান থেকে এক জায়গায় ব্যাগপত্র রেখে আমি পাহারায় দাঁড়ালাম আর সন্তু হোটেল খুঁজতে গেল

হরিদ্বারে রীতিমতো ভ্যাপসা গুমোট গরম পাহাড় থেকে নেমে আসার জন্য আরও বেশি গরম লাগছিল যাইহোক আমরা মোটামুটি ভাড়ায় একটা এসি ম পেয়ে গেলাম এক হোটেলে ভেবেছিলাম সন্ধ্যাবেলা ঘুরতে বেরবো আশপাশে, কিন্তু আর ভালো লাগল না তাই চানটান করে এসির ঠান্ডায় পকোড়া দিয়ে চা খেতে খেতে আর হোটেলের টিভি দেখতে দেখতে একটা ছোট্ট ঘুম দিয়ে নিলাম ঘুম ভাঙল প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমাদের হোটেলটা নিরামিষাশী সন্তু চিকেন খাবে বলে ক্ষেপে উঠলেও, আমার একটুও বাইরে বেরোতে ইচ্ছা করছিল না আমাকে সাপোর্ট করে ব ণ দেব ঝমঝম করে বৃষ্টি

পাঠাল আমরা হোটেলের ঘরেই পনির পোলাও, পনির কড়াই আর তন্দুরি টি খেয়ে ঘুম দিলাম
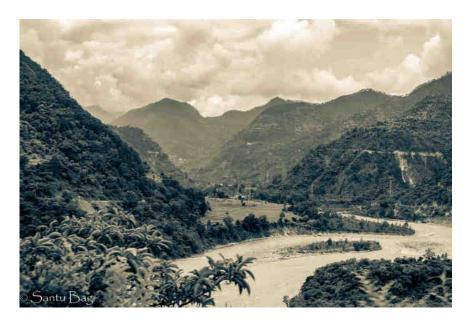
অলকানন্দা

১৮ অগাস্ট ২০১৬, নবম দিন

যোশীমঠ থেকে হরিদ্বারের পথে

আজ সকালে কোথাও যাওয়ার নেই তাড়া নেই গাড়ি ধরবার, অ্যালার্ম নেই ট্রেকিং-এর; ঘুম ভাঙল প্রায় সাড়ে আটটা বাজিয়ে ঘুম ভেঙে দেখি সন্তু তখনও ওঠেনি কিছুক্ষণ বাদে একেবারে চানটান সেরে সেজেগুজে যখন হোটেলের বাইরে পা দিলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে সন্তু কাল থেকেই চিকেন খাব চিকেন খাব করে নাচছিল, তাই প্রথমেই আমরা কিছু খাওয়ারের জন্য একটা নন-ভেজ দোকান খুঁজলাম আশপাশে সেরকম কোনও নন-ভেজ দোকান দেখলাম না তাই একটা দোকানে ঢুকে পেট ভরে ছোলাবাটোরা খেয়ে নিলাম এইসব উত্তর ভারতীয় মনপসন্দ খাবারগুলো আবার ব্যাঙ্গালোরে বসে পাওয়া যায় না

খেয়ে দেয়ে বেড়িয়ে একটা অটো বুক করে কংখলে আনন্দমায়ীর আশ্রম, মহাকালেশ্বর মন্দির, কণ্বমুনির ঘাট ইত্যাদি দেখলাম ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেদম বৃষ্টি শু হল সদ্য সদ্য কি উৎসব গেছে মনে পড়ল না হোটেলে ফিরে লাঞ্চ সেরে, আবার ঘুম লাগালাম এখনও অবধি হাত পায়ের যন্ত্রণা সারেনি একেবারে বাড়ি ফিরলে তখনই সারবে বোধহয়

হরিদ্বার ছেড়ে ঋষিকেশ যাওয়ার পথে এক পুরনো ব্রীজ

বিকেলবেলা পাঁচটার সময় উঠে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিলাম হরিদ্বারের কিছুই তো দেখা হল না, অন্তত গঙ্গা আরতিটা যদি না দেখি তাহলে খুবই খারাপ হবে এ ছাড়া সারা ট্যুরে কিছুই কেনাকাটা হয়নি আর হরিদ্বার তো শপারদের স্বর্গরাজ্য

রাস্তার দু'পাশে নানান দোকানের ভিড় হাঁটতে হাঁটতে ঠিক করতে লাগলাম ফেরার পথে কী কী কিনব প্রায় দেড় দু'কিলোমিটার হাঁটা তবে সমতল রাস্তা হওয়ার জন্য কষ্ট হচ্ছিল না বিশেষ শেষমেশ ঘাটের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে সন্ধ্যা আরতি শু   হবে সোয়া সাতটা নাগাদ এখনই ঘাটের দু'পাশের সিঁড়িতে প্রচুর লোক বসে আছে আমরাও বসে পড়লাম একটা জায়গায়

হরিদ্বার বিকেলবেলা

মাইকে গান বাজছে একগাদা পুলিশ এদিক ওদিক শুধু ঘোরাফেরা করছে না রীতিমত "আব বলো গঙ্গা মাঈকি জয়" "আব বলো গঙ্গা মাঈকি জয়" "লো আব পয়সা দো গঙ্গা মাঈকি পূজা কে লিয়ে" বলে জনতাকে শাসন এবং শোষণ যুগপৎ চালিয়েযাচ্ছে দেখে অবাক হলাম অনেকেই ওদের হাতে একশো পাঁচশো টাকার নোট তুলে দিচ্ছে পুলিশগুলো একটা করে বিল কেটে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে

হরিদ্বারের সন্ধ্যারতি

আমাদের পাশের ভদ্রলোক বললেন, এরা প্রতিদিন কিছু না হলেও লাখ দশেক টাকা রোজগার করে ফেলে এই ঘাট থেকে অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম সামনের টাকা নেওয়া পুলিশটার দিকে সন্ধ্যা নেমে এল একটু পরেই জোরে জোরে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ মাইকে গঙ্গাস্তুতি চলতে লাগল সাধারণ জনতা জোড়হাতে দুলে দুলে সেই স্তুতিতে কণ্ঠ মেলাতে লাগল অনেকেই ছবি তুলবে বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে সন্তুও উঠে পড়ল

তারপর ভিড়ের মধ্যে কে যে কোথায় কিছুই আর বোঝা গেল না মিনিট কুড়ি বাদে আরতি শেষ হল এবার আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে এল সন্তুও কোথা থেকে যেন উদয় হল আমরা একটা পাতার নৌকা ধূপ আর কর্পূরের প্রদীপ দিয়ে সাজানো জলে ভাসালাম খুব ভালো লাগছিল এরকম অসংখ্য নৌকা ভেসে ভেসে যাচ্ছে আরও একটা ভাসাতে ইচ্ছা করছিল

সামনেই একটা ব্রিজ, তার উপরে উঠে দাঁড়ালে সুন্দর দেখা যায় গঙ্গার বুকে মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রদীপগুলো ভেসে ভেসে চলেছে কিন্তু, বেশি দূর পর্যন্ত নয় সামনেই

একটা জায়গায় নদী গোঁত্তা খেয়ে ফুঁসে উঠছে ওইখানে গিয়েই প্রদীপগুলো সব নিভে যাচ্ছে

সেই অজানার খোঁজে

বেশ দার্শনিক দার্শনিক মনোভাব নিয়ে ব্রিজ থেকে নেমেই একেবারে হিসেবি মানুষ হয়ে গেলাম এবার কেনাকাটার পালা প্রথমে সবার জন্য গোছা গোছা চুড়ি, ফটো ইত্যাদি কেনা হল; তারপরে কার তামার ঘট, কার পিতলের কমণ্ডুলু ইত্যাদি ইত্যাদি লিস্টি মিলিয়ে ক্ষীরমালাই, কুলফি বরফ; ওদের ডাক কি এড়ানো যায় সামনেই একটা কাঠের দোকান আমি তীর বেগে ঢুকে গেলাম এইসব কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমাঝে দেখছি রাস্তা দিয়ে মিছিলের মতো যাচ্ছে অনেক লোক হাতে কীসব নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে ঘাটের দিকে

জিনিসপত্র ঢোকাতে ঢোকাতে সন্তুর ডেপ্যাকটা ভরে গেল আমি তখনই জানতুম আরেকটা ব্যাগের দরকার হবে, নিয়েও আসছিলাম; সন্তু শুধু শুধু নিতে দেয়নি দু'হাতে গোটা পাঁচেক প্লাস্টিকের ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটতে শু   করলাম আরও কিছু কেনার ইচ্ছা ছিল যদি আরও কয়েকটা হাত থাকত তবে অবশ্যই কিনতাম এইজন্যই বলে ছেলেদের বুদ্ধির উপর ভরসা করতে নেই একদম

জীবনের হাটে-বাজারে

ফিরে আসার সময়ে দেখলাম প্রসেশন বেরিয়েছে সুন্দর করে সাজানো পাটাতন; টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঘোড়া বা মোটরভ্যান তার উপরে সেজেগুজে সব দেবদেবীরা রাধা কৃষ্ণ গেল নাচতে নাচতে গরমে তাদের সিল্কের জামা সেঁটে গেছে গায়ের সঙ্গে তারপরে প্রচুর সাজগোজ করে রাম আর সীতা বসে আছে দেখলাম সীতার মুখটা প্যাঁচার মতন হয়ে গেছে পেট কামড়াচ্ছিল কিনা কে জানে উলটোদিকে পায়ের কাছে গম্ভীর মুখে লক্ষ্মণ বসে, তাকে বিশেষ কেউ দেখতে পাচ্ছে না বলে বোধহয় রাগ হয়েছে তারপর বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী এরকম পরের পর প্রায় গোটা দশ-বারো মোটরে টানা পাটাতন গেল শিবকেও দেখলাম রংচঙে বাঘছাল পরে সে আর নন্দী নাচছে বোম্বাচাক গানের সঙ্গে দিব্যি লাগছিল পার্বতী মনে হয় নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তাই দেখলাম একধারে বসে আছে

শুনলাম আজ নাকি কীসের একটা যোগ আছে তাই এত বড় প্রসেসন, আমাদের ভাগ্যটা ভালোই বলতে হয় ট্যুরের শেষ পর্যায়েও একটা দর্শনীয় জিনিস ফাউ পেয়ে গেলাম এবার হোটেলে এসে প্যাকিং আর খাওয়াদাওয়া ট্রেন রাত্রি একটায় আমরা হোটেল ছাড়লাম সাড়ে বারটায় যথাসময়ে ট্রেন এল ব্যাগপত্র নিয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে ট্রেনে উঠলাম আপার বার্থের নাসিকা গর্জনের ঠেলায় সারা রাত্রি আর ঘুম হল না

কিছু মুগ্ধতা

১৫ অগাস্ট ২০১৬, দশম দিন

হিমালয়ের দৃশ্যপট

কথা ছিল দিল্লী ষ্টেশনে নেমে প্রিপেইড ট্যাক্সি ধরে চলে যাব বোনদের বাড়ি কিন্তু ভোর পাঁচটার সময় দিল্লী স্টেশনের বাইরে এসে দেখলাম ট্যাক্সি কাউন্টার বন্ধ জানা গেল পনেরোই অগাস্ট বলে ট্যাক্সি কাউন্টার খুলবে না কিন্তু, ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি স্বর্গের উঠোন থেকে আর কিছু কি খারাপ হতে পারে এই জীবনে! একটা অটো ধরলাম সোজা বোনেদের বাড়ি তারা তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি

বেশ কিছু হাসি মজা, ফটো দেখা, রান্না, খাওয়াদাওয়া এই করে কেটে গেল দিনটা দুপুরবেলা প্রেমসে বোনের বানানো বিরিয়ানী আর চিকেন চাপ সাঁটিয়ে ওলাগাড়ি ধরে এয়ারপোর্ট দিল্লী থেকে প্লেন ছাড়ল সাড়ে পাঁচটায় প্লেনে খানিক ঘুমিয়ে আর খানিক জোৎস্না মাখা মেঘের প দেখতে দেখতে ন'টার সময় পৌঁছালাম ব্যাঙ্গালোরে একঘণ্টা বাসে ঝিমুতে ঝিমুতে বাড়ি ঢুকলাম রাত্রি এগারোটার সময়

বোনের সযত্নে প্যাক করে দেওয়া বিরিয়ানি খেয়ে নাগরিক জীবনের নিশ্চিন্ত কোলে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে ঘুম দিলাম

আবার যেন পৌঁছে গেছি সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছি স্বর্গের ফুলবাগিচায় পাহাড়ের গায়ে থরে থরে ফুটে রয়েছে ব্রহ্মকমল আর তাদের আশীর্বাদ ঝরে পড়ছে আমাদের মাথায়

পুষ্পোদ্যানে আমরা দুজন

আমাদের ভ্রমণসূচি

প্রথম দিন— ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লী - বাই প্লেন সেই দিন রাত্রেই দিল্লী থেকে হরিদ্বার - বাই ট্রেন (নন্দাদেবী এক্সপ্রেস 12205)

দ্বিতীয় দিন— হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ যোশীমঠে রাত্রিযাপন

তৃতীয় দিন— যোশীমঠ সাইটসিয়িং যোশীমঠ থেকে আউলি ঘোরা যোশীমঠে রাত্রিযাপন

চতুর্থ দিন— খুব সকাল সকাল যোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট/পুলনা গাড়িতে পুলনা থেকে ঘাঙ্গারিয়া - ট্রেক/পনি ঘাঙ্গারিয়াতে রাত্রিযাপন

পঞ্চম দিন— ঘাঙ্গারিয়া থেকে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস ঘুরে ফিরে আসা ঘাঙ্গারিয়াতে রাত্রি যাপন

ষষ্ঠ দিন— ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুন্ড পনিতে (যাওয়া আসা ১২ কিমি) ঘাঙ্গারিয়াতে রাত্রিযাপন

সপ্তম দিন— ঘাঙ্গারিয়া থেকে গোবিন্দঘাট হয়ে যোশীমঠ ফেরা যোশীমঠে রাত্রিযাপন

অষ্টম দিন— যোশীমঠ থেকে হরিদ্বার ফেরা হরিদ্বারে রাত্রিযাপন

নবম দিন— হরিদ্বার দর্শন মধ্যরাত্রিতে ট্রেন নন্দাদেবী এক্সপ্রেস

দশম দিন— ভোরবেলা দিল্লী ফেরত সন্ধ্যেবেলা দিল্লী থেকে ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর

কীভাবে যাবেন? কোথায় থাকবেন?

- গোবিন্দঘাটের আগে অবধি গাড়ি যাওয়ার রাস্তা আছে গোবিন্দঘাটে বেশ কিছু হোটেল আর গু দ্বারা আছে রাত্রিবাসের জন্য
- গোবিন্দঘাট থেকে পুলনা— ২০১৩-র বন্যার পরে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়েছে তা ছাড়াও গোবিন্দঘাট থেকে পনি পাওয়া যায় সোজা ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার তবে পুলনা থেকে পনি নিলে খরচ কিঞ্চিৎ কম পড়ে এখানে রাত্রিবাসের স্থান নেই তবে অনেক বাইকে করে পুলনা অবধি আসে এখানে বিভিন্ন বাড়িতে বাইক রাখার জায়গা আছে
- গোবিন্দঘাট থেকে ঘাঙ্গারিয়া যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার সার্ভিস হয়েছে পার হেড খরচ ৩০০০/ ৩৫০০ টাকা
- পুলনা থেকে ঘাঙ্গারিয়া— ট্রেক, পনি, পিটঠু, পালকি ঘাঙ্গারিয়াতে যথেষ্ট থাকার জায়গা আছে হোটেল, গু দ্বারা, রেস্ট হাউজ, লগ কেবিন, টুরিস্ট রেস্ট হাউজ, টেন্ট ইত্যাদি শিখদের উৎসবের সময় ছাড়া অন্য সবসময়ই কোনও না কোনও হোটেলে ঘর পাওয়া যায় তবে ঘাঙ্গারিয়া গ্রামে ঢোকার প্রায় এক কিমি আগে হেলিপ্যাডের পাশেই অনেক টেন্ট নিয়ে একটা হোটেল আছে ওখানে থাকলে আগামী ট্রেকিং-এর দিনগুলোয় প্রতিদিন দু'কিমি এক্সট্রা হাঁটতে হবে
- ঘাঙ্গারিয়া থেকে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস— ঘাঙ্গারিয়ার শু থেকে এক কিমি মতো হাঁটলেই ভ্যালির টিকিট কাউন্টার তারপরে প্রায় পাঁচ কিমি গেলে কালাপাত্থর নামে একটা জায়গা থেকে ভ্যালিটি শু হয় সম্পূর্ণ ভ্যালিটি প্রায় ১০ কিমি লম্বা ভ্যালির ভিতরে আরও প্রায় ৫-৬ কিমি পর্যন্ত যাওয়া যায় ট্রেক, পিটঠু, পালকিতে যাওয়া যায় ভ্যালির ভিতরে পনি যাওয়া নিষেধ পিটঠু বা পালকির ক্ষেত্রে ভাড়া ছাড়াও পোর্টারের টিকিট কাটতে হবে টুরিস্টকেই পিটঠু বা পালকিগুলো কালাপাত্থর অবধিই যায় সাধারণত
- ভ্যালির ভিতরে রাত্রিবাস স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড সন্ধে ছয়টার আগে না ফিরলে পার হেড দশ হাজার টাকা জরিমানা
- ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুন্ড সাহিব— ঘাঙ্গারিয়া থেকে ট্রেক অথবা পনি, পিটঠু, পালকি করে যাওয়া যায় রাত্রি নিবাসের সীমিত স্থান, একটা ছোট গু দ্বারা সাধারণত সেখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না

প্রয়োজনীয় তথ্য

ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস যাওয়ার সবথেকে ভালো সময় হল মধ্য জুলাই থেকে মধ্য অগাস্ট (বর্ষাকাল) এই সময়ই ভ্যালিতে ফুলের মেলা বসে মে মাসের শেষের দিকে বরফ গলতে শু করলে ভ্যালি খুলে যায়, কিন্তু তখনও ভালো করে ফুল ফোটে না বরফের সমারোহ আর কিছু ফুল দেখতে চাইলে মে-জুন মাসে যাওয়া যেতে পারে অগাস্টের পর থেকে ফুল ঝরতে শু করে সেপ্টেম্বরে ভ্যালি নিজের বর্ণ সমারোহ হারিয়ে প্রায় খয়েরি রং ধারণ করে সেপ্টেম্বরের শেষ থেকেই বরফ পড়তে শু করে অক্টোবরে ভ্যালি বন্ধ হয়ে যায়

ভ্যালিতে সাধারণত ব্রহ্মকমল দেখতে পাওয়া যায় না ব্রহ্মকমল দেখতে চাইলে হেমকুন্ড সাহিব যেতে হবেই

গাইড— গাইড নিলে বিভিন্ন ফুল, গাছ, পাখি আর ভ্যালি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য জানা যায় তবে দুজনে বা একলা একলা গেলে গাইড ভাড়া একটু বেশিই হয়ে যায় আমরা গাইড নিইনি অন্যান্যদের থেকে জ্ঞান আহরণ করেছি যতটা পারা যায়

খাবার— সাধারণ পেট ভরানোর মতো খাবার পাওয়া যায় ঘাঙ্গারিয়াতে ঘাঙ্গারিয়া ঢুকতে হোটেল লোকপালে প্রায় সব ধরণের খাবারই পাওয়া যায় খুব স্বাদযুক্ত না হলেও, সারাদিনের ধকলের পরে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন যথেষ্ট স্বর্গীয় মনে হয়

ভ্যালির ভিতরে খাবারে দোকান বা রান্না করার স্থান নেই ঘাঙ্গারিয়ার যে কোনও হোটেলেই আগের রাতে বললে তারা সকালে প্যাকেট খাবার রেডি করে রেখে দেন তবে অতি অবশ্যই খাওয়ারের শেষে সেই প্যাকেট ভ্যালির বাইরে ফেরত আনতে ভুলবেন না নয়তো অত সুন্দর স্বর্গোদ্যান কিছুদিন পরেই ডাস্টবিনে পরিণত হবে

হেমকুণ্ডে গু দ্বারা থেকে সর্বসাধারণের জন্য চা আর ডালিয়া বিলি করা হয় খুবই সুস্বাদু সেই খাবার হেমকুণ্ড যাওয়ার পথে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট চটি আছে সেখানে চা, পাঁউ টি, ডিম, ম্যাগি, নিম্বু পানি, এমনকি চিপস পর্যন্ত পাওয়া যায়

থাকা— ভ্যালির ভিতরে রাত্রিযাপন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ সন্ধে ছ'টার মধ্যে সবাইকে বেরিয়ে আসতে হয় নয়তো ২০০০ টাকা ফাইন করা হয়

ট্রেকিং ডিফিকাল্টি— পুলনা থেকে ঘাঙ্গারিয়া যেতে ভুইন্ডার বা কাকভুষুন্ডীর উপত্যকার পরে প্রায় তিন কিলোমিটারের একটা খাড়াই আছে সেটা বেশ কষ্টকর

ঘাঙ্গারিয়া থেকে ভ্যালিতে যেতে পুষ্পবতী নদীর উপরে বড় ব্রীজ পেরোনর পরে আবার তিন কিলোমিটার টানা চড়াই যথেষ্ট কষ্টকর তবে বাকি ভ্যালিতে খুব খাড়া চড়াই আর বিশেষ নেই ভ্যালির ভিতরে হেঁটে গেলে ধীরে ধীরে উচ্চতা বাড়তে থাকে

ঘাঙ্গারিয়া থেকে হেমকুণ্ড টানা ছয় কিলোমিটার খাড়া চড়াই বেশ কষ্টকর যাত্রা তবে এই রাস্তায় পনি চলে

ট্রেকিং ডিফিকাল্টি ধরলে ভ্যালি অব ফ্লাওয়ারস মডারেট লেভেলেই থাকবে কেউ চাইলে তাঁর ট্রেকিং-এর সূত্রপাত এটা দিয়েই করতে পারেন আমার মতে এই ট্রেক টের অন্যতম সুবিধা হল রাত্রে এসে মোটামুটি হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া ঘাঙ্গারিয়াতেই থেকে দুটো পয়েন্ট ঘুরতে হয় বলে জিনিসপত্র সমেত ভারি ব্যাগ নিয়ে পথ চলার প্রয়োজন পরে না সামান্য দু-তিন কেজি জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেক করা যায়

ট্রেক টাইমিং— সন্ধের পর বুনো জন্তু জানোয়ার, ল্যান্ডস্লাইড আর আলোর অভাবের জন্য গোবিন্দঘাট থেকে ঘাঙ্গারিয়া রাস্তায় যাওয়া উচিত নয় তাই দুপুর দুটোর পর থেকে ঘাঙ্গারিয়ার দিকে ওঠার ট্রেক এবং বিকেল চারটের পরে গোবিন্দঘাটের দিকে নেমে আসার ট্রেক সাধারণত বন্ধ থাকে

নেটওয়ার্ক ইত্যাদি— ২০১৬ তে ঘাঙ্গারিয়া থেকে শুধুমাত্র স্যাটেলাইট ফোন সার্ভিস ছিল হোটেল থেকে ফোন করতে হত পার কল দশ টাকা করে পরে শুনেছি ওখানে বিএসএনএল সার্ভিস চালু হয়েছে

কারেন্ট— হিমালয়ের গভীরে কারেন্ট একটা অনিশ্চিত ব্যাপার বৃষ্টি ইত্যাদি খুব হলে (যা ওই জুলাই অগাস্ট মাসে ওই অঞ্চলের জন্য খুব স্বাভাবিক) কারেন্ট নাও থাকতে পারে এমনিতেই দিনের বেলা ঘাঙ্গারিয়ার বেশির ভাগ হোটেল কারেন্ট থাকে না

টুকটাক

- হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ যেতে শেয়ার টাটা সুমোয় প্রায় আট-ন'ঘণ্টা সময় লাগে হরিদ্বারে যত সকালে গাড়ি ধরা যায় ততই সুবিধা হরিদ্বার থেকে শেয়ারের সুমোয় একবারে গোবিন্দঘাটও যাওয়া যায় যোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট যেতে এক-দেড়ঘণ্টা লাগে মাত্র ভাড়া কিঞ্চিৎ বেশি পড়বে
- খাবারদাবার অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু কিনতে হলে যোশীমঠেই কিনে নেওয়া ভালো এরপরে উপরের দিকে দাম বেড়ে যায় ক্রমশ যোশীমঠে ভালো বাজার আছে পাহাড়ে ওঠার জুতো থেকে গুঁড়ো দুধ সবই পাওয়া যায়
- এটিএম থেকে টাকা তোলার ব্যাপারেও একই নিয়ম প্রযোজ্য গোবিন্দঘাটের এটিএম-এর ভরসায় না থাকাই ভালো

এই ভ্রমণে অত্যবশ্যকীয় জিনিস

১) এক্সট্রা দু-একটা পাতলা সুতির জামা প্যান্ট

২) এক্সট্রা খান দুয়েক মোজা

৩) রেইনকোট গোবিন্দঘাটে বিক্রি হওয়া পাতলা ফিনফিনে প্লাস্টিকের রেইনকোটের মতো জিনিসগুলো ভ্যালি ট্রেকিং-এর জন্য আদৌ কাজের জিনিস নয় গাছের ডালের খোঁচায় ওগুলো বেশির ভাগ সময়ই ফর্দাফাই হয়ে যায় ভালো মোটা রেইনশার্ট আর প্যান্ট ব্যবহার করা উচিত আমাদের ডাকব্যাকের রেইনকোট সেট ছিল

৪) প্লাস্টিক টুপি এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস

৫) ভ্যালি এবং হেমকুণ্ড ট্রেকের সময় যে কোনও সময় বৃষ্টির সম্ভবনা থাকে তাই ডে-ব্যাগটা প্লাস্টিকের হলেই ভালো হয় অথবা আলাদা প্লাস্টিক কভার ব্যবহার করা উচিত

৬) ভেজা জামাকাপড়, মোজা ইত্যাদি আলাদা করে রাখার জন্য প্লাস্টিক জিপ লক ব্যাগ

৭) লাঠি লাঠি এই ট্রেকিং-এ অত্যাবশ্যকীয় জিনিস পাহাড়ে ওঠা নামা দুই ক্ষেত্রেই কাজে লাগে

৮) জলের বোতল আমরা একটা ফিল্টারওলা জলের বোতল কিনেছিলাম এই ট্রেকিং-এর জন্যে সেটা বেশ কাজে এসেছিল মাত্র এক লিটারের কম জল নিয়ে আমরা ট্রেকিং শু করেছিলাম কিন্তু দুজনে মিলে পুরো ট্রেকিং-এ চার-পাঁচ লিটার জল খেয়েছি প্রায় ভ্যালির ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় ঝরনা, নদী ইত্যাদি থেকে জল ভরার প্রচুর অপশন আছে তবে সেসব জলও ফিল্টার করে খাওয়াই যুক্তিযুক্ত বিশেষ তথ্য— আমি সাধারণত বেড়াতে গেলে মিনারেল ওয়াটার খেয়ে থাকি ভ্যালির জল বাজারের সাধারণ মিনারেল ওয়াটারগুলোর থেকে অনেকাংশে ভালো

৯) সাধারণ প্রয়োজনীয় ওষুধ আর ফার্স্ট এইড কিড নিজের সঙ্গে রাখা ভালো অনেকটা উচ্চতা হলেও ভেঙে ভেঙে ওঠার জন্যে আমাদের কোনওরকম অল্টিচুড সিকনেস হয়নি তবে সেই সংক্রান্ত ওষুধও কাছে রাখা উচিত

১০) ট্রেকিং জুতো

১১) টর্চ, এক্সট্রা পাওয়ার ব্যাংক হিমালয়ের অত উপরে কারেন্টের কোনও ভরসা নেই

১২) ক্যাশ টাকা সুরক্ষিত রাখার জন্য ঠিকঠাক প্লাস্টিক ব্যাগ ঘাঙ্গারিয়াতে কোনওরকম ভারচুয়াল কয়েন অথবা এটিএমের ব্যবস্থা নেই

ফুলের সমাহার

© Santu Bag

© Santu Bag
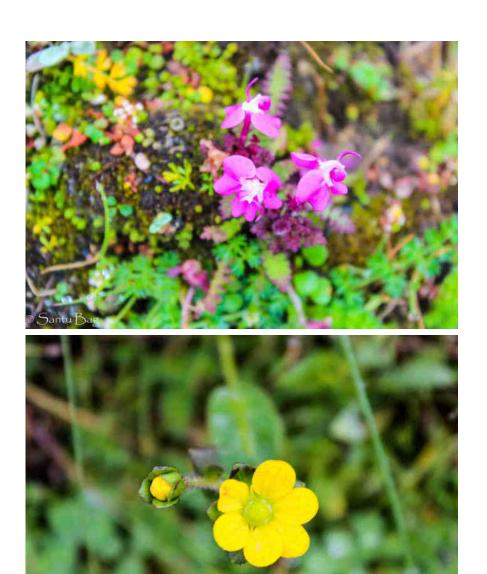
কল্পবিশ্বের ই-বুক সম্ভার

বইগুলি কিনতে ইমেজে ক্লিক ক ন

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
পুস্তক তালিকা

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১: ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০: বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা**:** সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কালসন্দর্ভা: অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক: অঙ্কিতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১: আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড: হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা: বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার
লেখক: সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক: দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক: সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র: কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ: সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক: অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র: রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা: সুদীপ দেব

আদম ও ইভ: কল্পবিজ্ঞানের গল্প সংকলন
লেখক: অমিতাভ রক্ষিত

মনন শীল: তিনটি ইয়ং অ্যাডাল্ট বায়ো থ্রিলার
লেখক: পার্থ দে

ডেকাগন: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার সংকলন
লেখক: ঋজু গাঙ্গুলী

ভয়াল রসের সম্রাট-এইচ পি লাভক্রাফট: শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা, সটীক সংস্করণ।
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

স্বমহিমায় শঙ্কু: দুটি অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ
লেখক: সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব

রণেন ঘোষ রচনা সমগ্র ১: রণেন ঘোষের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও গল্পের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আগামীর সাত মুখ: স্প্যানিশ কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সাতটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের সংকলন
অনুবাদ: সৌরভ ঘোষ ও রমা সরকার দাস, সম্পাদনা: অঙ্কিতা